Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 1



সকালের শিরোনাম

বুধবার

২ সাজাপ্রাপ্তের জামিনের পর ফের আতঙ্ক! গুজরাত ছাড়লেন বিলকিস বানো ● পৃঃ ৩

কলকাতায় বেআইনি কল সেন্টার! অভিযানে ধৃত ৯, উদ্ধার ৭ লক্ষ টাকা ● পৃঃ ৩

১৯ নভেম্বর অভিষেকের অফিসে পরিদর্শনের পরিকল্পনা, মমতার বাড়িতে দমকলের নোটিস ● পৃঃ ৩

দৈনিক বাংলা পত্রিকা ● ১৮ নভেম্বর ২০২৬ ● বাংলা ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ ● বর্ষঃ- ০২ ● সংখ্যা ঃ-১১ ● মূল্যঃ- ০৫ টাকা ● PRGI NO : WBBEN/25/A1493 ● www.sakalershironam.in ● sakalershironam@gmail.com



হাসপাতালের পার্কিং সমস্যা মেটাতে বহুতল পরিকাঠামোর ভাবনা। মুম্বইয়ের মডেল অনুসরণের পরামর্শ হাইকোর্টের

আজকের খবর

পিএম স্বনিধি প্রকল্পে জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছে দুর্গাপুর নগর নিগম, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী



কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম স্বনিধি প্রকল্পের সফল রূপায়ণের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং দুর্গাপুর পুরনিগম। আগামী ২০ নভেম্বর নয়াদিল্লির ড. আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজিত স্বনিধি সম্মান অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। মন্ত্রকের পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পথ হকারদের আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে পরিচালিত এই প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য প্রশাসন এবং দুর্গাপুর পুরনিগমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের কাজেরও প্রশংসা করেছে কেন্দ্র। এই অনুষ্ঠানের জন্য রাজ্য ও বিভিন্ন পুরসভার ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদলকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে পুরস্কারের বিষয়টি জানানো হয়েছে। মন্ত্রকের যুগ্মসচিব ঈশা কালিয়া রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব মহম্মদ গুলাম আলি আনসারিকে চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পথবিক্রেতাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গ ও দুর্গাপুর পুরনিগমকে পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং দুর্গাপুর পুরনিগমের এই সাফল্যের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, রাজ্য বিভাগে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ এই জাতীয় সম্মান পেতে চলেছে। তিনি দাবি করেন, নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতর এবং সুডা'র জন্য এটি যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় পুরস্কার। ২০২০ সালের জুন মাসে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে হকারদের জামানত ছাড়া ১৫ হাজার, ২৫ হাজার এবং ৫০ হাজার টাকার ঋণ সহায়তা ও নির্দিষ্ট নিয়মে সুদের ভর্তুকি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও দুর্গাপুর পুরনিগমের মোট ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ১৭ নভেম্বরের মধ্যে মনোনীত প্রতিনিধিদের নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল রাস্তার পাশে ব্যবসা করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পথবিক্রেতাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। এই প্রকল্পের আওতায় তাঁদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া এবং নতুন করে ব্যবসার পরিসর বাড়ানোর জন্য ঋণের সুযোগ দেওয়া হয়।

একই সঙ্গে তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিচারপতিদের নিয়ে মন্তব্যে বিপাকে অভিষেক

শোকজ কলকাতা হাই কোর্টের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

বিচারপতিদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বড় আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে শোকজ করেছে আদালত। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে হবে, কেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না। মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ৮ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিচারব্যবস্থার একাংশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিজেপির সঙ্গে বিচারব্যবস্থার একাংশের যোগ রয়েছে। তাঁর নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলা দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা হাই কোর্টে ঝুলে রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আদানি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত শুনানি হলেও তাঁর আবেদনের ক্ষেত্রে কেন তিন মাস ধরে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ। অভিষেকের সেই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আদালতে সরব হয় রাজ্য সরকার। অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে অভিষেকের সাক্ষাৎকারের ভিডিও এবং বক্তব্যের প্রতিলিপি জমা দেন। রাজ্যের দাবি ছিল, রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকতেই পারে। কিন্তু সেই বিরোধের সঙ্গে বিচারব্যবস্থাকে জড়িয়ে ফেলা যায় না। একজন সাংসদ হয়ে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে এমন মন্তব্য করা আদালত অবমাননার সামিল। তাই অভিষেকের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ফৌজদারি আদালত অবমাননার মামলা শুরুর আবেদন জানায় রাজ্য। গত বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর এই মামলার শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবীকে কার্যত কড়া বার্তা দিয়েছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তিনি প্রশ্ন করেন, কোন কোন বিচারপতি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত এবং কারা তৃণমূলের হয়ে কাজ করছেন, তার তালিকা আদালতে জমা দিতে হবে। বিচারপতির কটাক্ষ, অভিষেক নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করেন। তা হলে তাঁর কাছ থেকেই সেই তালিকা চেয়ে নেওয়া হোক। বিচারপতিদের বার্ষিক গোপনীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা এসিআর লেখার কাজও কি তাঁর মক্কেল করছেন, আইনজীবীর উদ্দেশে সেই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। মঙ্গলবার সেই বিতর্কেই আরও এক ধাপ এগোল আদালতের পদক্ষেপ। বিচারপ্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা এবং বিচারপতিদের বিরুদ্ধে কলঙ্কজনক অভিযোগ তোলার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অভিষেকের মন্তব্য প্রাথমিক ভাবে বিচারপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের শামিল। তাই কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে ১৫ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। আদালত আরও জানিয়েছে, এই পর্যায়ে শোকজের জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ, এখনই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

হনুমান চল্লিশার আসর থেকে মমতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

কালী মূর্তিকে যিনি প্রিজন ভ্যানে তুলেছিলেন, মহালয়ার দিন তাঁকেই দিল্লিতে প্রিজন ভ্যানে উঠতে হয়েছে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কৃষ্ণনগর



কালী মূর্তিকে যিনি প্রিজন ভ্যানে তুলেছিলেন, মহালয়ার দিন তাঁকেই দিল্লিতে প্রিজন ভ্যানে উঠতে হয়েছে।' মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হনুমান চালিশা পাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চলতি বছর মহালয়ার দিন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতায় পথে নেমেছিল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা), আম আদমি পার্টি (আপ) এবং তৃণমূল কংগ্রেস-সহ একাধিক বিজেপি বিরোধী দল। বিরোধী দলের অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে সেই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের অন্যান্য সাংসদ এবং কংগ্রেস ও সপা-র একাধিক নেতাকে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। এদিন সেই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখার সময় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে শুরু করে রাম মন্দির ও মহাকুম্ভ প্রসঙ্গ টেনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারকে নিশানা করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সনাতনের শক্তি দেখুন। কয়েকদিন আগে কালী পুজো করেছি। শ্রীকৃষ্ণ, রাম, কালী, হনুমানের শক্তি দেখুন। ২০২৫ সালে কালী মাকে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে তুলেছিল। এবার ওঁকে ২০২৬ সালে ওঁকেই দিল্লি পুলিশের প্রিজন ভ্যানে উঠতে হল।

এটাই কালীর শক্তি। যে সময় রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, সেই সময় এখানকার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পার্ক-সার্কাসে বলছে রাম মন্দির নেহি চলেগা। যাঁরা রাম মন্দিরের বিরোধিতা করে, সনাতনীদের গালিগালাজ করে, তারা এখন দেশের ভিতরে গড়বড় তৈরি করতে চাইছে। এদের জবাব দেবে নতুন প্রজন্ম। সিপিএমের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই দেশ সনাতনীদের ভূমি। ৩৪ বছরের কমিউনিস্টরা নিজেদের নাস্তিক বলত। আর আমাদের ধর্ম পালনের অনুমতি দিত না। বলত, এখানে জয় শ্রীরাম চলে না। আর ১৫ বছরের সরকার হিন্দু ধর্মকে গন্দা ধর্ম বলত।

> কালী মূর্তিকে যিনি প্রিজন ভ্যানে তুলেছিলেন, মহালয়ার দিন তাঁকেই দিল্লিতে প্রিজন ভ্যানে উঠতে হয়েছে।'

বিজেপির আমলে মুর্শিদাবাদে পুজো বেড়েছে

তাঁর সরকারের আমলে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে তিনি বলেন, গত বছর এই জেলায় অনেক পুজো কমিটি দুর্গাপুজো করতে পারেনি। তবে এ বছর প্রায় ১৩ হাজার দুর্গাপুজো বেড়েছে। কালীপুজোর সংখ্যা বেড়েছে সাত হাজার। এটা কম কথা নয়। আগামী ২৯ নভেম্বর কলকাতায় ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসর বসবে। সেখানে জেলাবাসীকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

হনুমান চালিশা পাঠে সবাই একজোট

নেতাজি ইনডোর থেকে হিন্দু ঐক্যের বার্তা শমীকের



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে হনুমান চালিশা পাঠের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সনাতন সমাজের ঐক্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার রামানন্দ মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় পরিচয়ের প্রশ্নে বিভাজন নয়, একসঙ্গে এগিয়ে চলাই হওয়া উচিত সমাজের লক্ষ্য। একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার বিষয়েও সরব হন তিনি। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ছিল। মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক বুঝিয়ে দেন, এই জমায়েতকে কোনও রাজনৈতিক পরিচয়ের নিরিখে দেখা উচিত নয়। তাঁর কথায়, রাজনীতির বাইরে আমার আলাদা কোনও পরিচয় নেই ঠিকই, তবে আজ হনুমান চালিশা পাঠের এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সবাই একজোট হয়েছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। সামূহিক ধর্মাচরণের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি জানান, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ প্রয়োজন। তাঁর মতে, একসঙ্গে হনুমান চালিশা পাঠের মতো উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক মনোভাব এবং সংহতির পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। তবে শমীকের বক্তব্যের পরিসর শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে দেশভাগের ইতিহাস এবং তার প্রেক্ষাপটের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। বর্তমান সময়ে সনাতনী সমাজকে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য রক্ষায় সংগঠিত থাকার আহ্বান জানান। রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা বললেও শমীকের বক্তব্যে হিন্দু সমাজের ঐক্যের বিষয়টি বিশেষ ভাবে উঠে এসেছে। ফলে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে চালিশা পাঠের এই আয়োজন ধর্মীয় কর্মসূচির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংহতি নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্যের মঞ্চও হয়ে উঠল।

এনকাউন্টার নিয়ে দিলীপ ঘোষ

অনেকে বলছেন পাঁচটা এনকাউন্টার হয়েছে আমি বলি পাঁচশোটা হলেও কম হবে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

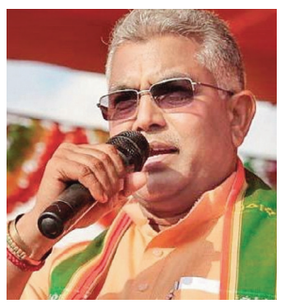

অনেকে বলছেন পাঁচটা এনকাউন্টার হয়েছে, আমি বলি পাঁচশোটা হলেও কম হবে! কেউ এদিক-ওদিক করলেই পুলিশের গুলি আছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ৫ এনকাউন্টার নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনা এভাবেই উড়িয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মা-বোনেদের সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নির্ভয়ে ধর্ম-কর্ম করার অধিকার সুনিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার যে কোনও আপস করবে না, তা এ দিন ফের একবার জোর গলায় জানিয়ে দেন তিনি। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের জমানায় রাজ্যে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের অভিযোগ তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, একসময় দুষ্কৃতীরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে, আমাদের ঠিকমতো ধর্ম-কর্ম করতে দেওয়া হয়নি। মা-বোনেরা ভয়ে ভয়ে বাজারে বেরোতেন। কিন্তু মানুষই ভোট দিয়ে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এখন হিন্দু মা-বোনেদের দিকে কেউ ট্যারা চোখে তাকালে তাদের কী দুর্ভোগ হবে, তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কারও ভয়ে সিঁটিয়ে থাকার জন্য নয়। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ছ'মাসে মোট পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জ এবং রায়গঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল অভিযুক্তরা। সর্বশেষ সংযোজন শান্তিনিকেতনে পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রতন শেখের এনকাউন্টার। রাজ্যের এই পঞ্চম এনকাউন্টার প্রসঙ্গে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছিলেন, বাংলায় ধর্ষক, খুনিদের কোনও জায়গা নেই। পুলিশকে গুলি করলে যা করার সেটাই করবে। গুলি করতে এলে পুলিশ কি বাতাসা খাওয়াবে? গুন্ডারা বাংলাদেশ পালাও, এখানে থাকলে যা করার তাই করব। উল্লেখ্য, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগেই অপরাধীদের উদ্দেশে শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'অপরাধীরা ছাড় পাবে না। সকালে জমা, বিকেলে খরচ হবে।' দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে সেই অবস্থানেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল মঙ্গলবার। অন্যদিকে, বাংলার ঐতিহ্য ও মনীষীদের অবদানের কথা স্মরণ করে দিলীপ বলেন, 'বাংলার পবিত্র মাটি গোটা দুনিয়াকে পথ দেখিয়েছে। অথচ এখানেই আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার এবং রাজ্যটাকে বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছিল। আমরা সেই চক্রান্ত থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং প্রমাণ করেছি যে আমরা পারি। এই মাটিতে কোনও দুষ্কৃতী বা মৌলবাদীদের জায়গা নেই।' আগামী দিনে বাংলা থেকে দুর্নীতি, তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট-রাজ সম্পূর্ণ নির্মূল করে নতুন প্রজন্মের জন্য এক সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

SUKANYA CLASSES

SUKANYA CLASSES

86375 83173

FOR CLASS I-XII (CBSE & ICSE)



Near Fulljhore More, Durgapur - 6

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 2

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

১৮ নভেম্বর ২০২৬ বুধবার

সমাজে শালীনতার দায়...

ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কি শুধু মেয়েদের পোশাকে আবদ্ধ? উৎসবের কি আদৌ কোনো 'ড্রেস কোড' হয়? পোশাকের শালীনতার সংজ্ঞাটাই-বা কে ঠিক করল? যে কঙ্গনা রানাওয়াত 'ফ্যাশন', 'কুইন'-এর মতো ছবিতে কাজ করেছেন, সেই কঙ্গনা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে কেই-বা মহিলাদের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকারকে বারংবার কাঠগড়ায় তুলছেন? মেয়েরা খোলামেলা পোশাক পরে পুরুষেরা তাদের লক্ষ্য করবে বলে; এহেন ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই ফসল। সাম্প্রতিককালে বলিউড তারকা কৃতি শ্যানন, একটি গয়নার বিজ্ঞাপনে অভিনয় করে তুমুল বিতর্কের মধ্যমণি হয়েছেন। বিজ্ঞাপনে কৃতির পরা ধবধবে সাদা পোশাকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পেরিয়ে তরজা পৌঁছেছে বক্ষবিভাজিকায়। রাখীবন্ধনের মতো 'পবিত্র' উৎসবকে থিম হিসেবে ব্যবহার করে এমন কাজ কি করা যায়? চারিদিকে সে এক সাংঘাতিক হুলস্থুল কাণ্ড! রীতিমতো ছিছিকার পড়ে গেছে। গয়নার কোম্পানি তর্ক এড়িয়ে গিয়ে বিজ্ঞাপন মুছে ফেলেছে। এমতাবস্থায়, কৃতী শ্যাননের পাশে দাঁড়িয়েছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অন্যদিকে, কঙ্গনা রানাওয়াতের মতো বিজেপির নেতা-নেত্রীরা, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছে। এ-ঘটনা অবিশ্যি বিজেপির কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত নয়।উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে চার মাস ধরে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে এক শিক্ষক এবং স্কুল-ম্যানেজারের ছেলে। স্কুল ছুটির পর মেয়েটিকে কেবিনে ডাকা হত। প্রায় নিয়মিত তার উপর যৌন-নিপীড়ন চালানো হত। ২৭ আগস্ট, কিশোরী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। কাশ্মীরের কিশতোয়ারে আদিবাসী নাবালিকাকে তারই স্কুলের এক শিক্ষক কয়েক মাস ধরে বারংবার ধর্ষণ করে। মেয়েটি গর্ভবতী হলে ওই শিক্ষক তার গর্ভপাত করানোর জন্য শশব্যস্ত হয়ে পড়ে। গর্ভপাতের চেষ্টার পর ২০ আগস্ট মেয়েটি মারা যায়। আবারও উত্তরপ্রদেশ;গাজিয়াবাদ। ১৩ বছর বয়সী একটি মেয়ে বাড়ি থেকে নুডুলস্ কিনতে বের হয়। দেড় ঘণ্টা পর মেয়ে ফিরলে বাবা জানতে চায় তার এত সময় লাগল কেন! সেই মুহূর্তে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং মা-কে জানায়, তাদের পরিচিত তিন যুবক তাকে ধর্ষণ করেছে। অভিযুক্ত ছেলেগুলির বয়স ১৫, ১৭ এবং ১৮। মধ্যপ্রদেশে ৯ বছরের শিশুকন্যা প্রতিবেশীর কাছে ধর্ষিত হয়েছে। গোটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, ধর্ষিতার ১১ বছর বয়সী দাদা। স্কুল-ফিরতি পথে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। আগস্টের শুরুর দিকে, এক গভীর রাতে ওড়িশার কটকে দুই সহকর্মী বন্ধু গাড়িতে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। আচমকা ৬ জন পুরুষের একটি দল তাদের গাড়ি থামিয়ে পুরুষটিকে মারধর করে এবং মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে। গত মাসে অর্থাৎ স্বাধীনতার মাসে, স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর, এতগুলো ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ভারতে দিনপ্রতি গড়ে প্রায় ৮০-৯০টি ধর্ষণের অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়। দেশের সুশীল সমাজ সেই তথ্য-পরিসংখ্যানের হিসাব রাখে?গার্হস্থ্য হিংসা, বৈবাহিক ধর্ষণ, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনা দেশের আনাচে-কানাচে আকচার ঘটে চলেছে। লক্ষ লক্ষ নাম-না-জানা নির্যাতিতাদের যন্ত্রণার কথা খবরের কাগজে পড়ে, তাদের হাড়গিলে-ছিন্নভিন্ন চেহারা দেখে এক অংশের মানুষের মাথা হেট হয় না। অথচ, কৃতি শ্যাননের ক্লিভেজ দেখে তারা শরমে মরে যায়। কেন বলুন তো? কাশ্মীরের কাঠুয়ায় যখন মাত্র ৮ বছরের আসিফাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়, তখন সেই ধর্ষকদের সমর্থনে 'হিন্দু একতা মঞ্চ' একটি মিছিল বের করে;ভারতের পতাকা হাতে সেই মিছিলে হাঁটে দু'জন বিজেপি মন্ত্রী। উন্নাওতে চাকরি দেওয়ার নাম করে এক নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে ডেকে ধর্ষণ করে কুলদীপ সিং সেঙ্গার;তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ। পুলিশ ধর্ষিতার বাবাকে অস্ত্র আইনের মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার করে এবং তারপর জেল-হেফাজতে তাঁকে খুন করে ফেলে রাখে। উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে একটি দলিত মেয়েকে চারজন উচ্চবর্ণের যুবক গণধর্ষণ করে;তাঁকে শ্বাসরোধ ক'রে খুন করে;মেয়েটি যাতে বয়ান দিতে না পারে, সেজন্য তাঁর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। পরিবারের সম্মতি ছাড়াই নির্যাতিতার মরদেহ পেট্রোল ঢেলে রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেয় স্বয়ং ইউপি পুলিশ। ভারতের প্রথম সারির মহিলা কুস্তিগীররা ভারতের রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি ব্রীজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনে। দিল্লির রাজপথ আটকে আন্দোলন চালিয়ে যায়। সেইসময় ব্রীজভূষণকে মিডিয়াতে মহিলা কুস্তিগীরদের চরিত্রের দিকে আঙুল তুলতে দেখা যায়। কয়েক মাস আগে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিজেপি সাংসদকে আদালত নির্দোষ ঘোষণা করে। গুজরাট দাঙ্গার সময় ১১জন হিন্দুত্ববাদী দলের কর্মী, ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোকে ধর্ষণ করে। তাঁর ৩ বছরের কন্যাসন্তানকে পাথরে আছড়ে হত্যা করে। সেদিনের ঘটনায়, তাঁদের পুরো পরিবারের প্রায় ১৪ জন সদস্যকে দাঙ্গাবাজদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়। মামলা চলাকালীন অনবরত বিলকিস ও এই ঘটনার সাক্ষীদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

স্মৃতির পাতা থেকে

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

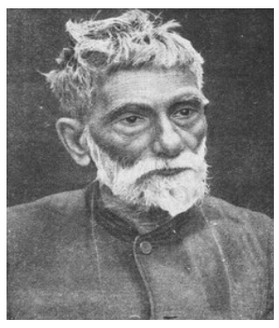

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (যিনি পি সি রায় নামেও পরিচিত; ২ আগস্ট ১৮৬১ - ১৬ জুন ১৯৪৪)ও২গ্ল ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, শিক্ষক, দার্শনিক ও কবি। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কারক। তিনি একজন দেশি শিল্পায়ন উদ্যোক্তা ও ভারতের প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থপতি ছিলেন।গ্ল ১৯০১ খি স্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেন। তার জন্ম অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত)। তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সহকর্মী ছিলেন। তার বিখ্যাত দুজন ছাত্র হলেন মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু।প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তৎকালীন যশোর জেলার (পরবর্তীকালে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলা) কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যা তখন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশ) পূর্ব অংশের অন্তর্গত ছিল। তিনি ছিলেন ভুবনমোহিনী দেবী ও হরিশচন্দ্র রায়ের পুত্র। হরিশচন্দ্র রায় স্থানীয় জমিদার ছিলেন।ও৫গ্ল বনেদি পরিবারের সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে অত্যন্ত তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন।তার পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম ই স্কুলে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু রক্ত আমাশয় রোগের কারণে তার পড়ালেখায় ব্যাপক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে যান। গ্রামে থাকার এই সময়টা তার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। বাবার গ্রন্থাগারে প্রচুর বই পান তিনি এবং বইপাঠ তার জ্ঞানমানসের বিকাশসাধনে প্রভূত সহযোগিতা করে।১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় পুনরায় ফিরে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্কুল ফাইনাল তথা প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এরপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে সেখান থেকে কলেজ ফাইনাল তথা এফ এ পরীক্ষায় (ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি) দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সী থেকে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান।পরবর্তীকালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই ডি এসসি ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তার সেই গবেষণার বিষয় ছিল কপার ম্যাগনেসিয়াম শ্রেণির সম্মিলিত সালফেটের সংযুক্তি পর্যবেক্ষণ । দুই বছরের কঠোর সাধনায় তিনি এই গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং পিএইচডি ও ডিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। এমনকি তার এই গবেষণাপত্রটি শ্রেষ্ঠ মনোনীত হওয়ায় তাকে হোপ প্রাইজে ভূষিত করা হয়।

বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়

মানচিত্রের বাইরে এক বিস্তৃত ভূগোল

জহিরুল ইসলাম, সাংবাদিক ও কলামিস্ট, কক্সবাজার



জহিরুল ইসলাম

একটি ভাষা কি দুটি রাষ্ট্রে বাস করতে পারে? একটি গান কি সীমান্তের দুই পাশে সমান আবেগে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে? যে নদীর জল এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে প্রবাহিত হয়, তার স্রোতকে কি রাজনৈতিক মানচিত্র দিয়ে ভাগ করা সম্ভব? বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে ভাবতে গেলে এমন কিছু প্রশ্ন সামনে আসে, যেগুলোর উত্তর কেবল ইতিহাসের পাতায় কিংবা রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সংজ্ঞায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ বাঙালির পরিচয় শুধু একটি ভূখণ্ডের নাম নয়; এটি ভাষা, স্মৃতি, সাহিত্য, সংগীত, জীবনাচার, লোকঐতিহ্য ও দীর্ঘ সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। আজকের পৃথিবীতে মানুষকে সাধারণত রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব দিয়ে চেনা হয়। তার পাসপোর্ট, জাতীয়তা ও রাজনৈতিক সীমানা বলে দেয় সে কোন দেশের নাগরিক। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয় কি সব সময় রাষ্ট্রের সীমানা মেনে চলে? একজন মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারেন, আরেকজন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিংবা ত্রিপুরার; কিন্তু তাঁদের ভাষা, সাহিত্যপাঠ, সংগীতের আবেগ, লোকজ স্মৃতি কিংবা উৎসবের অনেক উপাদানে থাকতে পারে গভীর আত্মীয়তা। আবার একই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও মানুষের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা হতে পারে ভিন্ন। এখানেই রাষ্ট্রীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মৌলিক পার্থক্য। বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ইতিহাস বুঝতে হলে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে, এই পরিচয় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা একক কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তৈরি হয়নি।

নদীমাতৃক ভূপ্রকৃতি, কৃষিনির্ভর জীবন, জনপদের বিকাশ, বাণিজ্য, অভিবাসন, ধর্মীয় ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং ভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে এর নির্মাণ ঘটেছে। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ থেকে মধ্যযুগের সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, সুফি সাধনা, বাউল দর্শন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ;সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক বহুস্বরিক সাংস্কৃতিক পরিসর। এই পরিসরের কোনো একক মালিক নেই। বাংলা সংস্কৃতি কোনো একটি সম্প্রদায়ের একক সম্পত্তি নয়, কোনো একটি রাজনৈতিক মতাদর্শেরও উত্তরাধিকার নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এবং বিভিন্ন জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ সহাবস্থান, দ্বন্দ্ব, বিনিময় ও সৃজনশীল অবদানে এর বিকাশ ঘটেছে। তাই বাঙালি সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে তার বহুত্বকে বুঝতে হবে। যে পরিচয় ভিন্নতাকে ধারণ করতে পারে না, সে পরিচয় শেষ পর্যন্ত নিজেরই একটি সংকীর্ণ সংস্করণ তৈরি করে। দেশভাগ ভূখণ্ড বিভক্ত, সংস্কৃতি কি বিভক্ত? ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বাঙালির ইতিহাসে একটি গভীর রাজনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ার ফলে বাংলা ভূখণ্ডও বিভক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়, পশ্চিমবঙ্গ থাকে ভারতের সঙ্গে। মানুষের বসতি, আত্মীয়তা, সম্পদ, স্মৃতি ও সামাজিক সম্পর্কের ওপর নেমে আসে বিভাজনের কঠিন বাস্তবতা। অসংখ্য মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। যে ভূখণ্ডে ভাষা ও সংস্কৃতির বহু অভিন্ন উপাদান ছিল, সেখানে তৈরি হয় রাষ্ট্রীয় সীমান্ত, পাসপোর্ট, ভিসা ও রাজনৈতিক দূরত্ব। কিন্তু দেশভাগ কি বাঙালির সাংস্কৃতিক সম্পর্কেরও চূড়ান্ত বিভাজন ঘটাতে পেরেছিল? বাস্তবতা বলছে, পারেনি। দুই বাংলার সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র ও লোকঐতিহ্যের মধ্যে যোগাযোগ নানা বাধা সত্ত্বেও অব্যাহত থেকেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন শাহ কিংবা জীবনানন্দ দাশকে কোনো এক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁদের সৃষ্টির ভাষা ও মানবিক আবেদন রাজনৈতিক সীমান্ত অতিক্রম করেছে। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এই ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রাম ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক মুক্তির শক্তিতে পরিণত করেছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এই ধারার বিকাশ ঘটেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রকাশ ঘটেছে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নতুন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছে, কিন্তু সেই পরিচয়ের সাংস্কৃতিক বিস্তৃতি বাংলাদেশের সীমানায় শেষ হয়ে যায়নি। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিচয়ও ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে বিকশিত হয়েছে। দুই বাস্তবতাকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখার প্রয়োজন নেই। সংস্কৃতির অভিন্নতা মানেই একরূপতা নয় - বাংলা ভাষা বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রধান বাহন হলেও এই পরিচয় কেবল প্রমিত বাংলা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শুদ্ধস্বর, সিলেটের ভাষারীতি, নোয়াখালীর নিজস্ব উচ্চারণ, বরিশালের কথনভঙ্গি কিংবা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষিক বৈশিষ্ট্য;সবই বৃহত্তর বাংলা ভাষিক পরিসরের জীবন্ত সম্পদ। ভাষার এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে দুর্বলতা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং একটি ভাষার প্রাণশক্তি তার বহুমাত্রিক প্রকাশের মধ্যেই নিহিত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি কিংবা কবিগান কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে জন্ম নিয়ে সেখানেই থেমে থাকেনি। নদী ও জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এসব সাংস্কৃতিক প্রকাশ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। রবীন্দ্রসংগীত যেমন দুই বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক অনুভূতির অংশ, তেমনি নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা, লালনের মানবতাবাদ এবং ভূপেন হাজারিকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃহত্তর বাংলা ভাষিক জগতের বাইরেও মানুষের কাছে পৌঁছেছে। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বোঝা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা ও চর্চা অভিন্ন হতে বাধ্য নয়। বাংলাদেশের মানুষ যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলকে গ্রহণ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে পুরোপুরি এক নয়। একই গান দুই অঞ্চলে ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করতে পারে। এই পার্থক্যকে অস্বীকার না করেই সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব। আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষা ও বাঙালি পরিচয়ের বিস্তৃতির কথা বলতে গিয়ে বাংলাভাষী নয় এমন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে আড়াল করা যাবে না। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ কিংবা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তার নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। তাদের সংস্কৃতিকে বৃহত্তর বাঙালি পরিচয়ের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার কারও নেই। সাংস্কৃতিক সহাবস্থান মানে এক সংস্কৃতির মধ্যে অন্য সংস্কৃতির আত্মসমর্পণ নয়; বরং প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মাণ। এই জায়গায় বাঙালি পরিচয়ের একটি আত্মসমালোচনাও জরুরি। কখনো কখনো ভাষিক বা সাংস্কৃতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অন্য জনগোষ্ঠীর ওপর আধিপত্যের রূপ নিতে পারে। ইতিহাসে এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে গর্ব করার পাশাপাশি অন্যের পরিচয় ও অধিকারকে সম্মান করার নৈতিক দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। যে সংস্কৃতি নিজের স্বাধীনতা দাবি করে, সে সংস্কৃতিরই অন্যের স্বাধীনতা স্বীকার করার কথা। ধর্মীয় পরিচয়, জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব - বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের আরেকটি জটিল প্রশ্ন ধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক। বাঙালি মুসলমান, বাঙালি হিন্দু, বাঙালি বৌদ্ধ কিংবা বাঙালি খ্রিষ্টান;প্রত্যেকের ধর্মীয় বিশ্বাস আলাদা হতে পারে; কিন্তু ভাষা, ভূগোল, খাদ্যাভ্যাস, সাহিত্য, সংগীত ও সামাজিক স্মৃতির বহু জায়গায় তাঁদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ রয়েছে। অথচ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় পরিচয়কে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ তার একটি বড় উদাহরণ।

ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের ধারণা বাংলার সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছিল। পরবর্তী সময়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দেখিয়েছে, মানুষের পরিচয়কে শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদও যদি অন্য ভাষা ও জাতিসত্তার অধিকারকে অস্বীকার করে, তবে সেটিও বহুত্ববাদী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। অতএব, বাঙালি পরিচয়ের ভবিষ্যৎ কোনো একক ধর্মীয় কিংবা ভাষিক আধিপত্যের মধ্যে নয়; বরং সমমর্যাদা, স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের মধ্যে নিহিত। এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক দুই বাংলার বর্তমান বাস্তবতায়। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক অভিজ্ঞতা পৃথক।

তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থও সব ক্ষেত্রে এক নয়। ফলে সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার কথা বলতে গিয়ে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা যেমন ভুল, তেমনি রাষ্ট্রীয় সীমানার কারণে সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে অপ্রয়োজনীয় মনে করাও সংকীর্ণতা। প্রবাসে বাঙালি নতুন ভূগোলের নির্মাণ - বিশ্বায়ন ও অভিবাসনের যুগে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় আরও বিস্তৃত হয়েছে। লন্ডন, নিউইয়র্ক, টরন্টো, সিডনি, দুবাই কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে বসবাসকারী বাঙালিরা নিজেদের সঙ্গে বহন করছেন বাংলা ভাষা, পারিবারিক স্মৃতি, সাহিত্য, সংগীত, উৎসব ও খাদ্যসংস্কৃতি। তাঁদের অনেকেই জন্মভূমি থেকে দূরে থেকেও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলার সঙ্গে যুক্ত। প্রবাসী বাঙালির কাছে বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি, রবীন্দ্রজয়ন্তী কিংবা নজরুলজয়ন্তী শুধু আনুষ্ঠানিক আয়োজন নয়; এগুলো শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখারও মাধ্যম। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার কমে আসা, সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের পরিবর্তন এবং নতুন সমাজের সঙ্গে অভিযোজনের প্রশ্নও রয়েছে। এখানে সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের অর্থ অতীতকে হুবহু পুনরাবৃত্তি করা নয়। বরং নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা ও সংস্কৃতিকে অর্থবহ করে তোলা। কোনো ভাষা শুধু আবেগের কারণে বেঁচে থাকে না; শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তার ভবিষ্যৎ তৈরি হয়। ডিজিটাল যোগাযোগ এই সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের একজন পাঠক কলকাতার কোনো লেখকের নতুন বই সম্পর্কে জানতে পারছেন, লন্ডনের কোনো সাংস্কৃতিক আয়োজন সরাসরি দেখতে পারছেন, আবার প্রবাসের কোনো তরুণ বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে নতুনভাবে পরিচিত হচ্ছেন। ভৌগোলিক দূরত্ব কমলেও সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্য প্রয়োজন সচেতন আগ্রহ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও উন্মুক্ত মন। হয়তো বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি তার কোনো একক ভূগোল নয়, বরং বহুভূগোলের মধ্যে নিজের ভাষা, স্মৃতি ও সৃজনশীলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষমতা।

কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে আমরা কি নিজেদের ভেতরের বৈচিত্র্যকে যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছি? আমরা কি এমন এক সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণ করতে পারছি, যেখানে সীমান্তের দুই পাশের মানুষ যেমন পরস্পরকে চিনতে পারবে, তেমনি ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জাতিসত্তা ও ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষও সমান মর্যাদায় নিজের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে?

বার্নপুর সেল ইস্কো-তে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড বা সেলের বার্নপুর ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট বা আইএসপিতে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের (কনট্রাকটর ওয়ার্কার্স) ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ভারতের শ্রম মন্ত্রকের শ্রম ব্যুরোর মহানির্দেশক কর্তৃক গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এই মজুরি সংশোধিত হয়েছে। এই নতুন হার চলতি মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই হার বহাল থাকবে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত দৈনিক মজুরির হার - ১. সুইপিং ও ক্লিনিং (সাফাই কাজ) প্রতিদিন ৭০৪ টাকা। ২. ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড (নিরাপত্তা রক্ষী) অস্ত্র ছাড়া প্রতিদিন ৯৩৩ টাকা ও অস্ত্র সহ প্রতিদিন ১,০২৪ টাকা। ৩. অন্যান্য সমস্ত কাজ অদক্ষ প্রতিদিন ৭০৪ টাকা ও অদক্ষ সুপারভাইজরি প্রতিদিন ৭৯৪ টাকা। দক্ষ/ক্লারিক্যাল প্রতিদিন ৯৩৩ টাকা। উচ্চ দক্ষ(হাই স্কিলড্) প্রতিদিন ১,০২৪ টাকা। মজুরি ঠিক করা ও বিশেষ সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রধান দিকগুলির কথাও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। মজুরি ঠিক করা হবে, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের মাসিক মজুরি নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট মাসে তাদের মোট উপস্থিতির দিনের সাথে দৈনিক মজুরির হার গুণ করে। আরো বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী মজুরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যদি কোনো চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক উপরোক্ত হারের চেয়ে বেশি মজুরি পেয়ে থাকেন, তবে তারা এই মজুরি সুরক্ষার আওতায় থাকবেন (অর্থাৎ তাদের বর্তমান মজুরি কমানো যাবে না)। এই নির্দেশিকা পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত নির্বাহী পরিচালক, প্রধান মহা-প্রবন্ধক ও নিয়োগকর্তাদের কাছে এই বিজ্ঞপ্তিটি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

খবর

১৫৮ বছরের ঐতিহ্যে উখড়ায় গোষ্ঠ উৎসব, বর্ণ

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 3

গুড়াপে শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুন

৩৪ বছর পর ফের মৃত্যুদণ্ড বহাল কলকাতা হাইকোর্টে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা



প্রায় সাড়ে তিন দশক পর ফের কোনও অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৪ সালে হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির নির্দেশে মঙ্গলবার সম্মতি দিল উচ্চ আদালত। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শিশুটির উপর যে ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছিল, তাতে সর্বোচ্চ সাজা বহাল রাখার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ টাকা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই মামলায় শেষবার কলকাতা হাইকোর্টের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার নজির তৈরি হয়েছিল ১৯৯২ সালে। হেতাল পারেখ হত্যা মামলায় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির সাজা বহাল রেখে ছিল উচ্চ আদালত। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর ফের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ বহাল থাকায় গুড়াপের মামলাটি আইনি দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য পেল। ঘটনাটি ঘটে ২০২৪ সালে। পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বাড়ির কাঠ রাখার ঘর থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি মাথায় বারবার আঘাত করে হত্যার প্রমাণ মেলে বলে আদালতে জানান রাজ্যের বিশেষ সরকারি আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে হুগলির জেলা আদালত অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন দণ্ডিত ব্যক্তি। মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথি পর্যালোচনার পর নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ। ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির নির্দেশও এই রায়ের অন্যতম দিক। আগে শিশুটির পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থ এখনও মেলেনি বলে আদালতে অভিযোগ ওঠে।

এরপরই ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। তবে হাইকোর্টের রায়েই মামলার আইনি প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর জন্য অভিযুক্তকে তিন মাস সময় দিয়েছে আদালত। ফলে পরবর্তী পদক্ষেপের উপর নির্ভর করবে এই মামলার চূড়ান্ত পরিণতি।

সরকারি পর্যটন লজ বুকিংয়ে নতুন পোর্টাল চালু করল রাজ্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

রাজ্যের সরকারি পর্যটন লজে ঘর পাওয়ার জন্য এবার আর একাধিক জায়গায় যোগাযোগ করতে হবে না। কোন লজে কখন ঘর খালি, পছন্দের ঘরের ভাড়া কত, কীভাবে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে;সব তথ্য মিলবে একই অনলাইন ব্যবস্থায়। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের নতুন বুকিং পোর্টালের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। পর্যটকদের বুকিং প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি সরকারি পর্যটন পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। নতুন ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৪০টি পর্যটন কেন্দ্রের ৮১৪টি ঘর যুক্ত করা হয়েছে। ফলে বাড়িতে বসেই পর্যটকরা নির্দিষ্ট দিন বেছে নিয়ে ঘরের প্রাপ্যতা যাচাই করতে পারবেন। পছন্দের ঘর নির্বাচন করে অনলাইনেই অগ্রিম বুকিংয়ের টাকা জমা দেওয়া যাবে। আগে লজে যোগাযোগ করে ঘরের খোঁজ নেওয়া কিংবা বুকিং নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে সময় ও ঝামেলা ছিল, তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে পর্যটন দফতর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, ক্ষুদ্রসাধারণ মানুষ যাতে কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই স্বচ্ছভাবে সরকারি লজের ঘর বুক করতে পারেন, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।ক্ষু তাঁর বক্তব্য, পর্যটকদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই বুকিং ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। তবে এই উদ্যোগের পরিধি শুধু সরকারি লজে ঘর বুকিংয়ের মধ্যেই আটকে থাকছে না।

আগামী দিনে রাজ্যের নথিভুক্ত হোমস্টে এবং অন্যান্য পর্যটন পরিষেবাকেও একই ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে পর্যটন দফতরের। তা কার্যকর হলে পরিচিত পর্যটন কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, ডুয়ার্স এবং রাজ্যের বিভিন্ন অফবিট পর্যটন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। ছোট ও কম পরিচিত পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অভাবে অনেক পর্যটক পরিকল্পনা করতে সমস্যায় পড়েন। একই পোর্টালে সরকারি লজ ও নথিভুক্ত হোমস্টের তথ্য পাওয়া গেলে সেই বাধা কমবে। সরকারি পর্যটন পরিষেবাকে এক জায়গায় এনে বুকিংয়ের সুযোগ তৈরি করা রাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত করার একটি পদক্ষেপ। এখন দেখার, নতুন পোর্টালের মাধ্যমে বুকিংয়ের সুবিধা বাস্তবে কতটা দ্রুত ও নির্বিঘ্নে পর্যটকদের কাছে পৌঁছয়।

দমদমের স্কুলে চারতলা থেকে পড়ে গুরুতর জখম অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

স্কুলের ক্লাস চলাকালীন চারতলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গুরুতর আহত হল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে দমদমের যশোর রোড সংলগ্ন একটি স্কুলে ঘটনাটি ঘটে। আহত পড়ুয়ার নাম তানিস দাস। নাগেরবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মাথা ও মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের পাশাপাশি প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে তার। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে ওই ছাত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চতুর্থ পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরই এই ঘটনা ঘটে। আচমকা চারতলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায় তানিস। সহপাঠীরা তাকে নীচে পড়ে থাকতে দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়।

এরপর দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে দমদম থানার পুলিশ।

ঘটনাস্থলে গিয়ে স্কুলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ছাত্রটি নিজে থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়েছিল, নাকি অন্য কোনও কারণে এই দুর্ঘটনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তার উপর কোনও মানসিক চাপ ছিল কি না, বাড়ি কিংবা স্কুলে কোনও সমস্যা চলছিল কি না, সেই দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর স্কুলের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। চারতলার বারান্দায় পড়ুয়াদের সুরক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা ছিল, ক্লাস চলাকালীন ছাত্রদের গতিবিধির উপর কতটা নজর রাখা হচ্ছিল, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্কুলের ভিতরে এমন ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত অন্য পড়ুয়া ও তাদের পরিবার।

তবে তদন্তের আগে ঘটনার কারণ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না পুলিশ।

স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফেও এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে জরুরি, ঠিক কী পরিস্থিতিতে তানিস চারতলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ল, তা জানা।

হাসপাতালের পার্কিং সমস্যা মেটাতে বহুতল পরিকাঠামোর ভাবনা

মুম্বইয়ের মডেল অনুসরণের পরামর্শ হাইকোর্টের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

কলকাতার রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও সেই অনুপাতে পার্কিংয়ের জায়গা তৈরি হয়নি। তার জেরে হাসপাতাল, বাজার কিংবা আবাসনের সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে প্রতিদিনই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে শহরের পার্কিং ব্যবস্থায় বদল আনার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে এল কলকাতা হাইকোর্টে। মুম্বইয়ের আদলে পার্কোম্যাট তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুরসভা ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিলেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি থেকেই মামলার সূত্রপাত। হাসপাতালের রোগী ও তাঁদের পরিজনদের গাড়ির পাশাপাশি কর্মীদের যানবাহনও আশপাশের এলাকায় চাপ তৈরি করছে বলে অভিযোগ। এই সমস্যা সমাধানে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মঙ্গলবার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, মুম্বইয়েও একই ধরনের সমস্যা রয়েছে।

সেখানে কয়েকটি বড় হাসপাতালের সামনে পার্কোম্যাট তৈরি করে পরিস্থিতি সামলানো হয়েছে। লীলাবতী হাসপাতাল এবং টাটা ক্যানসার হাসপাতালের উদাহরণ দিয়ে তাঁর পরামর্শ, কলকাতাতেও স্থানীয় প্রয়োজন বুঝে এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবা যেতে পারে। হাসপাতালের নিজস্ব জমি এবং পার্কিংয়ের পরিকাঠামো কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছে আদালত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, চিকিৎসক, নার্স এবং অন্য কর্মীদের গাড়ি রাখার জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে, তার বিস্তারিত তথ্য হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। অর্থাৎ শুধু রোগী বা দর্শনার্থীদের গাড়ি নয়, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পার্কিং ব্যবস্থাও এবার বিচারাধীন। শুনানিতে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শহরের পার্কিং সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, মোটর ভেহিকল আইনে গাড়ির মালিকের উপযুক্ত গ্যারাজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। রাস্তার উপর দীর্ঘক্ষণ গাড়ি রেখে দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে নির্দিষ্ট জায়গায় বহুতল পার্কিং তৈরি করা যেতে পারে। দোতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত পার্কিংয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাবও দেন তিনি। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানান,

কলকাতায় পার্কিংয়ের সমস্যা রয়েছে এবং তা সমাধানে পুরসভা পরিকল্পনা তৈরির কথা ভাবছে।

এই মামলার সূত্রে শহরের একটি বড় নাগরিক সমস্যার দিক সামনে এসেছে। শুধু রাস্তা চওড়া করা বা যান নিয়ন্ত্রণ করে কলকাতার পার্কিং সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজন পরিকল্পিত বহুতল পার্কিং এবং হাসপাতালগুলির নিজস্ব পরিকাঠামোর সদ্ব্যবহার। আগামী ১৮ জানুয়ারি মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

গ্যাংটকে শুটিংয়ে যাওয়ার পথে গাড়ি উল্টে মৃত্যু কলকাতার টেকনিশিয়ানের

ক্ষতিপূরণ চেয়ে সরব গিল্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা



ছবির শুটিংয়ের কাজে বাড়ি ছেড়ে সিকিমে গিয়েছিলেন। কিন্তু আর ফেরা হল না কলকাতার লাইট টেকনিশিয়ান পিন্টু মণ্ডলের। গ্যাংটকে শুটিংয়ের লোকেশন বদলানোর পথে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনি। এই মৃত্যুকে ঘিরে এবার প্রশ্ন উঠেছে শুটিং ইউনিটের কর্মীদের নিরাপত্তা এবং তাঁদের পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে। পিন্টুর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছে প্রোডাকশন ম্যানেজার্স গিল্ড। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে পাহাড়ি পথে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় শুটিংয়ের কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি। তাতে পিন্টু ছাড়াও গুরুতর আহত হন চালক বাবর আলী মোল্লা (৩৬)। পিন্টুকে উদ্ধার করে গ্যাংটকের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কলকাতার সংস্থা লাইট অ্যান্ড লাইট-এর হয়ে কাজ করতেন পিন্টু। হিন্দি ছবি মিশন মির্চি-র শুটিংয়ের জন্য ১৫ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত গ্যাংটক ও সংলগ্ন এলাকায় থাকার পরিকল্পনা ছিল ইউনিটের।

কিন্তু কাজ শুরুর দ্বিতীয় দিনেই দুর্ঘটনায় ছন্দপতন। ঘটনার পর প্রযোজনা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে গিল্ড। সংগঠনের অভিযোগ, পিন্টুর মৃত্যুর পরেও শুটিং বন্ধ রাখা হয়নি। এমনকি মৃত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে দাবি গিল্ডের। গিল্ডের সহ-সম্পাদক নিরুপম দে বলেন, শুটিং করতে গিয়ে একজন কর্মীর মৃত্যু হল। তাঁর পরিবারের দায়িত্ব কে নেবে? আর্থিক নিরাপত্তা বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রযোজনা সংস্থার তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। আমরা চাই, পিন্টুর পরিবারের সদস্যরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান। নিরুপমের আরও অভিযোগ, ছবির প্রযোজক সঞ্জীব মিশ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা ফের সামনে আনল চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত পর্দার আড়ালের কর্মীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাশাপাশি শুটিংয়ের কাজে যুক্ত অসংখ্য টেকনিশিয়ানকেও জীবিকার প্রয়োজনে দুর্গম এলাকায় যেতে হয়। যাতায়াতের নিরাপত্তা থেকে দুর্ঘটনার পর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো;কর্মীদের সুরক্ষায় প্রযোজনা সংস্থার দায় কতটা, পিন্টুর মৃত্যুর পর সেই প্রশ্নই তুলছে গিল্ড।

সন্দীপ ঘোষকে সাত দিনের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন করল ইডি



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এ বার সন্দীপ ঘোষকে সাত দিনের হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিন কয়েক আগে এই মামলায় তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ নভেম্বর। আরজি করে চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পরে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সন্দীপকে গ্রেফতার করে সিবিআই। পরে এই মামলার তদন্ত শুরু করে ইডি। তাদের অভিযোগ, আরজি কর হাসপাতালের অ্যাকাউন্ট থেকে ঠিকাদারদের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া বিপুল পরিমাণ টাকা পরিকল্পিত ভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আত্মসাৎ করা হয়েছে ওই টাকা। ঠিকাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নামে চেক লেখা হয়েছে। তা দিয়ে টাকা তোলা হয়েছে অথবা অন্য সহযোগী সংস্থায় সেই টাকা সরানো হয়েছে। পরে তা তুলে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এ ভাবেই অপরাধ আড়াল করা হয়েছে। সেই মামলাতেই সন্দীপের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ। সেই মামলার তদন্তের সূত্র ধরে গত ৪ নভেম্বর সন্দীপকে তলব করেছিল ইডি। যদিও সে দিন তিনি হাজিরা দেননি। তদন্তকারীদের চিঠি দিয়ে ১৫ দিন সময় চেয়েছিলেন সন্দীপ। তবে সময় দেয়নি ইডি। কয়েক দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বার নোটিস পাঠিয়ে তলব করা হয় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। গত মঙ্গলবার ১০ নভেম্বর ইডি দফতরে হাজিরা দেন তিনি। টানা কয়েক ঘণ্টা তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। এই মামলায় ইডি ইতিমধ্যেই একটি চার্জশিট জমা দিয়েছে। সেই চার্জশিটে নাম রয়েছে সন্দীপের। ইডির এক কর্তা জানান, একটি চার্জশিট জমা করা হলেও দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা পুরো টাকা উদ্ধার হয়নি। তা ছাড়া মামলা সংক্রান্ত নতুন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে হেফাজতে চাইতে পারে ইডি। সিবিআইয়ের গ্রেফতারির পর থেকে প্রায় দু'বছর জেলবন্দি ছিলেন তিনি। কলকাতা হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেন তিনি। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল, সন্দীপের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে, যা সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। অভিযুক্ত 'প্রভাবশালী' হওয়ায় সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন আশঙ্কা করে সন্দীপের জামিন বাতিল করেছিল হাই কোর্ট। হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে গত ১৮ অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সন্দীপ। আবেদনের ভিত্তিতে গত ১৬ অক্টোবর সন্দীপকে জামিন দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

১৯ নভেম্বর অভিষেকের অফিসে পরিদর্শনের পরিকল্পনা, মমতার বাড়িতে দমকলের নোটিস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস; দুই জায়গাতেই দমকল দফতরের তৎপরতা ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার মমতার কালীঘাটের বাড়িতে নোটিস পৌঁছে দেন দমকল আধিকারিকরা। অন্যদিকে, আগামী ১৯ নভেম্বর অভিষেকের অফিস পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে দফতরের। একই দিনে নয়, পৃথক দুই পদক্ষেপের পিছনে কী প্রশাসনিক কারণ রয়েছে, তা নিয়ে অবশ্য এখনও স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি।

মমতার বাড়িতে পৌঁছনো নোটিসটি গ্রহণ করেন কালীঘাটের তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এবং অর্ক নাগ। তবে নোটিসে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখতে দমকলের এই উদ্যোগ, তা প্রকাশ্যে আসেনি। দমকল দফতরের তরফেও বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ঘিরেও নজর রয়েছে দমকলের। আগামী ১৯ নভেম্বর সেখানে গিয়ে পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেছেন আধিকারিকরা। একই সময়ে রাজ্যের শাসকদলের শীর্ষ দুই নেতার বাড়ি ও দফতরকে ঘিরে দমকলের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি করেছে। বিশেষত, প্রশাসনিক কোনও নিয়মিত পরিদর্শন, নাকি নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এই উদ্যোগ, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

কলকাতায় বেআইনি কল সেন্টার! অভিযানে ধৃত ৯, উদ্ধার ৭ লক্ষ টাকা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা



কলকাতায় বসে আমেরিকার গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ, অথচ সেই ব্যবসা চালানোর প্রয়োজনীয় অনুমতি ছিল না। বেনিয়াপুকুরের দু'টি জায়গায় এমনই বেআইনি কল সেন্টারের সন্ধান পেল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সাইবার শাখা। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত টানা তল্লাশি চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। বাজেয়াপ্ত হয়েছে চারটি ল্যাপটপ, ১৬টি মোবাইল ফোন, একাধিক এটিএম কার্ড এবং নগদ ৭ লক্ষ টাকা। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশের প্রাথমিক অভিযোগ, বেনিয়াপুকুরের দু'টি পৃথক জায়গায় প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই কল সেন্টার চালানো হচ্ছিল। আমেরিকার গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই চলত এই কাজ। তবে ফোনের আড়ালে ঠিক কী ধরনের পরিষেবা দেওয়া হত, নাকি কোনও প্রতারণার ছক চলছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা সেই বিষয়টিই খতিয়ে দেখছেন। তল্লাশিতে শুধু কম্পিউটার ও ফোন নয়, কল সেন্টার পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত রাউটার এবং অন্যান্য সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে। বিশেষ নজর কেড়েছে একাধিক এটিএম কার্ড। সাত লক্ষ টাকা নগদ কোথা থেকে এল, কারা সেই টাকা সরবরাহ করত এবং লেনদেনের সঙ্গে ধৃতদের কী সম্পর্ক, জিজ্ঞাসাবাদে তার উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

এই কাজের পিছনে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না, তা-ও তদন্তের আওতায়। কলকাতায় বসে বিদেশের গ্রাহকদের লক্ষ্য করে কাজ চালানোর ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের কোনও সংস্থার যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। অন্য দিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এক পুলিশকর্মীকে গ্রেফতার করল রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা। মঙ্গলবার চার হাজার টাকা নেওয়ার সময় তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়। ধৃতের বয়স ৫১ বছর। তিনি চন্দ্রকোণা থানার সহকারী উপপরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। একটি ফৌজদারি মামলার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন ওই আধিকারিক। অভিযোগ, সেই মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির আত্মীয়ের কাছেই টাকা দাবি করেছিলেন তিনি।

বিষয়টি দুর্নীতি দমন শাখার কাছে পৌঁছনোর পর অভিযোগকারীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ফাঁদ পাতেন তদন্তকারীরা। নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা নেওয়ার সময়ই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দু'টি ঘটনাই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সামনে আলাদা প্রশ্ন তুলেছে। এক দিকে সাইবার অপরাধের সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, অন্য দিকে আইনরক্ষকের বিরুদ্ধেই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ। চন্দ্রকোণার ঘটনায় আর কেউ যুক্ত কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছে দুর্নীতি দমন শাখা।



Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 4

বর্জ্যের স্তূপে ঢাকছে জাতীয় সড়ক, নির্বিকার প্রশাসন, বাড়ছে রোগভোগের আশঙ্কা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফাঁসিদেওয়া



জাতীয় সড়কের চারপাশ যেন আস্ত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। রাস্তার দু'ধারে যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে পচা সামগ্রী। বাদ যাচ্ছে না মরা পশুও। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপুকুর-ফুলবাড়িগামী ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই ছবিই এখন নিত্যদিনের। গোয়ালটুলির কাছ থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত রাস্তায় পচা দুর্গন্ধে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের প্রাণ কার্যত ওষ্ঠাগত। এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, সড়কের পাশেই বালি, মাটি ও পলিথিনের বিশাল স্তূপ। আবর্জনার এই পাহাড়ের ওপর গজিয়ে উঠেছে আগাছা ও কচু গাছ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বর্জ্য ফেলা হলেও তা সরানোর কোনও উদ্যোগ নেই। পাশের ঝোপঝাড়ও প্লাস্টিক ও নোংরায় ঢেকে যাচ্ছে। প্রশাসনের এমন উদাসীনতায় স্থানীয় মহলে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন। এই দুরবস্থা নিয়ে এক চিকিৎসক বলেন, 'খোলা জায়গায় এভাবে পচনশীল বর্জ্য, প্লাস্টিক ও মরা পশু ফেলে রাখলে তা থেকে মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। এর ফলে শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা ও বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। পাশাপাশি, পচা বর্জ্যে জন্মানো মাছি ও মশার মাধ্যমে ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গি এবং চর্মরোগের মতো সংক্রামক ব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া, মাটির সঙ্গে মিশে থাকা অপচনশীল প্লাস্টিক বৃষ্টির জলে চুইয়ে ভূগর্ভস্থ জল স্তরকে দূষিত করে, যা বাস্তুতন্ত্রেও মারাত্মক প্রভাব ফেলে।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আজাদ আলির দাবি, 'ঝমকলালজোতের তিস্তা ক্যানাল ফল হাইড্রাল প্রোজেক্ট তথা পাওয়ার হাউসে মাটির কাজের সময় নোংরা-ময়লা ও মাটি কাটে, সেগুলি জাতীয় সড়কের ধারে যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়েছে। যদিও পঞ্চায়েতের তরফে আজই বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' এই নোংরা স্তূপ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে। নিত্যযাত্রী সুমিত রায়ের অভিযোগ, 'প্রতিদিন পচা গন্ধের কারণে এই রাস্তায় চলাচল দায় হয়ে পড়েছে। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে নানা ধরনের রোগ ছড়াতে পারে।' একই অভিযোগ করেন স্থানীয় রেহানা বিবিও। লরিচালক প্রদীপ শর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পচা গন্ধের কারণে বমি চলে আসে।' পরিস্থিতি থেকে দ্রুত নিস্তার চাইছেন স্থানীয়রা। সব শুনে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমি নিজে গিয়ে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

বেহাল দুই রাস্তায় ঝুঁকির যাতায়াত



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাগডোগরা

একেই ভারী ভারী ডাম্পারের দৌরাত্ম্যে রাস্তার দফারফা। সঙ্গে দোসর রাস্তার দু'ধারে জমে থাকা পাহাড়সমান আবর্জনা। তার উপর বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে কার্যত ডোবার আকার নেয়। সব মিলিয়ে মাটিগাড়া ব্লকের দুটি রাস্তা নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ তুঙ্গে। একটি রাস্তা মাটিগাড়া হাসপাতাল মোড় থেকে পতিরামজোত হয়ে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ। অন্যটি মাটিগাড়া হাসপাতাল মোড় থেকে তুম্বাজোত হয়ে খোলাইবক্তরি হয়ে ঝংকার মোড় সংযোগকারী ৩.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। দুটি রাস্তারই বেহাল অবস্থা। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে রাস্তা দুটি মেরামতের জোরালো দাবি উঠেছে। এর আগে একাধিকবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয়রা। সম্প্রতি তাঁরা মাটিগাড়ার বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। বিডিও অফিসের এক আধিকারিক বলেন, 'পতিরামজোতের রাস্তার জন্য প্রায় ২ কোটি এবং খোলাইবক্তরি হয়ে ঝংকার মোড়ের রাস্তা মেরামতের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য ব্লকের তরফে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে। এখনও পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অনুমোদন পেলে অবশ্যই কাজ শুরু হবে।' সোমবার পতিরামজোতের রাস্তা দেখতে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার দুই পাশে আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে। রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতেও জঞ্জালের স্তূপ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই রাস্তায় লাগাতার ওভারলোড ডাম্পার চলাচল করে। ১৬ চাকার পণ্যবাহী গাড়ির দাপটেই রাস্তার এই হাল। রাস্তার পাশের নর্দমা দখল করে বাড়ি তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ। টোটোচালক সঞ্জয় বর্মন বলেন, 'এই রাস্তায় টোটো উলটে যায়। খুবই বিপজ্জনক রাস্তা।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পতিরামজোতের এক বাসিন্দা বলেন, 'মাটিগাড়া বাজারে আমার ব্যবসা। দিনে অনেকবার এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ফলে দুর্ভোগ কাকে বলে, তা হাড়ে হাড়ে বুঝি। রাস্তায় আলো না থাকায় রাতে যাতায়াত করা সমস্যাকর।' দীক্ষা তালুকদার নামে এক বাসিন্দা সাফ বলেন, 'রাতে মাটিগাড়া থেকে একা বাড়ি ফিরতে ভয় পাই। পরিবারের সদস্যরা এসে বাড়ি নিয়ে যান।' রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলা নিয়ে যদিও মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ বলেন, 'এখন নতুন সরকার এসেছে। দেখা যাক কবে মেরামত করে। জায়গাটি অনেকবার পরিষ্কার করা হয়েছে। আবর্জনা ফেলতে বারণ করা হয়েছে। তারপরেও কেউ কেউ আবর্জনা ফেলছেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা রাস্তা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্থানীয়দের রাস্তা মেরামতের দাবি সম্পর্কে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এখন রাস্তা দুটি কবে মেরামত হয়, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন স্থানীয়রা।

মংপুতে রামদেবের যোগপীঠ গড়তে তৎপরতা, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বিমল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

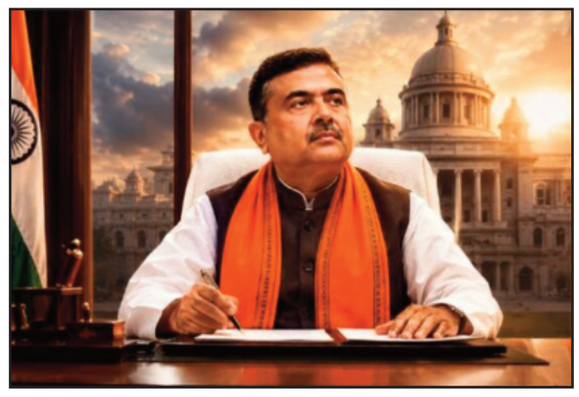

২০১৫ সালে মংপুর পাহাড়ি উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দার্জিলিংয়ের শান্ত পরিবেশ আর ভেষজ গাছপালার প্রাচুর্য মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তখনই পাহাড়ের বুকে একটি 'যোগপীঠ' গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যোগগুরু রামদেব। মাঝে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সেই উদ্যোগ কিছুটা ধামাচাপা পড়লেও, তা একেবারে হারিয়ে যায়নি। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই পুরোনো স্বপ্নকেই এবার বাস্তবে রূপ দিতে আসরে নামলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। পাহাড়ের বুকে পতঞ্জলি যোগপীঠ তৈরির জন্য রামদেবকে জমি দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন। সিক্কোনা প্রকল্পের অধীনে থাকা জমিতেই তাঁর এই যোগপীঠ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বিমল জানিয়েছেন, আগামী ২০ থেকে ২৩ নভেম্বরের মধ্যে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে পতঞ্জলি যোগপীঠের পাশাপাশি মংপুতে একটি স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হবে। বিমলের কথায়, 'রামদেব এখানে তাঁর যোগপীঠ তৈরির জন্য আগ্রহী। এর আগে তিনি এই এলাকা ঘুরে গিয়েছেন। যোগপীঠ তৈরি হলে এখানে কয়েক হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবে ওই সংস্থা। এখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে ও এলাকার গুরুত্বও বাড়বে।' প্রসঙ্গের সূত্রপাত ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে। বিমল গুরুংয়ের আহ্বানে সেবার দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন রামদেব। বিমল তখন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ। সেই সফরে মংপুর যোগীঘাটে তিনদিনের একটি যোগ শিবিরও করেছিলেন যোগগুরু। সেখানেই বিমল তাঁকে পাহাড়ে যোগপীঠ তৈরির আর্জি জানান। পাহাড়ের ভেষজ সম্পদের কথা মাথায় রেখে রামদেবও সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরেই বিমল জিটিএ থেকে ইস্তফা দেন, শুরু হয় পৃথক গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন। ফলে থমকে যায় রামদেবের প্রকল্পের কাজ। তবে, বিমলের সঙ্গে রামদেবের সুসম্পর্ক অটুট ছিল বরাবরই। তিনি নিয়মিত হরিদ্বারে রামদেবের যোগপীঠে যাতায়াত করেন। সম্প্রতি তিনি মংপুতে গিয়ে এই প্রকল্পের জন্য একাধিক জায়গা ঘুরে দেখেছেন, কথা বলেছেন সিক্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টরের সঙ্গে। এরপরই যোগপীঠের প্রস্তাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত নেন মোর্চা প্রধান। সিক্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা স্যামুয়েল রাই বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই রামদেবকে তাঁর প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য এখানে জমি দেওয়া নিয়ে কথা চলছে। বিমল গুরুং সম্প্রতি আবার এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। দেখা যাক কী হয়।' বিমল জানান, সিক্কোনা প্রকল্পের ভেতরে কয়েকশো একর জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেখানেই বাবা রামদেবের যোগপীঠ হতে পারে। এ ছাড়া সিটংয়ের যোগীঘাটেও একটি জমি দেখা হয়েছে। রাজ্য সরকার সবুজ সংকেত দিলে মংপু বা তার আশপাশের যে কোনও একটি জায়গায় এই প্রকল্প হবে। তবে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, যোগীঘাটে যে জমির কথা বিমল বলেছেন সেখানে দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি তৈরি হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে যোগীঘাটের জমি যোগপীঠ তৈরির জন্য পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

নদীতে ফের আবর্জনার স্তূপ, বাড়ছে আতঙ্ক, জোড়াপানি-ফুলেশ্বরী সংস্কারের দাবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি



বর্ষা আসতে এখনও কয়েক মাস বাকি। কিন্তু তার আগেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীর পাড়ের বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের। নদীজুড়ে ফের জমছে আবর্জনা। বাড়ছে বালি-মাটির আস্তরণও। গত বছর সাফাই অভিযানের পর কিছুটা স্বস্তি মিলেছিল। চলতি বছর বর্ষার আগে একই উদ্যোগ নেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে আগামী বর্ষায় ফের জলযন্ত্রণার আশঙ্কা করছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। দ্রুত নদী দুটি সংস্কারের দাবি উঠেছে। তৃণমূল জমানায় জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীকে সিটি ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনা হয়েছিল। সেই সময় এক দফায় দুটি নদীতে সাফাই অভিযান চলে। আবর্জনা সরানোর পাশাপাশি আর্থমুভারের সাহায্যে নদীবক্ষে জমে থাকা বালি-মাটিও তোলা হয়। ২০২৫ সালে বর্ষার আগে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে ফের একই কাজ হয়। ফলে ওই বছর নদীর দু'পাড়ের বাসিন্দারা অনেকটাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। চলতি বছরের বর্ষাতেও তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু ফের আবর্জনা জমতে শুরু করায় উদ্বেগ বাড়ছে। এনিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন শহরের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে নদী সংস্কারের পাশাপাশি সেতুর উপর নেটিং করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। সমস্ত কাজ সেচ দপ্তর করেছিল। নতুন করে দুটি নদী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে রাজ্যের সেচমন্ত্রীকে চিঠি লেখার কথা জানিয়েছেন গৌতম।
তাঁর বক্তব্য, 'প্রাক্তন মেয়র হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবেও আমি এই উদ্যোগ নিতে চাই।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'বোর্ড না থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়ি পুরনিগম যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। পুরনিগমই এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যাবতীয় উদ্যোগ নেবে।' প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি নদীপাড়ের বাসিন্দাদের উদ্বেগও বাড়ছে। ঘোগোমালিতে সেতুর পাশে দীর্ঘদিন ধরে দোকান করছেন চিরঞ্জিৎ বোস। ২০২৫ সালে শেষবার সংস্কার হলেও চলতি বছর কোনও কাজ হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। নতুন করে জমতে থাকা আবর্জনা দ্রুত সরানো না হলে আগামী বর্ষায় তাঁর দোকান জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই উদ্বেগ ফুলেশ্বরী নদী লাগোয়া দেবাশিস কলোনির বাসিন্দা স্বপন শীলেরও। তাঁর কথায়, 'দু'বছর নিশ্চিন্তে কাটলেও নদীতে ফের আবর্জনার স্তূপ জমতে শুরু করেছে। দ্রুত নদী পরিষ্কার করা প্রয়োজন।' ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়িও ফুলেশ্বরী নদীর পাশে। নদী পরিষ্কারের পর কিছুটা স্বস্তি মিললেও এখন ফের চিন্তা বাড়ছে তাঁর। সময় থাকতে সংস্কার না হলে আগামী বর্ষায় নতুন করে জলযন্ত্রণায় ভুগতে হবে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি।

মহানন্দাকে দূষণমুক্ত করতে উদ্যোগ, জমিজট কাটিয়ে প্ল্যান্টের কাজে গতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি



নিকাশিনালার নোংরা জল সরাসরি মহানন্দায় মেশার ফলে নদী ক্রমেই দূষিত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে মহানন্দা নদীকে দূষণমুক্ত করতে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল বহু আগে। তবে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের জন্য শুরুতেই এসটিপি-২ প্রকল্প থমকে গিয়েছিল। যদিও সব বাধা কাটিয়ে চলতি বছরের শুরুর দিকে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। তবে সম্প্রতি নতুন করে সমস্যা দেখা দেয় প্রকল্প এলাকায় ব্যক্তিগত জমি নিয়ে। ব্যক্তিগত জমি থাকায় পাইপলাইন পাতার কাজ থমকে গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, সম্প্রতি ওই জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এর ফলে চলতি সপ্তাহ থেকে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হতে চলেছে বলে পুরকর্তাদের দাবি। এবিষয়ে এক পুর আধিকারিক বলেছেন, '২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এসটিপি-১'এর টেন্ডারও শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।' নিকাশিনালার জল পরিশোধন করে যাতে মহানন্দা নদীতে মিশিয়ে দেওয়া যায়, সেজন্য শালুগাড়া থেকে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু করা হয়। ওই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০২৪ সালে। তবে সেচ দপ্তরের তরফে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র না মেলায় কাজ থমকে গিয়েছিল। অবশেষে ২০২৬ সালের শুরুর দিকে ছাড়পত্র মেলে। সেসময় কাজ শুরু হয়। বর্তমানে শালুগাড়া থেকে প্রকাশনগর পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে প্রকাশনগরে প্রকল্প এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি থাকায় কালীপুজোর আগে সেই কাজ থমকে যায়। এরপরই পুর কর্তৃপক্ষ জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনায় বসে। আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলেছে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, শীঘ্রই ফের পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু করা হবে। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পাইপলাইন পাতা হবে। তবে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পাইপলাইন পাতার কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের জন্য মোট ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২০২৭ সালের মে মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে এই একটি নয়, মহানন্দাকে স্বচ্ছ রাখতে এসটিপি-১ প্রকল্পের কাজও শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে বলে পুরকর্তারা দাবি করছেন।

আবহাওয়ার পটপরিবর্তনে জবুথবু শহর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

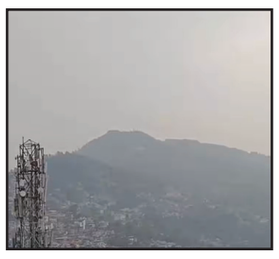

ছটপুজোর সকালটা যেন ছিল একটু বেশিই অলস। তবে পুজোর জন্য নয়, কুয়াশামাখা আবহাওয়ায়। জানলার কাচে কুয়াশার হালকা পর্দা, বিছানার ওম ছেড়ে বাইরে বের হতে কার বা মন চায়! অনেক সময় মনের কথা শোনা যায় না, তাই শরীরে গরম পোশাক চাপিয়ে অনেককেই বের হতে হয়েছে। হেমন্তেই কি শীতের আগমন ঘটল? চায়ের আড্ডায় উঠল প্রশ্ন। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, সোমবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল প্রায় ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৯.৬। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নের মধ্যে তেমন ফারাক না থাকায় কার্যত দিনভর ছিল একই আবহাওয়া। বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিলনপল্লি, দক্ষিণ ভারতনগর থেকে চম্পাসারি;প্রতিটি এলাকার চায়ের দোকানগুলিতে ছিল অন্য মেজাজ। হাতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ, আড্ডার ফাঁকে আবহাওয়ার বদল নিয়ে বিস্তর আলোচনা। বাঘা যতীন পার্কের সামনে দুপুর ১টায় চায়ের কাপ হাতে আড্ডায় শামিল পারমিতা, মৈনাক, শ্রীপর্ণা। তিনজনই শিলিগুড়ির কলেজের ছাত্রী। ছটপুজো উপলক্ষ্যে কলেজ ছুটি থাকায় শীতের আনন্দ নিতে বাড়ি থেকে আড্ডা দিতে এসেছে। শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রী পারমিতা মজুমদার বলেন, 'ডিসেম্বরে পরীক্ষা শুরু। তাই বন্ধুদের সঙ্গে এর মধ্যে আর আড্ডা দেওয়া হবে না। ছুটির দিনে শীত উপভোগ করতে এখানে আসা।' পরীক্ষার আগে শারীরিক অসুস্থতার ঝুঁকি না নিতে গরম পোশাকে নিজেকে ঢেকেছে মৈনাক। শহরের এই বদলে যাওয়া মেজাজ ছেড়ে অনেকেই পাহাড়ি আমেজ গায়ে মাখতে পাহাড়ের পথ ধরেছেন। একটু ঠান্ডা হাওয়া, মেঘে ঢাকা পাহাড় আর নিরিবিলি সময় কাটানোর হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেননি তাঁরা। রোহিণী হোক বা কার্সিয়াংয়ের পথে মোটরবাইক ও গাড়ি নিয়ে ডে আউটিংয়ে দেখা গিয়েছে অনেককে। আবহাওয়ার পটপরিবর্তনে ব্যবসার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। বিধান মার্কেট থেকে মহাবীরস্থান; বিভিন্ন জায়গায় গরম পোশাকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। এতদিন দোকানের এক কোণে পড়ে থাকা সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার এবার জায়গা পাচ্ছে সামনের সারিতে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ঘুরতেই চোখে পড়ল ফ্যাশনেবল সোয়েটার। বেশিরভাগ শীতের পোশাক সামনের সারিতে ডিসপ্লে করা হয়েছে 'জেন জেড'-দের কথা ভেবে। কোনও সোয়েটারে বো লাগানো, আবার কোনওটার সঙ্গে মানানসই স্কার্ফ রয়েছে। এমন শীতের পোশাক সাজিয়ে রাখার মাঝে সমীর সরকার বললেন, 'শীতের পোশাকেও এখন বদল এসেছে। প্রতিদিনের ফ্যাশনেও পরিবর্তন এসেছে।' সমর পাল নামে এক বিক্রেতা জানান, 'হালকা ঠান্ডা পড়তেই গরম পোশাক সাজিয়ে রেখেছি। সামনেই বিয়ের মরশুম হওয়ায় অনেকেই পোশাকের মানানসই সোয়েটারের খোঁজ করবেন। ঠান্ডার প্রকোপ যত বাড়বে, ক্রেতাদের আনাগোনাও বৃদ্ধি পাবে।' আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনে সতর্ক হয়ে উঠছেন অভিভাবকরাও। দুধ মোড়ের তুহেলি কর যেমন মেয়েকে গরম জলে স্নান করানোর পাশাপাশি ঘরেও মোজা পরিয়ে রাখছেন। একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র কায়ুস পালের সকাল সাড়ে ছয়টায় স্কুলক্যাব আসে। সকালে স্নান করিয়ে তাকে স্কুলে পাঠানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মা মিতা পালের কাছে। চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তীর পরামর্শ, 'এ সময় অনেক রকম ভাইরাল ইনফেকশন হয়, সেজন্য সন্ধ্যার পর বিশেষ কাজ না থাকলে বাইরে না বের হওয়া ভালো। জনবহুল জায়গায় মাস্ক পরে যেতে হবে। রাতে ঘরের জানলা বন্ধ রাখা উচিত। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিতে হবে। শরীর বেশি খারাপ হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়া উচিত।' এমন আবহাওয়ায় সন্ধ্যার পর রাত যত গড়াচ্ছে, দূষণ বাড়ছে ততই। যেমন সোমবার রাত ৯টায় শহর শিলিগুড়িতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল পিএম ২.৫ প্যারামিটারে ২৩৩। বায়ুস্তর যত নীচে নামবে, ততই বাড়বে দূষণ।

থমকে নিবেদিতা রোডের সম্প্রসারণ, দুর্ভোগ বাড়ছে ব্যবসায়ীদেরও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

গত বর্ষার আগে থেকেই মাঝপথে থমকে রয়েছে শহরের অন্যতম ব্যস্ততম রাস্তা নিবেদিতা রোডের সম্প্রসারণের কাজ। ফলে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রী, পথচারী থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দ্রুত রাস্তার নির্মাণকাজ ফের শুরু করার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এক আধিকারিক বলেছেন, 'ছটপুজোর পরেই কাজ শুরু করার কথা। আগামী সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে।' নিবেদিতা রোডে গুরুংবস্তিতে প্রায় ২৫০ মিটার রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য গত বছরের শুরুর দিকে বরাত দিয়েছিল পূর্ত দপ্তর। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। বাঁদিক দিয়ে নিকাশিনালার কাজ করার পরে রাস্তা তৈরির জন্য কিছুটা এলাকায় মাটি ফেলা হয়। কিন্তু তারপর বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ রয়েছে। এর ফলে রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। রাস্তার মাঝেই নির্মাণসামগ্রী পড়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বৃষ্টি হলে রাস্তা তৈরির জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তে জল জমে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় একটি ক্যাফেটেরিয়ার ম্যানেজার অমিত দাসের কথায়, 'রাস্তা তৈরির জন্য ক্যাফের সামনে অনেকটা অংশ দীর্ঘদিন ধরে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। কয়েক মাস ধরে রাস্তাও তৈরি হচ্ছে না, গর্তও বোজানো হচ্ছে না। ফলে ক্যাফেতে লোকজন আসতে পারছেন না। ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে।' কয়েকদিন আগে একটি টোটো এই নির্মীয়মাণ রাস্তার গর্তে পড়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা সুজয় মিত্র বললেন, 'টোটো দুর্ঘটনায় তিন-চারজন যাত্রী আহত হয়েছিলেন। পরে আমরাই টোটোটি রাস্তায় তুলে যাত্রীদের উদ্ধার করেছি।' নিবেদিতা রোড সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে হিলকার্ট রোডে জংশন এলাকায় যানজট কমার আশা রয়েছে। কেননা চম্পাসারির সঙ্গে নিবেদিতা রোড হয়ে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা বিনোদ গুপ্তাও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মাঝপথে কাজ বন্ধ থাকায় সবার সমস্যা হচ্ছে এটা ঠিক। তবে, দ্রুত যাতে এই কাজ পুনরায় শুরু হয়, সেই জন্য পূর্ত দপ্তর এবং নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকেও বিষয়টি জানাব।'

তোলাবাজিতে অভিযুক্ত পদ্ম নেতার ভাই, তদন্ত দাবি শিখার



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

মাঝরাতে রাস্তায় গাড়ি আটকে তোলাবাজি এবং পণ্যবাহী গাড়িতে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি শহরের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। রাজনীতির রং না দেখে ঘটনার তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন শিখা। বিজেপি নেতৃত্বও বিষয়টি নিয়ে দলীয় স্তরে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, রবিবার রাতে জাতীয় সড়কের তিনবাত্তি এলাকায় একটি ছোট চারচাকার গাড়ি গুয়াহাটিগামী একটি পণ্যবাহী ট্রাকের রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে চালককে নামিয়ে নথিপত্র দেখানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়। গাড়ির চালক পুলিশ বা প্রশাসন ছাড়া নথি দেখাতে অস্বীকার করায় তাঁকে মারধর করা হয়। গাড়ির চালক অমরেশ কুমার বলেন, 'বিহার থেকে চালভর্তি গাড়ি নিয়ে গুয়াহাটিতে যাচ্ছিলাম। রাতে হঠাৎ চারচাকার ছোট গাড়িটি এসে রাস্তা আটকায়। আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নথিপত্র চাওয়া হয়। আমি রেজিস্ট্রেশনের নথি (আরসি) দেখাতেই সেটি নষ্ট করে দেয়। এরপরে আমাকে মারধর শুরু করে। আর বলে, আমাদের কথামতো টাকা দিয়ে সমঝোতা কর, তাহলে ছেড়ে দেব। না হলে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।'
তাঁর বয়ান অনুযায়ী, টাকা দিতে অস্বীকার করায় অভিযুক্তরা মারধর শুরু করে। তাঁকে মারতে মারতে গাড়ির পিছনে নিয়ে গিয়ে দড়ি কেটে ত্রিপল সরিয়ে চালের বস্তা পরীক্ষা করতে শুরু করে।
এই ঘটনায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ এই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যা

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 5

স্থায়ী সমাধানের পথে দ্রুত এগোচ্ছে কেন্দ্র, ত্রিপাক্ষিকের প্রয়োজন নেই রাজু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া পুরোদমে এগোচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে সংসদে বিল এনে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে একথা জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই বলেও এদিন সাফ জানিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র নেপালি সমাজকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগও নস্যাৎ করেছেন সাংসদ। গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে সাংসদ বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে এই বিষয়ে বৈঠক করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত তিন আধিকারিকের প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে দু'বার এই অঞ্চল সফর করে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ওই প্রতিনিধিদলের ফের ডুয়ার্স সফরে আসার কথা।' সাংসদের কথায়, 'স্থায়ী সমাধানের দায়িত্ব ভারত সরকারের। সরকার যখন উপযুক্ত মনে করবে, তখ নই সময় দেখে সংসদে বিল এনে স্থায়ী সমাধান করবে। এর ফলে পাহাড় ও সমতলে শান্তি ফিরবে, উন্নয়ন হবে এবং গোর্খাদের পরিচয়-সংকটও দূর হবে। এই সমাধানে গোর্খাদের যেমন মঙ্গল হবে, তেমনই অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে না, বরং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গেরই ভালো হবে।' স্থায়ী সমাধানের জন্য ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হবে কি না, সে প্রসঙ্গে সাংসদের বক্তব্য, 'এর আর কোনও আবশ্যকতা নেই। ভারত সরকার ডাকলে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে যতটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার ছিল, তা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অবস্থান এখন একদম স্পষ্ট। গোর্খাদের জন্য আর কী ভালো করা যায়, মধ্যস্থতাকারী সেই বিষয়েই ভাবনাচিন্তা করছেন এবং প্রক্রিয়া সেই দিকেই এগোচ্ছে।' 'এমপি দেউসি-ভৈলো মহোৎসব'-এর আয়োজন ঘিরে বিজেপির অন্দরেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। এ নিয়েও মুখ খুলেছেন সাংসদ। দলের একাংশের অভিযোগ, গোটা জেলার সাংসদ হয়েও তিনি কেবল নেপালি সমাজকে নিয়ে বেশি ভাবছেন এবং বাকি সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করছেন। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজুর যুক্তি, 'দেউসি-ভৈলো অনুষ্ঠানের পিছনে নির্বাচনি অঙ্ক বা রাজনীতি নেই। প্রত্যেক নাগরিকের নিজের সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকে, আমারও সেই দায়িত্ব রয়েছে। তবে আমি গোটা এলাকার সব সম্প্রদায়ের কথা ভাবি এবং সবার উন্নয়নের জন্য কাজ করছি।' রাজ্যে তোলাবাজি ও পাচারচক্র প্রসঙ্গে পূর্বতন শাসকদলকে এদিন নিশানা করে রাজু বলেছেন, 'তৃণমূলের আমলে তোলাবাজি চরমে পৌঁছেছিল। আগে কয়লা, সুপারি, সিগারেট, তামাক থেকে শুরু করে গোরু-মোষ পাচার সবকিছু অবাধে চলত। এখন রাতভর ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও এধরনের কাজ দেখতে পাবেন না।'

বাঁধের সৌন্দর্যায়নের দাবি এখনও অধরা



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেখলিগঞ্জ

মেখলিগঞ্জ শহর ঘেঁষে চলে গিয়েছে তিস্তা নদীর বাঁধ। দীর্ঘদিন ধরেই সেই বাঁধে সৌন্দর্যায়নের দাবি তুলেছেন মেখ লিগঞ্জবাসী। শহরে শিশু ও বয়স্কদের জন্য দুটি পৃথক উদ্যান থাকলেও বাঁধ এলাকাটিকে সাজিয়ে সময় কাটানোর জন্য একটি জায়গা তৈরি হোক, চান এলাকাবাসী। তাছাড়া ক্রমশ বাড়তে থাকা টোটো সহ অন্যান্য গাড়ির জ্বালায় শহরের রাস্তায় সকালে বা সন্ধ্যায় হাঁটাও এখন সুরক্ষিত নয়। বাঁধ সৌন্দর্যায়নের দাবি মেনে বছরখানেক আগে মেখ লিগঞ্জ পুর কর্তৃপক্ষ বাঁধ এলাকা পরিদর্শন করে ও কিছু পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু সেই বিষয়ে এখনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়নি। ইতিমধ্যেই পালাবদল ঘটেছে রাজ্যে। নতুন সরকারের কাছে তাই ফের এই বিষয়ে দাবি তুলতে শুরু করেছে মেখ লিগঞ্জ। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায় অবশ্য বাঁধ সৌন্দর্যায়নের প্রসঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পুরোনো বাঁধ খুব একটা প্রয়োজন নেই এখন। জয়ী সেতুর পাড়বাঁধটিকে বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে। পুরোনো বাঁধ ও সংলগ্ন এলাকায় কী করা যায়, কীভাবে কাজে লাগানো যায় এবং এর মাধ্যমে কীভাবে মেখলিগঞ্জবাসীর সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো যায় তা আমরা দেখব।' এলাকাবাসীর দাবি, বাঁধে বসার জন্য সিটিং কিয়স্ক, আলো এছাড়াও বিভিন্ন গাছ দিয়ে সৌন্দর্যায়ন করলে মেখলিগঞ্জ বাসীদের সময় কাটানোর একটি জায়গা হবে। পাশাপাশি তিনবিঘাগামী পর্যটকরাও কিছুটা সময় শহরে থাকবেন। ফলে শহরের অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়বে। বাঁধ তৈরির সঠিক দিন বা তারিখ জানা না গেলেও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৬৮ সালের বন্যা পরবর্তী সময়ে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল।

সেসময় তিস্তা নদী মেখলিগঞ্জ শহর ঘেঁষে প্রবাহিত হত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিস্তা এখন অনেকটা দূর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে জয়ী সেতু সংলগ্ন পাড়বাঁধের ফলে তিস্তা নদীর জল শহরসংলগ্ন এলাকায় আর তেমন আসে না। ফলে শহরের কাছে পুরোনো বাঁধটি সাজিয়ে একটি বেড়ানোর জায়গা হিসাবে পেতে চাইছে মেখলিগঞ্জবাসী। এলাকার এক তরুণ স্বাধীন দাস বলেন, 'বাঁধের সৌন্দর্যায়ন করা গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে কিছুটা সময় কাটাতে পারবেন। আবার পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণের কেন্দ্র তৈরি হলে তা থেকে শহরের কিছু ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবেন।' শহরেরই আরেক বাসিন্দা শিবা সাহা বললেন, 'শহরে তরুণদের সময় কাটানোর তেমন জায়গা নেই। এছাড়া এখানকার অর্থনীতিকে মজবুত করতে বাঁধে আলাদা একটি পরিকাঠামো গড়ে তুললে ভালো হয়। তাই বাঁধের সৌন্দর্যায়ন অবশ্যই প্রয়োজন।'

পিচ মেরামতির মাটি চুরি, নেশার আসর, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কোচবিহার স্টেডিয়াম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার



কোচবিহার স্টেডিয়ামের ভিতরে নিরাপত্তার অভাবটা আজকাল খুবই স্পষ্ট। নৈশপ্রহরী বা নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় সন্ধ্যার পরেও অবাধে ঢুকছে বহিরাগতরা। সেই সুযোগে স্টেডিয়ামের ভিতর থেকে পিচ মেরামতির জন্য আনা দামি মাটি চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু চুরিই নয়, রেলিংয়ে জামাকাপড় শুকোনো থেকে শুরু করে নেশার আসর বসার অভিযোগও উঠছে। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'নৈশপ্রহরী বা নিরাপত্তারক্ষী নেই। তাই পিচ মেরামতের জন্য আনা দামি মাটি পর্যন্ত এখান থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার পরও বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত থাকছে। আমরা পুলিশকে একাধিকবার জানিয়েছি।' সোমবার স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখা গেল, একটি রেলিংয়ের বড় অংশ আগাছায় ঢেকে রয়েছে। সেখানেই সার দিয়ে জামাকাপড় শুকোতে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। গ্যালারিতে কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে বসে গল্প করতে দেখা গেল। পিছনের দিকের গ্যালারির আড়ালেও কয়েকজন কমবয়সির আড্ডা চলছিল। ওই জায়গাতেই নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ উঠেছে। কয়েকদিন আগে পুলিশ আধিকারিকরা স্টেডিয়ামে অভিযান চালিয়ে কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে সতর্ক করেছিলেন। তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ। দিনেরবেলায় অবশ্য ছবিটা আলাদা। ক্রিকেট, ক্যারাটে, ভলিবল ও স্কেটিং সহ নানা খেলার প্রশিক্ষণ চলে স্টেডিয়ামে। খে লাধুলোর জন্য প্রতিদিনই সেখানে আসেন প্রশিক্ষণার্থী ও ক্রীড়াপ্রেমীরা। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলেই বদলে যায় পরিবেশ। নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় যে কেউ সহজেই ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে। সেই সুযোগেই চুরির ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ। নিয়মিত পুলিশি টহলদারির দাবি তুলেছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। স্টেডিয়ামের রেলিং ও গ্যালারির মতো অংশ এভাবে ব্যবহার হওয়ায় খেলাধুলোর পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। তাঁদের বক্তব্য, দিনেরবেলায় প্রশিক্ষণ চললেও সন্ধ্যার পর নজরদারির অভাবেই বহিরাগতদের যাতায়াত আটকানো যাচ্ছে না। এতে স্টেডিয়ামের সম্পদ ও পরিবেশ, দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে আশঙ্কা। পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'স্টেডিয়ামে মাঝেমধ্যেই অভিযান চালানো হয়।' নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তবে এই সমস্যা নতুন নয়। বছরখানেক আগেও স্টেডিয়ামের গ্যালারির নীচে নেশা করার সময় কয়েকজন তরুণকে আটক করেছিল পুলিশ। ফের একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

রক্তের ভাঁড়ারে টান, মেডিকেল ও জেলা হাসপাতালে সংকটে রোগীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি



উৎসবের মরশুমে রক্তের সংকট ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রক্তের জন্য হাহাকার করছেন রোগীরা। সোমবারও দুটি হাসপাতাল ঘুরে একই চিত্র দেখা গিয়েছে। রোগীর আত্মীয়দেরই রক্তদাতা এনে সেই রক্ত রোগীকে দিতে হচ্ছে। মজুত না থাকায় কোথাও কোনও ব্লাড ডোনার ক্রেডিট কার্ড নেওয়া হচ্ছে না। ফলে রক্তের অভাবে অনেক রোগীর চিকিৎসা বন্ধ হয়ে রয়েছে। মেডিকেলের সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'প্রয়োজনের তুলনায় রক্তের জোগান কম। উৎসবের মরশুমে সেভাবে রক্তদান শিবির হয়নি। ফলে সমস্যা হচ্ছে।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রতিদিন প্রায় ১০০ ইউনিট এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ৩০-৩৫ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বাইরের অন্য হাসপাতালগুলি থেকেও মেডিকেলের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকের কাছে রক্ত চাওয়া হয়। কিন্তু দুর্গাপুজোর আগে থেকে রক্তদান শিবির কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। গত সপ্তাহে দু'তিনটি শিবির হলেও সেখানে সংগৃহীত রক্ত চাহিদা মেটাতে পারছে না। সোমবার দুপুরে মেডিকেলে আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকে রক্ত নিতে এসেছিলেন জলপাইগুড়ির ভুট্টাবাড়ির বাসিন্দা সুমন রাউত। তিনি বললেন, 'স্ত্রী প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন। তার অস্ত্রোপচার হবে। সেইজন্য চিকিৎসক অন্তত দুই ইউনিট রক্ত মজুত রাখতে বলেছেন।' সুমন ব্লাড ব্যাংকে ঢোকামাত্রই সেখান থেকে বলা হয়েছে যে, দুজন রক্তদাতা নিয়ে আসুন। এখানে রক্ত মজুত নেই। বেরিয়েই সুমন বললেন, 'আমি রক্তদাতা কোথায় পাব? স্ত্রীর গ্রুপেরই রক্তদাতা হলে ভালো হয় বলা হয়েছে।' রক্ত পাওয়ার আশায় ব্লাড ব্যাংকের বাইরে সকাল থেকে বসে রয়েছেন অমল মণ্ডল। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা অমল বললেন, 'ভাই শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। সেখান থেকেই মেডিকেলে রক্তের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু মেডিকেলে বলছে, এখানে ভর্তি রোগীদেরই রক্ত দেওয়া যাচ্ছে না। আপনি বেসরকারি জায়গায় খোঁজ করুন।' চা বাগানের অস্থায়ী শ্রমিক অমলের বক্তব্য, 'বাইরে এক ইউনিট রক্তের জন্য অন্তত ১৫০০-২০০০ টাকা প্রয়োজন। অত টাকা আমার কাছে নেই। যদি কেউ রক্ত দিতে রাজি হন, তাই এখানে বসে রয়েছি।' শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত শূন্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ১০ নভেম্বরের পর থেকে এই পরিস্থিতি চলছে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত 'এ' পজিটিভ ৩ ইউনিট, 'বি' পজিটিভ ৬ ইউনিট, 'ও' পজিটিভ ৮ ইউনিট এবং 'এবি' পজিটিভ ১ ইউনিট করে রক্ত মজুত ছিল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্যই প্রতিদিন অনেক বেশি রক্ত প্রয়োজন হয়। পরিস্থিতি বুঝে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারকে রক্তদাতা নিয়ে আসার পরামর্শ দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই রোগীর আত্মীয়রা রক্তদাতা আনতে পারলে তবেই রক্ত পাচ্ছেন। এভাবেই এদিন ৮ রোগীর পরিজন জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত পেয়েছেন। তবে, এনিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি রোগীর আত্মীয়রা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রক্তের ভাঁড়ারে টান পড়ায় থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত রোগীদেরও সমস্যা হচ্ছে।

বুথ সভাপতির কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে মারধরে অভিযুক্ত মণ্ডল সভাপতি, বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল চরমে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার



কোন্দল যেন কোনওভাবেই কোচবিহারে পিছু ছাড়ছে না বিজেপির। এবার বাড়িতে ডেকে বুথ সভাপতিকে ঘরে আটকে রেখে কপালে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠল দলেরই মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতে। বিষয়টি নিয়ে সোমবার রাতে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ক্ষিতেনচন্দ্র বর্মন সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দলেরই ৮৮ নম্বর বুথের সভাপতি মজিদ মিয়াঁ। ঘটনার কথা জানাজানি হতে জেলার রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে বিজেপির অন্দরে জোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত মণ্ডল সভাপতি। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি দীপা চক্রবর্তী বলেন, 'আইন সবার জন্যই সমান। এমন নয় যে, বিজেপি করে কেউ দোষ করলে পার পেয়ে যাবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।' মজিদের অভিযোগ, পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী এলাকায় দলের মণ্ডল সভাপতি রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ও ভয় দেখি য়ে মানুষের কাছ থেকে প্রচুর তোলা আদায় করছেন। টাকা-পয়সা তছরুপ করছেন। তাঁর ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে খুন করে ফেলবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। মজিদ বলেন, 'আমি এর বিরোধিতা এবং প্রতিবাদ করায় আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। সোমবার মণ্ডল সভাপতি আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠান। আমি সকাল ১০টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে গেলে প্রথমে আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। এরপর ঘরের দরজা আটকে দিয়ে মণ্ডল সভাপতি আমার কপালে পিস্তল ধরেন। তাঁর দলবল আমার গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে। তাঁরা সকলে মিলে আমাকে ব্যাপক মারধর করেন। আমি প্রতিবাদ করা বন্ধ না করলে আমার বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পরিবারের লোকজনকে মেরে ফেলবেন বলে হুমকি দেন। আমি চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন সেখানে আসতে শুরু করেন। তাঁরা আমাকে ছেড়ে দেন। এতে আমি প্রাণে রক্ষা পাই।' অভিযুক্ত ক্ষিতেন অবশ্য বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি বুথ সভাপতিকে এদিন ডাকিনি এবং তিনি আমার বাড়িতেও আসেননি। মারধর করা তো দূরের কথা। আসলে পদ থেকে আমাকে সরানোর জন্য উনি এসব চক্রান্ত করছেন।'

দিনহাটায় বেটিং-ফাঁদ, টাকার লোভে সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা তরুণ প্রজন্ম



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দিনহাটা

এবার দিনহাটা শহরে বেটিংচক্রের হদিস। প্রতিদিন ফোয়ারার মতো কোটি কোটি টাকা উড়ছে বলে অভিযোগ। বেটিংয়ের নেশায় সর্বস্বান্ত তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ। মূলত অনলাইনেই চলছে গোটা কারবার। তবে পুলিশ এখ নও পর্যন্ত দিনহাটায় বেটিংয়ের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের নাগালে পায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিনহাটা থানার এক আধিকারিক বলেন, 'জুয়ার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে। তবে এরকম কোনও বেটিংচক্র নিয়ে অভিযোগ এখ নও পাইনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।' তবে সূত্রের খবর, দিনহাটা শহরে সাত থেকে আট জন বড় মাপের বুকি মূলত বেটিংচক্র পরিচালনা করছে। এ ছাড়া আরও ১০-১৫ জন মাঝারি মাপের বুকি রয়েছে। এই কারবারে বুকিদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লিংকম্যানদের। তাদের কাজ দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। লিংকম্যানরা কে কোন ম্যাচে কত টাকা বাজি ধরবেন, সেই হিসাব রাখার পাশাপাশি টাকা লেনদেনের বিষয়টি দেখভাল করেন। আগে কেবল আইপিএলকে কেন্দ্র করে বেটিং চললেও এখন সমস্ত খেলায় জুয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বুকিদের নির্দেশে বাজি ধরতে আগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন লিংকম্যানরা। এমনকি পুলিশের নজরদারি এড়াতে নির্দিষ্ট কোড নম্বর ব্যবহার করা হয়। অনলাইনে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে এই বেআইনি কারবার চলছে বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি অনলাইন বেটিংচক্রের পর্দা ফাঁস হতেই কোচবিহারজুড়ে শোরগোল শুরু হয়। ডার্ক ওয়েবকে হাতিয়ার করে কারবারিরা বেটিং চালাচ্ছে বলেও তথ্য প্রকাশ্যে আসে। এবার জানা যাচ্ছে, কোচবিহারের পাশাপাশি দিনহাটায় সমানভাবে সক্রিয় এই বেটিং চক্র। বেটিংয়ের চক্করে শেষমেশ পাওনাদারদের ভয়ে কেউ বাড়ি ছাড়ছেন, কারও আবার বড় অঙ্কের টাকা খুইয়ে দিশেহারা অবস্থা। মূলত কমবয়সি তরুণরা টাকার লোভে এই বেটিংয়ে নিজেদের শামিল করছেন বলে জানা গিয়েছে।

১৬ বছর ধরে বন্ধ স্কুল ফের চালুর উদ্যোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালদহ



১৬ বছর ধরে বন্ধ থাকা প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ফের চালু হতে পারে। প্রশাসনিক কর্তাদের পরিদর্শনে সেই আশার আলো দেখছেন স্থানীয়রা। সোমবার কার্যত পরিত্যক্ত স্কুলঘর ও সংলগ্ন মাঠ পরিদর্শন করেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সাধনকুমার পাল ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক নগেন্দ্রনাথ রায়। ২০১০ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট জামালদহ পঞ্চম প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। সোমবার স্কুলশিক্ষা দপ্তরের দুই কর্তা গ্রামে আসেন। স্কুলের ভবন ও মাঠের অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে ন তাঁরা। সবকিছু ঘুরে দেখার পর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান আশ্বাস দেন, গ্রামবাসীর কাছ থেকে লিখিত আবেদন পেলেই স্কুলটি আবার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। বাম জমানার শেষদিকে গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে গ্রামের খুদে পড়ুয়াদের প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের বিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছে।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন অভিভাবক ও পড়ুয়ারা। স্থানীয়দের দাবি, তাদের গ্রাম একেবারেই অনুন্নত। তার ওপর গ্রামের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিও বন্ধ হয়ে রয়েছে। কী কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল স্কুলটি, তার সঠিক তথ্য সামনে আসেনি। তবে স্থানীয়দের কয়েকজন জানান, আগে গ্রামের রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত ছিল। স্কুলে প্রথমদিকে পড়ুয়ার সংখ্যা ঠিক থাকলেও শেষদিকে কমতে শুরু করে।

এরপর ২০১০ সালে অজানা কারণে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি।

এদিন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান স্থানীয় বাসিন্দা ও পড়ুয়াদের অভিভাবকদের কাছ থেকে স্কুলটির পরিকাঠামো, স্কুলের জমি-জায়গার বিষয়ে খোঁজ নেন। স্থানীয়রা এদিন গণস্বাক্ষর করে একটি আবেদনপত্র চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দুই বিঘা জমিতে রয়েছে স্কুলটি। স্কুল বন্ধ থাকায় স্কুল মাঠে এখন সবজি চাষ করছেন কয়েকজন। স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ মজুমদার বলেন, 'গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে অন্য গ্রামের স্কুলে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পড়ুয়াদের যেতে হয়। তৃণমূল জমানায় স্কুল আবার চালু করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে একাধিকবার আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরেও আবেদন জানানো হয়েছে। এদিন স্কুলশিক্ষা দপ্তরের কর্তারা স্কুল পরিদর্শন করে আবার চালুর আশ্বাস দিয়েছেন।' আর এক স্থানীয় বাসিন্দা রানু রায় বলেন, 'গ্রামে স্কুল না থাকায় দূরের স্কুলে পড়ুয়াদের পাঠাতে হচ্ছে। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত স্কুলটি চালু করার বিষয়ে পদক্ষেপ করুক।' চেয়ারম্যান বলেন, 'বন্ধ থাকা এই বিদ্যালয়ের ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্কুল আবার চালু করার জন্য লিখিত আবেদন পেলে শিক্ষা দপ্তরে তা জানানো হবে।'



Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 6

নাহিদের সংবর্ধনা ঘিরে রণক্ষেত্র লন্ডন !

আওয়ামি লিগ ও এনসিপি সমর্থকদের সংঘর্ষে আহত একাধিক

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
অমরাবতী

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার জল্পনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল লন্ডনের রাজপথ। সোমবার রাতে পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ডে ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি বা এনসিপি-র প্রধান নাহিদ ইসলামের এক নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে ঘিরে আওয়ামি লিগ ও এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। মেফেয়ার হলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান শেষে দু-পক্ষের হাতাহাতি ও মারামারিতে অন্তত চার থেকে পাঁচ জন আহত হয়েছেন বলে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও আয়োজকদের অভিযোগ, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের লক্ষ্য করে শুরুতে ডিম ও জলের বোতল ছুড়তে থাকেন আওয়ামি লিগ সমর্থকেরা। অনুষ্ঠান শেষ হতেই উত্তেজনা চরমে ওঠে এবং পাশের রাস্তায় দু-পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় লন্ডন পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত এড়াতে ভিন্ন প্রবেশপথ দিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে ঢোকেন এবং বেরিয়ে যান নাহিদ ইসলাম। পরে সমাজমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেন, পলাতক ও চরমপন্থী আওয়ামি লিগ কর্মীরা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। এই হামলাকে কাপুরুষোচিত আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে সে দেশেও রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে এবং বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামি লিগ কর্মীদের সক্রিয়তা চোখে পড়ছে। এর জেরেই রবিবার শেখ হাসিনার জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলায় আওয়ামি লিগ সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং বিএনপির একাধিক দলীয় কার্যালয় ও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।



মোদীর ‘মাস্টারস্ট্রোক’

ফ্রি ই-ভিসার প্রস্তাবে বাজিমাত!

ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড আর মার্কোস জুনিয়রের আমন্ত্রণে মঙ্গলবার ম্যানিলায় তেইশতম ভারত-আসিয়ান সামিটে যোগ দিয়ে ভারত এবং আসিয়ানের মধ্যে মজবুত সহযোগিতার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধি বজায় রাখাই এর মূল লক্ষ্য। ন্যাভিগেটিং আওয়ার ফিউচার টুগেদার থিমে আসিয়ানে সফল সভাপতিত্বের জন্য প্রেসিডেন্ট মার্কোসকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ভারতের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে সমর্থনের জন্য ফিলিপিন্সকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসিয়ানের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে মোদী জোর দিয়ে বলেন, এই অঞ্চলে এবং তার বাইরেও শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দু'পক্ষকেই একযোগে কাজ করতে হবে। একটি মুক্ত, অবাধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিয়ম-ভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতার ওপরই নির্ভরশীল। আসিয়ানের ঐক্য ও কেন্দ্রীয় ভূমিকার প্রতি ভারতের সমর্থন নিশ্চিত করে মোদী জানান, আসিয়ান কমিউনিটি ভিশন ২০৪৫ এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭ ভারত ও আসিয়ান সদস্য দেশগুলির জনগণের মিলিত আকাঙ্ক্ষা পূরণে সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার মাঝেও পারস্পরিক মূল্যবোধ এবং গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধন ভারত-আসিয়ান সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি এনেছে। প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরে মোদী জানান, ভারত ও আসিয়ানের শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী হয়ে থাকলে চলবে না, বরং উদ্ভাবন এবং মানুষের দক্ষতা বাড়াতে একসঙ্গে কাজ করা উচিত। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৭ সাল ভারত-আসিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে চলেছে। সহযোগিতা আরও বাড়াতে মোদী একটি দীর্ঘমেয়াদী আসিয়ান-ভারত সমুদ্র সহযোগিতা পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন, যেখানে যোগাযোগ, বিজ্ঞান গবেষণা, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং নাবিকদের নিরাপত্তার ওপর জোর দেওয়া হবে। এছাড়াও আঞ্চলিক ক্ষমতা বাড়াতে একটি যৌথ সাইবার ফরেনসিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম, পারমাণবিক শক্তিতে প্রযুক্তিগত আদানপ্রদান, একটি আসিয়ান-ভারত স্পেস হ্যাকাথন এবং খনিজ সম্পদে বৃহত্তর সহযোগিতার ডাক দেন তিনি। যুব সম্মেলন, তরুণ সাংসদদের আদানপ্রদান, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়ানের পড়ুয়াদের জন্য আরও স্কলারশিপের পাশাপাশি আসিয়ান ভুক্ত দেশের পর্যটকদের জন্য বিনামূল্যে ই-ভিসার প্রস্তাবও রাখেন তিনি। সামিট আয়োজনের জন্য প্রেসিডেন্ট মার্কোসকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তী আসিয়ান চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলা সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীকেও আগাম শুভেচ্ছা জানান তিনি।

ওয়েলিংটনে চার পেসার নিয়েই নামবে ভারত

২০ নভেম্বর স্থলভাগে, প্রস্তুতি ওড়িশাতেও

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
বিশাখাপত্তনম

বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ সোমবার সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এ পরিণত হয়েছে। ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার গতিতে সেটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। নামটি দিয়েছে ইরান, উত্তর ভারত মহাসাগরের নামকরণের তালিকা অনুযায়ী। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, সোমবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ঝড়টি ছিল চেন্নাইয়ের ৬১০ কিলোমিটার পূর্বে, শ্রীলঙ্কার ত্রিঙ্কোমালির ৬৩০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, অন্ধ্রের মছলিপট্টনমের ৬৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, বিশাখাপত্তনমের ৬৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে এবং ওড়িশার গোপালপুরের ৭৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে। আইএমডির পূর্বাভাস আজ রাতেই এটি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। ১৯ নভেম্বর সকাল বা সন্ধ্যা নাগাদ হবে অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়। ২০ নভেম্বর দুপুরের মধ্যে নেলোর ও তুনির মাঝামাঝি অন্ধ্র ও ইয়ানাম উপকূল পার করার কথা। আছড়ে পড়ার সময় ঝড়ের বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১২০-১৩০ কিলোমিটার,



দমকা হাওয়ায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৭-১৮ নভেম্বর তামিলনাড়ুতে, ১৯-২০ নভেম্বর উপকূলীয় অন্ধ্রে এবং ২১ নভেম্বর ওড়িশায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার উপকূলীয় তামিলনাড়ু, পশ্চিমঘাট জেলা, পুদুচেরি ও কারাইকালে কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। ১৯ থেকে ২১ নভেম্বরের মধ্যে তেলঙ্গানা ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশেও বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় ১৯-২১ নভেম্বর ভারী বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সতর্কতা দিয়েছে আইএমডি। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু সোমবার রিয়েল টাইম গভর্নেন্স সোসাইটি কেন্দ্রে প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন। ১৭৩টি মাছ ধরার নৌকা এখনও ফেরেনি। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাঙ্গলাপুড়ি অনিতা উপকূলীয় সব জেলায় প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতি রুখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মৎস্যজীবীদের সতর্ক করেছেন। মাছ ধরার নৌকাগুলিকে উপকূলে নোঙর করানো হয়েছে। ওড়িশা সরকার ৭৪টি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করেছে এবং দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে আগাম সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে এটি তৃতীয় ঘূর্ণিঝড়। বিপর্যয় মোকাবিলামন্ত্রী সুরেশ পূজারী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক করে জানান, প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সীমানা ছাড়িয়ে সিনেমার উড়ান !

গোয়ায় ইফির পর্দায় এবার ‘ফাদারল্যান্ড’

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
গোয়া

ভৌগোলিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক সীমানা পেরিয়ে সিনেমার মেলবন্ধন উদযাপন করতে আগামী ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৫৭তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বা ইফি। এবারের উৎসবের থিম রাখা হয়েছে সীমানাহীন গল্প। শুক্রবার উৎসবের সূচনা সংক্রান্ত সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ৯ দিনের এই মহোৎসবে বিশ্বের ৮৬টি দেশের ১৫৯টি ছবি প্রদর্শিত হবে। উৎসবের উদ্বোধনী ছবি হিসেবে থাকছে অস্কারজয়ী পোলিশ পরিচালক পাওয়েল পাওলিকোস্কির ছবি ফাদারল্যান্ড। অন্যদিকে, সমসাময়িক ভারতীয় সিনেমার সেরার ঝলক নিয়ে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগের উদ্বোধন করবে রণবীর সিং অভিনীত ছবি ধুরন্ধর। এবার উৎসবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, সেরা ডেবিউ ফিচার ফিল্ম এবং আইসিএফটি-ইউনেস্কো গান্ধী মেডেল;এই তিনটি মূল প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে স্বীকৃতি দিতে দেওয়া হবে সেরা ওয়েব সিরিজের পুরস্কারও। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানান, বিশ্বের নানা প্রান্তের গল্পকার এবং সিনেমাপ্রেমীদের স্বাগত জানাতে গোয়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত। উৎসবের ডিরেক্টর তথা প্রখ্যাত পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকর জানান, এবারের থিম শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয়, বরং এটি সিনেমা নির্বাচনের মূল ভিত্তি। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগের পাঁচ সদস্যের জুরির প্রধান হিসেবে থাকছেন ভারতীয় পরিচালক আনন্দ এল রাই এবং আইসিএফটি-ইউনেস্কো গান্ধী মেডেলের জুরি প্রধানের দায়িত্বে থাকবেন অধ্যাপক আহমেদ বেজাওয়ি। সব মিলিয়ে দেশবিদেশের সিনেমা, বিশ্বমানের প্রতিযোগিতা এবং চলচ্চিত্র জগতের দিকপালদের উপস্থিতিতে ৫৭তম ইফি এক অনন্য সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে।

ওএনজিসি-র কূপে ভয়াবহ গ্যাস লিক !

আতঙ্কে অন্ধ্রের গ্রাম থেকে সরানো হল বাসিন্দাদের

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
অমরাবতী

অন্ধ্রপ্রদেশের ডক্টর বি আর অম্বেদকর কোনাসীমা জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি-র একটি তেলের কূপে ভয়াবহ গ্যাস লিকের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল।

মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মামিদিকুদুরু মণ্ডলের নাগরাম গ্রামের তাদিভারি মেরাকা এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে অবস্থিত ওই কূপটিতে পুনঃখননের কাজ চলার সময় বিকট শব্দে গ্যাস বেরোতে শুরু করে। স্থানীয় রাজস্ব আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, বন্ধ থাকা কূপটিতে কাজ চলার সময়ই এই বিপত্তি ঘটে। তবে স্বস্তির বিষয়, ঘটনায় কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি এবং কূপের মুখটি অক্ষত রয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ওএনজিসি-র রাজামুন্দ্রি শাখার বিপর্যয় মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে এবং নরসাপুরের আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকেও অতিরিক্ত সরঞ্জাম ও কর্মী আনা হয়। যেকোনো ধরনের অগ্নিসংযোগ এড়াতে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি ডিজেল জেনারেটরগুলি বন্ধ করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং গ্যাস ছড়িয়ে পড়া রুখতে জল ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগাম সতর্কতা হিসেবে প্রশাসন কূপের পাঁচশো মিটার এলাকা ঘিরে ফেলেছে এবং এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে নাগরামের একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই অংশে যান চলাচল বন্ধ রেখে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে ঘটনাস্থলে গ্যাসের ঘনত্ব শূন্যের কোঠায় থাকলেও পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়েই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু।

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত গ্যাস লিক বন্ধ করার জন্য ওএনজিসি-র শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দুর্গত বাসিন্দাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ওএনজিসি-র প্রকল্পগুলিতে অবিলম্বে সুরক্ষা অডিট করার দাবি জানিয়েছেন

২ সাজাপ্রাপ্তের জামিনের পর ফের আতঙ্ক !

গুজরাত ছাড়লেন বিলকিস বানো

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
আহমেদাবাদ

২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার সময় গণধর্ষণের শিকার হওয়া বিলকিস বানো তাঁর পরিবারের সুরক্ষার স্বার্থে গুজরাত ছেড়েছেন বলে জানালেন তাঁর কাকা। সম্প্রতি এই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনের মধ্যে দু'জন;বিপিনচন্দ্র কানাইয়ালাল যোশী এবং প্রদীপ রমনলাল মোধিয়াকে দীর্ঘ ১৭ বছর জেলে থাকার যুক্তিতে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই ফের আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন বিলকিস।

তাঁর কাকা আব্দুল রাজ্জাক মনসুরি জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরপরই গত ২ বা ৩ নভেম্বর পরিবার সমেত গুজরাত ছেড়েছেন বিলকিস। এর আগে তিনি দাহোদ জেলার দেবগড় বারিয়ায় থাকলেও, মাস দেড়েক আগে



অন্যত্র চলে যান এবং এখন রাজ্যই ছাড়লেন। সোমবার রাতে আইনজীবীর মাধ্যমে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে বিলকিস জানিয়েছেন যে, তাঁকে না জানিয়ে বা তাঁর কথা না শুনেই শীর্ষ আদালত যেভাবে এই দু'জনের যাবজ্জীবন সাজা স্থগিত করেছে, তাতে তিনি হতাশ এবং হতবাক। তিনি আরও বলেন, আমার পুরোনো আতঙ্ক আবার ফিরে এসেছে। আমি আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য আবার ভয় পাচ্ছি। তবে, এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তিনি আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাও স্পষ্ট করেছেন। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ৩ মার্চ দাঙ্গার সময় ১৯ বছর বয়সী এবং পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিসকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল এবং তাঁর ৩ বছরের মেয়ে সহ পরিবারের ৭ জনকে খুন করেছিল এই অপরাধীরা।

পিছিয়ে গেল রাহুল - অখিলেশদের জোট বৈঠক



উত্তরপ্রদেশে আসনরফা নিয়ে সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের বৈঠক পিছিয়ে গেল। মঙ্গলবার দুই দলের শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বসার কথা থাকলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে নতুন করে বৈঠকের দিন ঠিক করা হবে। ইতিমধ্যেই সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন কংগ্রেস ১৮১ আসনের দাবি করছে।

সেটা যে সম্ভব নয়, তাও ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস সূত্রের খবর, ওই বিশাল অঙ্কের আসন পাওয়া যে সম্ভব নয়, সেটা কংগ্রেসও জানে। তবে দল একটা মোটামুটি সম্মানজনক আসনে লড়তে চায়। সেক্ষেত্রে ১০০ আসনকে বেঞ্চমার্ক ধরা হয়েছে। আসলে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আঞ্চলিক নেতাদের তত্ত্বে জোর দিচ্ছেন রাহুল গান্ধীরা। সোমবার দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাড়িতে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। সূত্রের খবর, সেখানেই রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, আসন সংখ্যার থেকে দল কতগুলিতে জিততে পারে, সেদিকে জোর দিতে হবে। মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া জোট একত্রিতভাবে গদিচ্যুত করবে লখনউয়ের সন্ন্যাসী রাজাকে। তবে লখনউয়ের গদির লড়াইয়ে কংগ্রেস যাতে সম্মানজনক আসনে লড়তে পারে, সেই বিষয়টিতেও জোর দিয়েছেন রাহুল। পাশাপাশি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যে কেন্দ্র বা এলাকায় দলের সংগঠন এবং জেতার মতো প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে সেই এলাকাগুলিতে জোর দিতে হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ উত্তরপ্রদেশের সংগঠনের নেতারা। বৈঠকের পর মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানান, তউত্তরপ্রদেশের মানুষ পরিবর্তন চান এবং সামাজিক ন্যায় বিচার, সুযোগ, প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন চান। আমার বিশ্বাস যে, ইন্ডিয়া জোট উত্তরপ্রদেশের মানুষের সামনে একটি শক্তিশালী বিকল্প তুলে ধরতে পারবে

সাংবাদিকদের ওপর ইউএপিএ নয় !

প্রেস কাউন্সিলের নির্দেশে আপত্তি খোদ চেয়ারপার্সনের

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
নয়াদিল্লি

সংঘর্ষ বা উত্তেজনার এলাকায় খবর সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ, এনএসএ বা রাষ্ট্রদ্রোহের মতো কঠোর আইন প্রয়োগ না করার নির্দেশিকা জারি করেছে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া(পিসিআই)।

তবে, গত ১৬ অক্টোবর প্রকাশিত ২০২৬ সালের নতুন সাংবাদিকতা আচরণবিধি নির্দেশিকার এই সুপারিশটিতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই। নির্দেশিকায় কী বলা হয়েছে? সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বা দ্বিমত পোষণকে কখনোই রাষ্ট্রদ্রোহ বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা উচিত নয়। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের বদলে পিসিআই বা অন্যান্য গণমাধ্যম আইনের অধীনে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোনো সাংবাদিক গ্রেফতার হলে তা দ্রুত পিসিআইকে জানাতে বলা হয়েছে। সাংবাদিকদের অকারণে তাঁদের খবরের সূত্র জানাতে বাধ্য না করার



সংঘর্ষ বা উত্তেজনার এলাকায় খবর সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ, এনএসএ বা রাষ্ট্রদ্রোহের মতো কঠোর আইন প্রয়োগ না করার নির্দেশিকা জারি করেছে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া(পিসিআই)।

সুপারিশও করা হয়েছে। চেয়ারপার্সনের আপত্তি কোথায়? বিচারপতি দেশাই মনে করেন যে পিসিআই রাজ্য সরকারগুলিকে সব অভিযোগ তাদের কাছেই পাঠাতে বাধ্য করতে পারে না। তিনি জানান, পুলিশের উচিত যথেষ্ট শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে এই ধরনের গ্রেফতারি করা। অন্যদিকে খবরের সূত্র প্রকাশের বিষয়ে তাঁর মত, সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কিছু বিশেষ ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের সূত্র প্রকাশ করতে হতে পারে, তাই ঢালাওভাবে এই নিয়ম কার্যকর করা উচিত নয়।



Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 7

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মেছোবিড়ালের

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
বাগনান



বাগনানে ফের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপ্রাণী পূর্ণবয়স্ক একটি মেছোবিড়ালের। মঙ্গলবার সকালে বাগনানের রথতলা সংলগ্ন ওটি রোডে মেলে মেছোবিড়ালটির মৃতদেহ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, রাতে অথবা ভোরের দিকে দ্রুতগতির কোনও গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে প্রাণীটির। স্থানীয় শিক্ষক সমীর পাঁজা মৃত মেছোবিড়ালটিকে দেখতে পেয়ে খবর দেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের আমতা ইউনিটের সহযোগী সংগঠন ডট ফাউন্ডেশনের বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ কুন্তল মুখার্জিকে। এরপর পরিবেশ মঞ্চের সদস্য তথা আমতা ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর দীপঙ্কর পোড়েল বন দফতরের বাগনান প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বন দফতরের কর্মীরা মৃতদেহটি সংগ্রহ করে ময়নাতদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার উদ্যোগ নিয়েছেন। বারবার এভাবে মেছোবিড়ালের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশকর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, বাগনানে মেছোবিড়ালের মৃত্যুতে পথ দুর্ঘটনাই অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠেছে। প্রাণীগুলির স্বাভাবিক বাসস্থানের আশপাশে দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে বিচরণক্ষেত্র। বাধ্য হয়ে খাবার ও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারাচ্ছে তারা। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ মঞ্চের আবেদন, বিশেষ করে রাতে ও ভোরের দিকে মেছোবিড়ালের যাতায়াত রয়েছে এমন রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রাণীদের রাস্তা পারাপারের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করা হলে বাগনানে অবশিষ্ট মেছোবিড়ালগুলির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা পরিবেশকর্মীদের।

আটক পাঁচ বাংলাদেশি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রঘুনাথগঞ্জ

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ফের আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে আটক করে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মনিরুল ইসলাম, জিয়াউল রহমান, নুর ইসলাম, রুহুল শেখ এবং মনিরুল শেখ। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে দুইজন প্রায় কুড়ি বছর ধরে ভারতে বসবাস করছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, সোর্স মারফত খবর ছিল কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে সীমান্তে পেরিয়ে এদেশে এসেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে আটক করা হয়। তাদের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার এবং জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে বাজিতপুর চর এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ বাংলাদেশিকে আটক করে। ধৃতরা এদেশে প্রবেশের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। কী কারণে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য এবং এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদে ফের পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক আটক করার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পালপাড়ায় ঐতিহ্য মেনে কুমারী পুজো, দেবীর আসনে সাত বছরের বিদিতা

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
চন্দননগর



জগদ্ধাত্রী পুজোর আবহে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে কুমারী পুজোর আয়োজন করল চন্দননগরের পালপাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এ বছর সাত বছরের বালিকা বিদিতা মুখার্জিকে কুমারী রূপে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করা হয়। সকাল থেকেই পুজোকে কেন্দ্র করে মণ্ডপে ভক্তদের উৎসাহ ও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দেবীর জীবন্ত প্রতীক হিসেবে কুমারী বালিকার আরাধনায় অংশ নেন বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী। সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রতিটি নারীর মধ্যেই মাতৃশক্তির প্রকাশ রয়েছে। সেই মাতৃশক্তির প্রতীক হিসেবেই কুমারী বালিকাকে দেবীরূপে পুজো করার প্রচলন। পালপাড়ার এই পুজোয় নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধি মেনে বিদিতা মুখার্জিকে পুজোর আসনে বসানো হয়। ষোড়শ উপচারে সম্পন্ন হয় কুমারী পুজোর যাবতীয় আচার। পুজো শেষে বহু মানুষ কুমারীকে প্রণাম করেন। কেউ জল ও মিষ্টি খাইয়ে, কেউ শ্রদ্ধা নিবেদন করে দেবীর আশীর্বাদ কামনা করেন। কুমারী পুজোর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুরোহিত সুশান্ত ঘোষাল জানান, মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী রূপে উপলব্ধি করার অন্যতম মাধ্যম হল কুমারী পুজো। ষোড়শ মাতৃকার অন্যতম রূপ কুব্জিকা মায়ের আরাধনার সঙ্গেও এই পুজোর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অষ্টমীকল্পে মণিপুজোর রীতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, ষোড়শ উপচারে কুমারী পুজো সম্পন্ন হয়। তবে এই পুজোর মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মীয় বিধি পালন নয়, মানুষের অন্তরের ভাব ও চেতনাকে জাগ্রত করা। মানুষের মধ্যে শুভবোধ, শ্রদ্ধা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটানোই কুমারী পুজোর অন্যতম তাৎপর্য। কুমারী বিদিতা মুখার্জির মা মৌমিতা মুখার্জি জানান, তাঁর মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরেই কুমারী পুজোয় অংশ নেওয়ার ইচ্ছা ছিল বিদিতার। অবশেষে সেই ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি সে। পুজোর দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্নান করে সমস্ত প্রস্তুতি সেরে নেয় বিদিতা। পুজোর আসনে বসে দেবীরূপে আরাধিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তার কাছে ছিল বিশেষ আনন্দের। পুজো শেষে বহু মানুষ তাকে প্রণাম করেন এবং জল ও মিষ্টি খাইয়ে স্নেহ জানান। মেয়ের এই বিশেষ মুহূর্তে খুশি তার পরিবারও। পালপাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক সৌভিক দত্ত জানান, পালপাড়ায় কুমারী পুজোর ঐতিহ্য বহু বছরের পুরনো। এই পুজোকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে বিশেষ আবেগ রয়েছে। তাঁর কথায়, কোন বালিকাকে কুমারী হিসেবে পুজো করা হবে, তা সাধারণত এক বছর আগেই স্থির করা হয়। অনেক অভিভাবকই তাঁদের মেয়েকে কুমারী পুজোয় অংশগ্রহণ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের আগ্রহ ও প্রত্যাশার বিষয়টি বিবেচনা করেই কমিটির পক্ষ থেকে কুমারী নির্বাচন করা হয়। পালপাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাবেকি ঐতিহ্য ও আড়ম্বরের মেলবন্ধন। প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জায় পুরনো দিনের রীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিসর্জনের শোভাযাত্রাতেও থাকে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা, যা প্রতি বছর দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সড়ক নিরাপত্তার বার্তা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাগনান

সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বাগনান বাসস্ট্যান্ডে বিশেষ প্রচার অভিযান চালাল বাগনান সাব-ট্রাফিক গার্ড। এই অভিযানে বাসযাত্রী, চালক থেকে শুরু করে সাধারণ পথচলতি মানুষকে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। প্রচারের মাধ্যমে বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরা, গাড়িতে সিটবেল্ট ব্যবহার, অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন না চালানো এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি নিরাপদে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেককে দায়িত্বশীল আচরণ করার বার্তা দেওয়া হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানা গিয়েছে।

বাউড়িয়ার আদি জগদ্ধাত্রী পুজোয় ঐতিহ্যের পরম্পরা

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া



স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর পরাধীন ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যখন গোপনে সংগঠিত হচ্ছেন বিপ্লবীরা, সেই উত্তাল সময়েই শক্তির আরাধনায় শুরু হয়েছিল দেবী জগদ্ধাত্রীর পুজো। ইতিহাসের সেই স্মৃতি, লোককথা আর দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন হাওড়ার বাউড়িয়ার বাসুদেবপুর পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয় মানুষের কাছে যা পরিচিত আদি জগদ্ধাত্রী পুজো নামে। চলতি বছরে ১৯৭ বছরে পা দিল এই প্রাচীন পুজো। সময় বদলেছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসেছে, কিন্তু বদলায়নি মায়ের আরাধনাকে ঘিরে গ্রামের মানুষের আবেগ ও নিষ্ঠা। পুজো কমিটির প্রবীণ সদস্য নিরঞ্জন মাইতি জানান, প্রায় ১৯৭ বছর আগে এই অঞ্চলে বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল। তাঁদের হাত ধরেই শক্তির প্রতীক দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু হয়েছিল বলে প্রচলিত বিশ্বাস। সেই ঐতিহ্যকেই বুকে আগলে আজও পুজোর আয়োজন করে চলেছেন এলাকার মানুষ। তাঁর কথায়, একসময় বাউড়িয়া ও আশপাশের এলাকায় জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। বর্তমানে পাঁচলা ও বাউড়িয়া মিলিয়ে ৫০টিরও বেশি পুজো হলেও পশ্চিমপাড়ার এই পুজোই এলাকার আদি পুজো হিসেবে বিশেষ পরিচিতি বহন করে আসছে। পুজো কমিটির সম্পাদক অরূপ চ্যাটার্জি জানান, নবমী তিথিতে শুরু হয় দেবীর আরাধনা। পুজোর অন্যতম আকর্ষণ প্রায় ২০০টি নারকেলের নাড়ু। আগে এখানে কোনও মন্দির ছিল না। পরবর্তীকালে গ্রামবাসীদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই গড়ে ওঠে মন্দির। পুজোকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনও থাকে। গ্রামের বাসিন্দা মমতা প্রামাণিক জানান, এই পুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং গোটা গ্রামের মানুষের আবেগ ও মিলনক্ষেত্র। বিশেষ করে প্রায় ২০০টি নারকেলের নাড়ু তৈরিতে গ্রামের মহিলারা একসঙ্গে হাত লাগান। পুজোর কয়েক দিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় তাঁদের ব্যস্ততা। একদিকে নাড়ু তৈরি, অন্যদিকে পুজোর অন্যান্য প্রস্তুতি; সবেতেই থাকে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। পুজোর শেষ দিনে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন তাঁরা। এরপর দেবীকে বিদায় জানিয়ে ফের শুরু হয় আগামী বছরের অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই ১৯৭তম বর্ষের পুজোকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। মন্দিরে চলছে দেবীপ্রতিমায় শেষ ছোঁয়া, পাশাপাশি রাতদিন এক করে তৈরি হয়ে গিয়েছে পুজোর মণ্ডপ। বিপ্লবীদের হাত ধরে সূচিত হওয়া সেই আরাধনা আজও বহন করছে ইতিহাসের স্মারক, ঐতিহ্যের গর্ব আর গ্রামবাংলার সম্প্রীতির বার্তা। ১৯৭ বছরের সেই দীর্ঘ পথচলাকে উদযাপন করতেই আরও একবার উৎসবের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন বাউড়িয়ার বাসুদেবপুর-পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দারা।

সাইবার প্রতারণার দুই মামলায় উদ্ধার ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা



সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

সাইবার প্রতারণার শিকার দুই ব্যক্তির সম্পূর্ণ টাকা ফেরাতে সাফল্য পেল হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের শ্যামপুর থানা। পুলিশের তৎপরতা ও আইনি প্রক্রিয়ায় দুই পৃথক সাইবার প্রতারণার ঘটনায় মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ফেরত পেলেন প্রতারিতরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনায় সাইবার হেল্প ডেস্কের দ্রুত পদক্ষেপ ও ধারাবাহিক তদারকিতে ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ঘটনায় আদালতের নির্দেশ মেনে প্রতারিত ব্যক্তিকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। দুই ঘটনায় উদ্ধার হওয়া মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট দুই ব্যক্তির হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সাইবার প্রতারণার ঘটনা ঘটলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি সাইবার হেল্প ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

খড়্গপুর আইআইটির ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপনে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়্গপুর

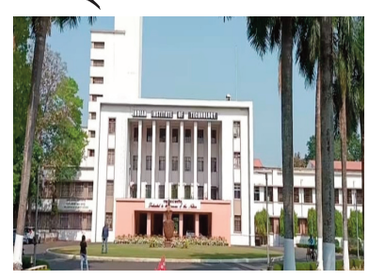

১৯৫১ সালে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় খড়্গপুর শহরে খড়্গ আইআইটি। ১৯৫১ সালের ১৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ১৯৫৬ সালে খড়্গপুর আইআইটি'র প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। সম্প্রতি দেশের প্রথম আইআইটি হিসেবে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের স্বীকৃতি পেয়েছে খড়্গপুর আইআইটি। ২০২১ সালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল বক্তব্য রেখেছিলেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার খড়্গপুর আইআইটির গৌরবময় ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে আগামী ২১ নভেম্বর শনিবার উপস্থিত হবেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একটি বিশেষ স্মারক মুদ্রা উন্মোচন করবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বেশ কিছু ঘোষণা করতে পারে বলে আইআইটি সূত্র জানা গিয়েছে। যার প্রস্তুতি চলছে, জোর কদম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে খড়্গপুর আইআইটি কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ প্রতিটি মিনিট অন্তর করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের নিরাপত্তা সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের সাথে আইআইটি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা হয়েছে। ২১ নভেম্বর শনিবার খড়্গপুর আইআইটির ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে কেন্দ্র করে এখন প্রস্তুতি চলছে জোর কদম।

দুস্থ শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি/কলকাতা



উৎসবের আনন্দকে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে মিলিয়ে এক মানবিক উদ্যোগের বার্তা দিল দ্য সোসাইটি ফর কালচারাল রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজ। দুস্থ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সংস্থার উদ্যোগে পালিত হলো বিজয়া সম্মিলনী ২০২৬। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা সৌজন্য বিনিময় নয়, সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং আগামী প্রজন্মকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার লক্ষ্যেই এই বিশেষ আয়োজন। গত ১৫ নভেম্বর কলকাতার বাঘাযতীনের দেবালয় সভাগৃহে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীত শিল্পী ও সুরকার সৌম্য দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মীদের সামনে সংস্থার পক্ষ থেকে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয়। সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই উদ্যোগের আওতায় নির্বাচিত শিশুদের স্কুলের ফি, বই, খাতা, স্কুলব্যাগ-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের খরচ বহন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট ছোট গ্রামকে চিহ্নিত করে অন্তত ২০ জন শিশুকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের পরিধি আরও বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে বলেও সংস্থার উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১২ নভেম্বর সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে আয়োজিত এক বিশেষ বৈঠকে এই সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়। অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় বর্তমান সমাজের মানসিক পরিস্থিতি, শিশুদের মনস্তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন বিশিষ্টজনেরা। সংস্থার প্রধান মনস্তাত্ত্বিক উপদেষ্টা, সাহিত্যিক ও মনস্তত্ত্ব গবেষক সুমনা বাগচী বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারানোর প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, সুস্থ সমাজ গড়তে হলে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা বাড়ানো এবং বিপদের সময় একে অপরের পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরি। নাট্যবিদ ও অভিনেতা সঞ্জীব সরকার বিজয়া সম্মিলনীর প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই ধরনের মিলনোৎসবের আসল উদ্দেশ্য শুধু পরিচিতদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া নয়, বরং নিঃসঙ্গ, অসহায় ও সমস্যায় থাকা মানুষের পাশে দাঁড়ানো। অন্যদিকে, সংস্থার সাহিত্য ও প্রকাশনা উপদেষ্টা তথা অভিনেতা ও লেখক সন্দীপ চক্রবর্তী শহরের বস্তি অঞ্চল থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে শিশুদের দূরে রেখে সাহিত্য, শিল্প ও সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটানোর ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। কবি, বাচিক শিল্পী ও সমাজকর্মী ঝর্ণা ভট্টাচার্য শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারের পাশাপাশি সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যে শিশুদের একাকিত্ব দূর করতে তাদের মনের কথা শোনা, নিয়মিত পড়াশোনার খোঁজ নেওয়া এবং পুষ্টির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আহ্বান উঠে আসে। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ, গান, আবৃত্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের জন্য একটি ইতিবাচক ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন তিনি।

এদিনের বিজয়া সম্মিলনীতে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতের একাধিক পরিচিত মুখের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে বিশেষ মাত্রা দেয়। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সত্যম মজুমদার ও ভাস্কর ব্যানার্জী, চিত্রনাট্যকার ও কণ্ঠাভিনেতা বিশ্বজিৎ সেন, শিল্প নির্দেশক দেবাশীষ দাস, নৃত্য নির্দেশক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অভিনেতা জয়দীপ মুখার্জি,

উদীয়মান অভিনেতা রণিত রায়, কণ্ঠাভিনেত্রী জয়া চৌধুরী, কবি, অধ্যাপিকা ও সংগীতশিল্পী দীপালী শ্রীবাস্তব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জগজ্জ্যোতি মণ্ডল এবং অভিনেতা অরূপ গাঙ্গুলী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

সাইবার প্রতারণা, লিলুয়া থেকে গ্রেপ্তার ব্যক্তি

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
সোনামুখী



সাইবার প্রতারণার অভিযোগে হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত পিয়ারাবাগান এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশের অধীন সোনামুখী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম রাজু সামন্ত। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, মোবাইল ফোনে সাধারণ মানুষকে যোগাযোগ করে তাঁদের জমিতে মোবাইল টাওয়ার বসানোর প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হতো। এই ঘটনায় সোনামুখী থানায় একটি সাইবার প্রতারণার মামলা রুজু হয়। মামলার তদন্তে নেমে তদন্তকারী আধিকারিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অভিযুক্তের পরিচয় ও অবস্থান শনাক্ত করেন। এরপর গতকাল রাতে সোনামুখী থানার পুলিশের একটি দল হাওড়ার লিলুয়া থানার অন্তর্গত পিয়ারাবাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং প্রতারণার অর্থের লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।



Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 8

শব্দবাজি ও ডিজে নিয়ে কার্তিক পুজোয় কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি জেলা পুলিশ সুপারের

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া



বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপারের দাবি কালীপুজোর বিসর্জনে ব্যাপক শব্দবাজি ও ডিজে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল সোনামুখীতে। সাধারণ মানুষের অসুবিধার পাশাপাশি এক শিশু আহত হওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। এবার কার্তিক পুজোয় যাতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করতে তৎপর বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে জরুরি সমন্বয় বৈঠক করলেন জেলা পুলিশ সুপার।

বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পৌরশহর সোনামুখী কালী ও কার্তিক পুজোর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। দুর্গাপুজোর তুলনায় এই দুই পুজোকে ঘিরেই শহরে উন্মাদনা থাকে অনেক বেশি। বিশেষ করে বিসর্জনের সময় আতশবাজি প্রদর্শন দেখতে সোনামুখীর চৌরাস্তার মোড়ে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়। তবে জেলা পুলিশ সুপারের অভিযোগ, এবারের কালীপুজোর বিসর্জনে একাধিক জায়গায় ব্যাপক শব্দবাজি ফাটানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ডিজেও বাজানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যার বহুক পাশাপাশি এক শিশু আহত হয়েছে বলেও জানান পুলিশ সুপার। এই পরিস্থিতিতে কার্তিক পুজোয় শব্দবাজি ও ডিজের ব্যবহার বন্ধ করতে গতকাল রাতে কার্তিক পুজো কমিটিগুলির উদ্যোক্তাদের নিয়ে বিশেষ সমন্বয় বৈঠক করে জেলা পুলিশ। বৈঠকে পুলিশ সুপার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ শব্দবাজি ফাটালে বা ডিজে বাজালে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, পুলিশের এই কড়া অবস্থানে মন খারাপ পুজো উদ্যোক্তা। তাঁদের দাবি, সোনামুখীতে কালী ও কার্তিক পুজোর বিসর্জনে আতশবাজি ফাটানোর রীতি বহু বছরের পুরনো। এই ঐতিহ্য দেখতে প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ ভিড় জমান। তাই সম্পূর্ণভাবে বাজি বন্ধ না করে, আইন ও পরিবেশবিধি মেনে নিয়ন্ত্রিতভাবে আতশবাজি ফাটানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। পুজো উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, শব্দবাজি ও নিষিদ্ধ ডিজে ব্যবহারের পক্ষে তাঁরা নন। তবে আইন মেনে আতশবাজি প্রদর্শনের সুযোগ না থাকলে সোনামুখীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে আঘাত লাগবে। সব মিলিয়ে কার্তিক পুজোকে ঘিরে এখন সোনামুখীতে একদিকে ঐতিহ্য রক্ষার দাবি, অন্যদিকে শব্দদূষণ ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের কড়া অবস্থান;দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হয়, সেটাই এখন দেখার।

ঋণের দায়ে ডুবল সুপিয়ানের ‘জাহাজবাড়ি’



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তমলুক

নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেতা শেখ সুপিয়ানের বিলাসবহুল ‘জাহাজবাড়ি’র প্রতীকি দখল নিল কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। ৫৮ লক্ষ টাকার বেশি ঋণখেলাপির দায়ে ব্যাঙ্ক আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে দখল নোটিস সাঁটিয়ে দিয়েছেন। ব্যাঙ্কের আধিকারিক চঞ্চল দাস জানান, সুপিয়ান বাড়ি তৈরির জন্য ২৫ লক্ষ ও ট্রলার কেনার জন্য ২৭.৫ লক্ষ টাকার দু'টি ঋণ নিয়েছিলেন এবং দু'টিতেই তিনি খেলাপি। ট্রলারের ঋণের সামান্য অংশ শোধ করলেও সুদ সমেত ব্যাঙ্কের মোট পাওনা দাঁড়িয়েছে ৫৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৪৩ টাকা।

গত আগস্ট মাসে ডিমান্ড নোটিস গ্রহণ করেও টাকা জমা না দেওয়ায় মঙ্গলবার নিয়ম মেনে সম্পত্তির প্রতীকি দখল নেয় ব্যাঙ্ক।

সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতেই এই নোটিস, ফলে তিনি আর এই সম্পত্তি কাউকে হস্তান্তর বা বিক্রি করতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের এই দাপুটে নেতার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে এবং এর আগে পুলিশও তাঁর এই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল, এবার বিপুল ঋণখেলাপির জেরে তিনি ফের বিতর্কে জড়ালেন।

নবান্নে কুড়মি-বৈঠক, ডাক পেলেন না অনুপরা

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল
পুরুলিয়া

আগামী ২০ নভেম্বর নবান্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কুড়মি সমাজের নেতারা। আগে এই বৈঠক ১৭ তারিখ হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা পুরুলিয়ার বাসিন্দা শশাঙ্কশেখর মাহাত। তবে সেই দিনক্ষণ যে বদলেছে তা নিশ্চিত করেছেন তিনি। আদিবাসী কুড়মি সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তরুণ মাহাত জানান, ১৭ তারিখের বদলে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি আগামী ২০ নভেম্বর হবে। এই বৈঠক প্রসঙ্গে তরুণবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠক আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণের বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী। তিনি আরও জানিয়েছেন, ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে তিনি নিজে এবং বেলপাহাড়ির বাসিন্দা শশধর মাহাত এই বৈঠকে থাকবেন।

শশধরবাবু সংগঠনের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এবং একসময় চিনে অধ্যাপনা করতেন। তরুণবাবু জানান, সমস্ত জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা থাকবেন, সব মিলিয়ে কুড়মিদের প্রায় ১২-১৩ জন প্রতিনিধি ওইদিন নবান্নে উপস্থিত থাকবেন, যাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি শশাঙ্কশেখর মাহাতও অবশ্যই থাকবেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যসচিব ও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। জঙ্গলমহলের উন্নয়ন, কুড়মিদের এসটি তালিকাভুক্ত করা, ভাষা এবং ধর্মীয় কোডের মতো বহু প্রতীক্ষিত সামাজিক দাবিগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা হবে সেখানে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দাবির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল বলে মনে করছে কুড়মি সমাজ। তবে কুড়মিদের এসটি দাবির বিরোধিতা করা অন্যান্য আদিবাসী সংগঠনগুলিকে নিয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন নেতারা। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে ডাক পায়নি কুড়মিদের অন্য একটি সংগঠন। ওই সংগঠনের মহামোড়ল অনুপ মাহাত ফোনে জানিয়েছেন যে, তাঁদের এই বৈঠকে ডাকা হয়নি। তবে বৈঠক প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, কুড়মিদের উন্নয়নকল্পে যদি কাজ হয়, তবে তা হোক।

গ্রাম বাংলার চাষীদের মুঠ পরব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর



বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। মুঠ পরব বাঙালি একটি প্রাচীন চিরচারিত প্রথা। গ্রাম বাংলায় কৃষক সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় উৎসব হলো মুঠ পরব। সাধারণত

কার্তিক মাসের শেষ দিনে বা সংক্রান্তির তিথিতে ও অগ্রহায়ন মাসের প্রথম দিন মুঠ পরব আয়োজিত হয় গ্রামবাংলায়। মন্তেশ্বর এলাকার চাষীরা জ্যোতির্ময় মন্ডল, পার্থ দে, বিশ্বজিৎ প্রামানিক-রা জানান, চাষিরা আমন ধান চাষ করার পরে এই মুঠ পরবের মাধ্যমে চাষের জমিতে কাস্তের দ্বারা অল্প পরিমাণ গাছ সহ ধান কাটার মধ্য দিয় শীতের শুরুতে আমন ধান কাটা আরম্ভ করেন চাষীরা। এটি একটি বাঙালির তথা চাষীদের প্রাচীন চিরচারিত প্রথা বলে জানান তাঁরা। এই পরব উপলক্ষে কৃষকেরা শুদ্ধবস্ত্র পড়ে কাস্তে দিয়ে চাষের জমি থেকে অল্প পরিমাণ গাছসহ ধান কেটে নতুন বস্ত্র দ্বারা সেই ধান গাছকে জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপরে মহিলারা গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেই ধানকে শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে বাতাসা পান সুপারির মাধ্যমে বরণ করে ঘরে তোলেন। সেই ধান লক্ষ্মী রূপে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হয় বাঙালির তথা কৃষক সম্প্রদায়ের ঘরে-ঘরে বলে জানা যায়।

নিখরচায় সফরের গেরো!

জোড়া বুকিং আর যত্রতত্র বাসে উঠে মহিলাদের ‘দিদিগিরি’ ঝাড়গ্রামে



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

গত জুন মাস থেকে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে যাতায়াত সম্পূর্ণ নিখরচা করেছে সরকার। কিন্তু সেই বিনামূল্যের পরিষেবাই এখন রীতিমতো মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবহণ কর্মীদের। অভিযোগ, নিখরচায় যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে কলকাতা-ঝাড়গ্রাম রুটের দূরপাল্লার সরকারি বাসে বিস্তর ‘দিদিগিরি’ চালাচ্ছেন মহিলা যাত্রীদের একাংশ। একটি ফোন নম্বর থেকে যথেচ্ছ টিকিট কাটার সুযোগ থাকায়, একই দিনে একাধিক রুটে সিট বুক করে রাখছেন তাঁরা। উঠছেন একটিতেই, অথচ বাকি বুকিং বাতিল করছেন না। আবার অনেকে কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামের টিকিট কেটে মাঝপথে মেদিনীপুর থেকে বাসে উঠছেন, অথবা কোলাঘাটের টিকিট কেটে নেমে যাচ্ছেন পাঁচলায়। ফলে খাতায়কলমে বাস ভর্তি থাকলেও বাস্তবে ফাঁকা সিট নিয়েই গন্তব্যে ছুটছে বাস। সাধারণ যাত্রীরা টিকিট পাচ্ছেন না, আর লোকসানের বহর বাড়ছে সরকারি কোষাগারের। মাঝপথ থেকে বাসে উঠে ফাঁকা সিটে বসে থাকা যাত্রীদের জোর করে তুলে দেওয়ার অভিযোগও উঠছে ওই মহিলাদের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গেই রয়েছে স্টপেজ ছাড়াই যত্রতত্র হাত দেখিয়ে বাস থামানোর আবদার। বাস না থামালে কিংবা কেউ সিট ছাড়তে না চাইলে সরাসরি উপরমহলে অভিযোগ জানানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

ট্রেনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে টিকিট কাটার নির্দিষ্ট সীমা থাকলেও সরকারি বাসের বুকিংয়ে সেই রাশ না থাকাতেই এই লাগামছাড়া অপব্যবহার চলছে বলে মনে করছেন কর্মীরা। যাত্রীদের এই নিত্যদিনের অশান্তি ও হুমকির জেরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেও সুরাহা না মেলায় কার্যত আতঙ্কেই দিন কাটছে ঝাড়গ্রাম ডিপোর কন্ডাক্টর ও চালকদের।

মুখ্যমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল! মৌশুনীতে মুড়িগঙ্গার চর কেটে রমরমিয়ে অবৈধ বালির কারবার

সকালের শিরোনাম
সুদেষ্ণা মন্ডল
মৌশুনীদ্বীপ



মুখ্যমন্ত্রীর বারবার হুঁশিয়ারি, অবৈধ বালি উত্তোলন ও কারবার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসনকে একাধিকবার কড়া নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই নির্দেশের পরেও কি বন্ধ হয়েছে অবৈধ বালির কারবার? দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের মৌশুনীর পরিস্থিতি ঘিরে উঠছে এমনই প্রশ্ন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যেই চলছে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন এবং বিক্রির কারবার। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অন্তর্গত মৌশুনী এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর মাঝখানে জেগে ওঠা চর থেকে দিনের আলোতেই কাটা হচ্ছে বালি। এরপর সেই বালি ট্রলারে করে নদীপথে নিয়ে এসে বিক্রি করা হচ্ছে। এই কারবারে মা বর্গভীমা নামের একটি ট্রলার ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। নদীর চর থেকে এভাবে বালি তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দিনের পর দিন এমন কাজ চলছে? নদীর চর থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের অভিযোগ সত্যি হলে, তার বিরুদ্ধে কেন এখনও দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না? এই কারবারের পিছনে কোনও অসাধু চক্র কাজ করছে কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এই ঘটনায় সরব হয়েছে সিপিআইএম। তাদের অভিযোগ, শুধু বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই নয়, এর পিছনে প্রভাবশালী মহলের মদতও থাকতে পারে। প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে প্রকাশ্যে বালি তোলা এবং বিক্রি চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাম নেতৃত্ব। অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করে অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে তারা। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শেখ হাবিব আলী বলেন, ক্ষমযেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে যে অবৈধভাবে বালি তোলা যাবে না, সেখানে কীভাবে অবৈধভাবে বালি উঠছে?

> অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যেই চলছে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন এবং বিক্রির কারবার। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অন্তর্গত মৌশুনী এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর মাঝখানে জেগে ওঠা চর থেকে দিনের আলোতেই কাটা হচ্ছে বালি। এরপর সেই বালি ট্রলারে করে নদীপথে নিয়ে এসে বিক্রি করা হচ্ছে। এই কারবারে মা বর্গভীমা নামের একটি ট্রলার ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ প্রশাসন কেন চুপ করে রয়েছে? তাহলে কি শাসকদলের মদতেই চলছে এই অবৈধ বালির কারবার?ক্ষ্ম তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনের উচিত দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। অন্যদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা নারায়ণ পড়্যা বলেন, বিষয়টি আমাদের জানা নেই। যদি কোনও ব্যক্তি অবৈধভাবে বালি তুলে থাকেন, তাহলে প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অন্যদিকে, সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, আমাদের একটু সময় দিন। অবৈধ কোনও কাজ আমাদের সরকার চলতে দেবে না। শুধুমাত্র বৈধ কাজই চলবে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর অবৈধ বালি কারবার বন্ধের নির্দেশ, অন্যদিকে মৌশুনীতে নদীর চর থেকে বালি উত্তোলন ও বিক্রির অভিযোগ। দুইয়ের মাঝে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, ট্রলারের মাধ্যমে বালি পরিবহণ বন্ধ হয় কি না এবং এই কারবারের সঙ্গে কারা যুক্ত, সেদিকেই নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

কুম্ভের সমতুল্য হবে ২০২৭এর গঙ্গাসাগর মেলা

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
গঙ্গাসাগর



২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই রাজ্যজুড়ে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের আমলে এটিই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলা। ফলে এই মেলাকে ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে প্রশাসন একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। এরই মাঝে মেলা নিয়ে বড়সড় আশার কথা শোনালেন শ্রী পঞ্চদশনাম জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রবধানন্দ জি মহারাজ। তাঁর দাবি, আগামী বছরের মেলায় বিগত সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দ্বিগুণ পুণ্যার্থীর সমাগম হবে এবং ব্যবস্থাপনা ও গরিমায় তা কুম্ভ মেলার সমতুল্য হয়ে উঠবে। আসন্ন মেলার প্রাক-প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে এসে গঙ্গাস্নান ও কপিলমুনি মন্দিরে বিশেষ পুজো দেন স্বামী প্রবধানন্দ। এরপর মন্দির প্রাঙ্গণে সাধু-সন্তদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মেলার সার্বিক প্রস্তুতি ও সাধুদের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রবধানন্দজী বলেন, দীর্ঘকাল পর বাংলায় সনাতনী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গঙ্গাসাগর মেলাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন, তাতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য তীর্থযাত্রী উপকৃত হবেন। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেবল বাংলার নয়, বরং দেশের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বিশ্বমানের পরিকাঠামো, যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পক্ষে সওয়াল করেন। অন্যদিকে, মেলা চলাকালীন কপিলমুনি মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় মাছ-মাংস বিক্রি বন্ধের জল্পনা নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। স্বামী প্রবধানন্দ জানান, বাংলার মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে মাছ-ভাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সাগরদ্বীপের বহু মানুষের প্রধান জীবিকাই হলো মৎস্য শিকার। ফলে মাছ-মাংস বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ হলে স্থানীয় প্রান্তিক মানুষের রুজি-রুটিতে বড়সড় আঘাত আসবে। মাছ-মাংস বিক্রি হলেই তীর্থক্ষেত্র অপবিত্র হয়ে যায়;এমন ধারণার বিরোধিতা করে তিনি যুক্তি দেন যে, বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় পরম্পরায় বহু দেবদেবীর পুজোয় মাছ-মাংস ভোগ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তাই ধর্মীয় ভাবাবেগের পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি ও মানুষের জীবিকার কথা মাথায় রেখে এই সংবেদনশীল বিষয়ে কোনো একতরফা সিদ্ধান্ত না নেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেন তিনি। সব মিলিয়ে, প্রশাসনিক তৎপরতা ও সাধু-সন্তদের এই ইতিবাচক বার্তায় ২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ এখন তুঙ্গে।

অন্ডালে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ২০০ কেজি গাঁজা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

মাদকের কারবারে রাশ টানতে ফের বড়সড় সাফল্য আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের। গোপন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অন্ডাল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। বিপুল পরিমাণ এই মাদক উদ্ধারের ঘটনায় দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান, নগদ টাকা এবং তিনটি মোবাইল ফোন। সব মিলিয়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খনি অঞ্চলে মাদক পাচারের চক্র নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৭ নভেম্বর গোপন সূত্রে মাদক পাচারের খবর পেয়ে অন্ডাল থানা এলাকায় বিশেষ অভিযানে নামে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের একটি দল। পরিকল্পনামাফিক তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে মাদকের এই বিপুল চালান। উদ্ধার হয় প্রায় ২০০ কেজি গাঁজা। ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় দু'জনকে। পাশাপাশি পাচারের কাজে ব্যবহৃত বলে সন্দেহ করা একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান, নগদ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা।

১০-১৫ দিনের প্রচেষ্টায় মূর্তি তৈরি, কোন ডাইস ছাড়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

রায়পুরের দুর্গা প্রতিমা সারা ভারতে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিলো। সেই প্রতিমার আদলে জগদ্ধাত্রী মূর্তি গড়ে সারা ফেললেন কালনার শিল্পী তাপস পাল। মূর্তিটি তৈরি হতে না হতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসছেন মোবাইল দিয়ে ছবি তুলছেন। বিভিন্ন ধরনের মূর্তি করে এর আগে সারা ফেলে ছিলেন শিল্পী তাপস পাল। এর আগে কিউট সরস্বতী-গণেশ তৈরি করে নজর কেড়েছিলেন সকলের। এই বছর তার দুর্গা গেছে ইংল্যান্ডে। সারা ভারতে সাড়া ফেলেছিল রায়পুরের দুর্গা প্রতিমা, আর তারই আদলে হাওড়া থেকে একটি ক্লাব জগদ্ধাত্রী মূর্তি বরাত দেয় শিল্পী তাপস পাল কে। ১০-১৫ দিনের প্রচেষ্টায় মূর্তিটি তৈরি করেছেন, সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে কোন ডাইস ছাড়া। এই মূর্তি তৈরীর খবর পেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসছেন ছবি তুলছেন। শিল্পী তাপস পাল জানান, নতুনত্ব কাজ করার নেশা, হাওড়া বাউরিয়া থেকে অর্ডার দেয় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা করবার জন্য। তখন রায়পুরের মা দুর্গার প্রতিমার আদলে করতে বলেন, তাই তিনি চেষ্টা করেছেন তার

মতন করে কাজ করার। এর আগেও বিভিন্ন জায়গা থেকে তার কাজের জন্য বাইরে বিদেশ থেকেও কাজের অর্ডার এসেছে।

একটু অভিনবত্ব কাজ করতে তার ভীষণ ভালো লাগে। পরিবারের সকলেই তার সাথে কাজে হাত লাগায়। নতুনত্ব কিছু করার স্বপ্ন দেখেন শিল্পী।



CEE PEE
Engineering Works
DURGAPUR





All types of Febrication works

NASSER AVENUE
DURGAPUR
PASCHIM BARDHAMAN

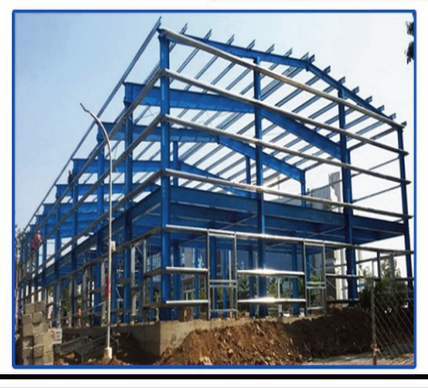

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 9

জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে বিধায়ক অরিজিৎ



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাবনি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে সালানপুর ব্লকের হরিসাডি গ্রামে মাতৃভূমি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায় ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে পুজো মন্ডপের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি বাবন মণ্ডল, সহ-সভাপতি সুজিত মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক চিন্ময় তেওয়ারি সহ কমিটির সমস্ত সদস্যরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক অরিজিৎ রায় বলেন, রাজ্যে বর্তমানে সনাতনীদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে ধর্মীয় উৎসব পালনে কোনো বাধা নেই। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, গত বছর এই পুজো কমিটির সদস্যদের নানাভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তবে এবারের দুর্গাপূজা, কালীপূজা, ছট, দীপাবলি এবং বর্তমান জগদ্ধাত্রী পুজোর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ প্রকৃত পরিবর্তনের স্বাদ পেয়েছেন।

তিনি বিগত সরকারের সমালোচনা করে বলেন, যে সরকার একসময় মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তুলেছিল, আজ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাদেরকেই সেই প্রিজন ভ্যানে উঠতে হচ্ছে।

বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, আমি শুধুমাত্র একজন বিধায়ক হয়ে থাকতে চাই না।

বরং বারাবনি বিধানসভার প্রতিটি মানুষের ঘরের ছেলে হয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করতে চাই। বিধায়কের এই কথায় স্থানীয় পুজো কমিটি ও এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

সন্দেশখালি-১ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে ১৬ সদস্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সন্দেশখালি



সন্দেশখালি-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে বড়সড় রাজনৈতিক পালাবদলের দাবি করলো এনসিপিআই। ২৩ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েত সমিতির ১৬ জন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগদান করেছেন বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

কসবার এনসিপিআইয়ের মুখ্য দলীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান এনসিপিআইয়ের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার কো-অর্ডিনেটর মন্টু হাজি।

এই যোগদানকে ঘিরে বসিরহাটের সন্দেশখালির রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ২৩ আসনের পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৬ জন সদস্যের দলবদলে স্থানীয় রাজনীতির সমীকরণে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বিশেষ করে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও সাংগঠনিক শক্তির ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে।এনসিপিআই নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল ছেড়ে আসা জনপ্রতিনিধিরা তাদের দলে যোগ দেওয়ায় সন্দেশখালিতে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।অন্যদিকে, এই দলবদল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির রাজনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দলীয় সমীকরণ নিয়ে আলোচনা চলছে। তার মধ্যেই পঞ্চায়েত সমিতির ১৬ জন সদস্যের দলবদলের এই দাবি নতুন রাজনৈতিক তাৎপর্য তৈরি করেছে। তবে দলবদলের ফলে পঞ্চায়েত সমিতির আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক অবস্থান বা ক্ষমতার সমীকরণে কী পরিবর্তন ঘটবে, তা স্পষ্ট হবে পরবর্তী পরিস্থিতিতে।

৬৮-তে নতুন ইনিংস, শিক্ষকতা শেষে আইনজীবী

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব সরকার
বাদুড়িয়া



কথায় আছে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। ৬৮ বছর বয়সে এসে অনেকেই জীবনের ব্যস্ততা থেকে অবসর নেন। কিন্তু বাদুড়িয়ার সোহরাব হোসেনের কাছে অবসর মানেই থেমে যাওয়া নয়, বরং নতুন করে পথচলা শুরু করা। দীর্ঘ ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবন শেষ করে ২০২১ সালে সরকারি নিয়মে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু মনের মধ্যে লালিত একটি স্বপ্ন তখনও অপূর্ণ ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ করতেই ৬২ বছর বয়সে ফের ছাত্রজীবনে ফিরে যান। আর ৬৮ বছর বয়সে এসে এলএলবি পরীক্ষায় ৮২.৮৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে নজির গড়লেন বসিরহাটের বাদুড়িয়ার এই প্রবীণ শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল সোহরাব হোসেনের। ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে প্রাণিবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এরপর ১৯৮৫ সালে স্বরূপনগর ব্লকের বিথারী কে পি হাইস্কুলে সহশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। শিক্ষকতার পাশাপাশি পড়াশোনার ধারাও বজায় রেখেছিলেন। দূরশিক্ষার মাধ্যমে প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ১৩ বছর বাদুড়িয়ার মাদ্রা হাজের আলি স্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২১ সালে অবসর গ্রহণের পরও নিজেকে গুটিয়ে নেননি তিনি। সাহিত্যচর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা এবং লেখালেখির পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। বর্তমানে চেতনা ও আলোর অন্বেষণে নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতার সংকলন সোনালী সকাল। তবে এত কিছুর মধ্যেও আইন নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা তাকে তাড়া করে বেড়াত। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে ২০২৩ সালে কলকাতার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি কোর্সে ভর্তি হন। বয়সের বাধা, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে একই শ্রেণিকক্ষে বসে পড়াশোনা এবং দীর্ঘদিন পর পরীক্ষার প্রস্তুতি;কোনও কিছুই তার লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অবশেষে ৮২.৮৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে এলএলবি পাশ করেন তিনি। বর্তমানে বারাসত জেলা আদালতে নিয়মিত আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছেন। পাশাপাশি আইন নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে আইন বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছাও রয়েছে তার। নিজের এই দীর্ঘ শিক্ষাযাত্রা সম্পর্কে সোহরাব হোসেনের বক্তব্য, নেলসন ম্যান্ডেলার শিক্ষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, যা দিয়ে পৃথিবী পরিবর্তন করা সম্ভব;এই উক্তিতে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। তার কথায়, শিক্ষকরা সমাজ গড়ার কারিগর। তাই সরকারি নিয়মে ৬০ বছর বয়সে অবসর নিতে হলেও শেখা ও শেখানোর কোনও অবসর হয় না। প্রতিটি মানুষেরই উচিত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নতুন কিছু শেখার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ছিলেন শ্রেণিকক্ষের প্রবীণতম পড়ুয়াদের একজন। তার শিক্ষকরা বয়সে তার চেয়ে অনেকটাই ছোট হলেও পড়াশোনার সূত্রে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বয়স যে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নয়, সেই অভিজ্ঞতাই তাকে আরও উৎসাহিত করেছে। তার এই পথচলায় মুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও। মাদ্রা হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী সৌমি সুলতানার কথায়, সোহরাব স্যার অত্যন্ত ভালো জীবনবিজ্ঞান পড়াতেন। পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিও পড়াতেন। শিক্ষক হয়েও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। কখনও তাদের দূরত্ব অনুভব করতে দেননি। বাদুড়িয়া এলএমএস হাইস্কুলের সহশিক্ষক তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মাধ্যমিকের কনভেনার বিশ্বজিৎ ঘোষও সোহরাব হোসেনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তার মতে, সোহরাববাবু একজন দক্ষ প্রধান শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। অবসরের পরেও নতুন করে পড়াশোনা শুরু করে যে দৃষ্টান্ত তিনি তৈরি করেছেন, তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার। ৬৮ বছর বয়সে আইনজীবী হিসেবে নতুন পরিচয়ে পথচলা শুরু করলেও থেমে থাকার ইচ্ছা নেই সোহরাব হোসেনের। কবি সুনির্মল বসুর ভাবনাকে সঙ্গী করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সবার আমি ছাত্র হয়েই বেঁচে থাকতে চান তিনি। তার জীবন যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিল, স্বপ্ন পূরণের জন্য বয়স কোনও শেষ সীমা নয়, ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায়ই আসল।

বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে বন্দিদের তোলাবাজির অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট



বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারের ভিতরে বন্দিদের একাংশের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ভয় দেখানো ও শারীরিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠল। জেলের ভিতরে প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ বন্দিদের কাছ থেকে লক্ষ-লক্ষ টাকা আদায়ের পাশাপাশি টাকা দিতে না পারলে তাদের দিয়ে শৌচাগার পরিষ্কার করানো, মারধর এবং অন্য সংশোধনাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় সংশোধনাগারের কয়েকজন আধিকারিকের মদত থাকারও অভিযোগ করেছেন তিন প্রাক্তন বন্দি। তাদের দাবি, জেলের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে চলত এই তোলাবাজির কারবার। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে বসিরহাট পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তারা। অভিযোগকারীদের দাবি, বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে দীর্ঘদিন ধরেই কয়েকজন বন্দি নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে কার্যত সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা চালাচ্ছেন। নতুন কোনও বন্দি সংশোধনাগারে এলেই তাকে নানা সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হতো। বিনিময়ে দাবি করা হত মোটা টাকা। যারা টাকা দিতে পারতেন, তাদের জন্য মিলত বিশেষ সুবিধা। আর যারা টাকা দিতে পারতেন না, তাদের উপর নেমে আসত নানা ধরনের অত্যাচার। কখনও জোর করে শৌচাগার পরিষ্কার করানো, কখনও মারধর, আবার কখনও ভয় দেখিয়ে অন্য সংশোধনাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তিন প্রাক্তন বন্দির অভিযোগ, এই গোটা ব্যবস্থার পিছনে সংশোধনাগারের কয়েকজন আধিকারিকের প্রশ্রয় ছিল। এমনকী, আদায় করা টাকার একটি বড় অংশ আধিকারিকদের কাছেও পৌঁছত বলে অভিযোগ। সংশোধনাগারের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বাইরে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি নিজেদের প্রভাব বিস্তার করত অভিযুক্ত বন্দিরা। অভিযোগপত্রে মোশারফ মণ্ডল নামে এক বন্দির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ, সে নিজেকে কার্যত দ্বিতীয় জেলার বলে পরিচয় দিত। কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সাধারণ বন্দিদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতো। বন্দিদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে বাইরে পুলিশ, ভিতরে মোশারফ;এই কথাও প্রচার করা হত বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের সমর্থনে নিজের জেলজীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন আবুল হোসেন মোল্লা। সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে জামিনে মুক্ত আবুলের দাবি, বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে থাকার সময় তার কাছেও ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৩০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাকি টাকা দিতে না পারায় তাকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। আবুলের দাবি, প্রায় সাড়ে দশ মাস জেলে থাকার মধ্যে তিন মাস তিনি বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে ছিলেন। সেখানে বন্দিদের উপর তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় তাকে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল। তার কথায়, প্রতিবাদ করার পর জেলার তাকে ডেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ না খোলার পরামর্শ দেন। অন্যথায় দমদম সংশোধনাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। অভিযোগ, কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে দমদমে স্থানান্তরিত করা হয়। আবুলের আরও দাবি, যারা টাকা দিতে পারতেন, তারা জেলের ভিতরে ভিআইপি বন্দির মতো সুবিধা পেতেন। আর টাকা দিতে না পারা বন্দিদের উপর চলত অত্যাচার। তিন প্রাক্তন বন্দির দাবি, সংশোধনাগারের ভিতরে বন্দিদের নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাদের, তাদেরই একাংশের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি। অভিযুক্ত বন্দি ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারের জেলার গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তার বক্তব্য, সংশোধনাগারে এমন কোনও ঘটনার খবর তাদের কাছে নেই। পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে থাকলে তিনি বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে পারেন। তার দাবি, সংশোধনাগারের বন্দিরা ভালোই রয়েছেন। বন্দির সংখ্যা বেশি থাকার কারণে অনেক সময় প্রশাসনিক প্রয়োজনে তাদের অন্য সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করতে হয়। তবে তিন প্রাক্তন বন্দির এই লিখিত অভিযোগ ঘিরে বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারের ভিতরের নিরাপত্তা, বন্দিদের অধিকার এবং প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগের সত্যতা তদন্তে কতটা উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর।

টাকি পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
টাকি

বসিরহাটের টাকি পৌরসভায় ফের রাজনৈতিক উত্তাপ। পৌরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার উদ্যোগ নিলেন একদল কাউন্সিলর। বিশেষ বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে পৌরসভায় আবেদন ৯ কাউন্সিলরের। আর্থিক অনিয়ম ও নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ। মঙ্গলবার, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বিশেষ বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে পৌরসভায় লিখিত আবেদন জমা দিলেন ৯ জন কাউন্সিলর। আবেদনপত্রে তাদের অভিযোগ, পৌরসভায় আর্থিক অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নাগরিক পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থতার কারণে চেয়ারম্যানের উপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না তারা। টাকি পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া ওই আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩-এর ১৮(৩) ধারা এবং ১৯৯৫ সালের সংশ্লিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধির উল্লেখ করা হয়েছে।আবেদনকারীদের দাবি, নির্বাচিত কাউন্সিলরদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্যের সমর্থনে এই বিশেষ বৈঠক ডাকার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে আবেদনপত্রে মোট ৯ জন কাউন্সিলর স্বাক্ষর করেছেন। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তালিকায় রয়েছে একাধিক বিষয়। আবেদনকারীদের দাবি, পৌরসভার বিভিন্ন কাজের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। অনুমোদন ছাড়া তহবিলের অর্থ অন্য খাতে খরচ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, জল জমার সমস্যা, রাস্তার আলো এবং পানীয় জল পরিষেবার অবনতির অভিযোগও তোলা হয়েছে। শুধু আর্থিক অনিয়ম কিংবা নাগরিক পরিষেবার ব্যর্থতাই নয়, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাউন্সিলরদের কাছ থেকে সরকারি নথি গোপন রাখার অভিযোগও তুলেছেন আবেদনকারীরা। তাদের বক্তব্য, পৌরসভার বোর্ডের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে একতরফা ভাবে পৌর প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। আবেদনপত্রে বিশেষ বৈঠক ডেকে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আইন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বৈঠক ডাকার আর্জি জানিয়েছেন কাউন্সিলররা। আবেদনটির প্রতিলিপি জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং টাকি পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছেও পাঠানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, টাকি পৌরসভাকে ঘিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আগেও প্রকাশ্যে এসেছে। পৌরসভার আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সিআইডি তদন্ত এবং নথি সংগ্রহের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। তারই মধ্যে এবার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ৯ কাউন্সিলরের অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ায় টাকি পৌরসভার অন্দরমহলের রাজনৈতিক সমীকরণ নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। আবেদনটি পাওয়ার পর পৌর কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করে এবং বিশেষ বৈঠক কবে ডাকা হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে বিজেপির জেলা সভাপতি

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব সরকার
টাকি



বসিরহাটের টাকীতে আমরা ক'জন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি তারক ঘোষ এবং টাকি পৌর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রঞ্জিত ঘোষ। পুজোকে কেন্দ্র করে ক্লাব প্রাঙ্গণে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতি ছিল। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হয়। পুজোকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অনাথ আশ্রমে বসিরহাটের যুবদের বিজয়া সম্মিলনী



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

অনাথ আশ্রমের শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিল বসিরহাট সুকৃতি ফাউন্ডেশন। বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এদিন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা অনাথ আশ্রমের ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান। শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা। উৎসবের আনন্দ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা নিয়েই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া, তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের পাশে থাকার এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানবিকতার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরল বসিরহাট সুকৃতি ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতাকে সঙ্গী করেই আগামী দিনেও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে তাদের।

বহুতলে মদের আসরে চললো গুলি, গ্রেপ্তার ১

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া



হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার শৈলেন্দ্র বসু রোডে একটি বহুতলের ছাদে মদের আসরকে কেন্দ্র করে গুলিচালনার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ঘটনায় কুশল জয়সওয়াল নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁর পায়ে গুলি লাগে। তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ওই বহুতলের বাসিন্দা রোহিত চৌধুরীর কাছে কুশল-সহ কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন। এরপর বহুতলের ছাদে বসেছিল মদের আসর। সেই সময় কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, বচসার মাঝেই প্রথমে শূন্যে পরপর দু'রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এরপরই গুলিবিদ্ধ হন কুশল। আচমকা এই গুলিচালনার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত, হাসপাতাল মারফতই খবর পায় পুলিশ। যদিও পুলিশ আসার আগেই রোহিত ও কুশলের অন্যান্য সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ রোহিতকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় কুশলের বক্তব্যও রেকর্ড করা হয়েছে। ধৃত রোহিতের দাবি, কুশল নিজেই গুলি চালিয়েছিল। এরপর অসাবধানতাবশতঃ বসতে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছুটে তার পায়ে লাগে। তবে রোহিতের এই বক্তব্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পলাতকদের খোঁজ চলছে। কি নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছিল তাও দেখা হচ্ছে। তাদের মধ্যে কারও সেখানে জন্মদিনের পার্টি চলছিল কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ওই বিল্ডিং ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশকে বলা হয়েছে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে। এই ব্যাপারে পুলিশকে সম্পূর্ণ ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাওড়াকে সুরক্ষিত রাখতে পুলিশকে আরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনায় জড়িত বাকিরা পলাতক বলে জানা গিয়েছে। কী কারণে মদের আসর থেকে এমন বচসা এবং শেষ পর্যন্ত গুলিচালনার ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুলিচালনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র এবং ঘটনার নেপথ্যে থাকা কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ।

আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

বিয়ের আগের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রা দিল সঞ্জীবনী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন করা হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। আর সেই শিবিরে নিজেরাই রক্ত দিয়ে নজির গড়লেন হবু বর-কনে। সোমবার বর্ধমান স্টেশনে কিমস হসপিটাল ও ইস্টার্ন রেলওয়ে যৌথ উদ্যোগে যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে ক্যাম্প রয়েছে সেই ক্যাম্পেই এই আয়োজন করা হয়। জানা গিয়েছে, সঞ্জীবনী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ও স্পন্দন নৃত্যকলা কেন্দ্রের দুই অ্যাক্টিভ সংগঠনের মেম্বার রোহিত রায় ও তিয়াশা সরকারের আগামী ৫ই ডিসেম্বর বিয়ে। বিয়ের আগে তাঁদের আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন। সেই অনুষ্ঠানেই সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। সংগঠনের সেক্রেটারি সঞ্জয় জানান, বর্তমানে গোটা রাজ্য জুড়ে রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতেই এই অভিনব উদ্যোগ। তিনি বলেন, আইবুড়ো ভাতের মতো ছোট অনুষ্ঠানেও যদি একটা করে রক্তদান শিবির করা যায়, তাহলে রক্ত ভাণ্ডার আর খালি থাকবে না। সোমবার শিবির থেকে প্রায় ১৫-২০ ইউনিট রক্ত সরকারি ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। হবু কনে তিয়াশা সরকার রক্তদান করে আবেগঘন গলায় বলেন, আমি সংস্থার সাথে অনেকদিন ধরেই যুক্ত। সামনে থেকে দেখেছি রক্তের কতটা প্রয়োজনীয়তা। আজকে এই স্পন্দন পরিবার থেকে আমাকে আইবুড়ো ভাত দেওয়া হচ্ছে, আর সেই উপলক্ষ্যেই এই অভিনব চিন্তা-ভাবনা। তিনি আরও বলেন, সবাই এভাবে এগিয়ে আসুক, তাহলে সমাজে রক্তের সংকটটা অনেক কমবে। আমি চাই আমাদের মতো ইয়ং জেনারেশন এই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে তারাও এগিয়ে আসুক। সব থেকে বড় ধন্যবাদ তিনি জানান স্পন্দনের রাখী ম্যাম ও রাজা মামাকে, আজকের দিনে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য। হবু বর রোহিত রায় জানান, এটা খুব ভালো অনুভূতি। আমি মেডিক্যাল কমিশনের সাথে যুক্ত আছি। আমি দেখেছি রক্তের জন্য কত মানুষকে কত রকম ভাবে অসুবিধেয় পড়তে হয়। তিনি বলেন, এমন একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি অংশীদার হতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত বোধ করছি। আমি চাই আমাদের প্রজন্মও যেন এগিয়ে আসে, তারাও যেন একটু-একটু করে এমন শিবির শুরু করতে থাকে। বর্ধমানের খাপুরের বাসিন্দা রোহিত এও জানান, আগামী মাসেই তাঁদের বিয়ে হতে চলেছে, আর তার আগেই এমন একটা মহৎ কাজের অংশ হতে পেরে তিনি ভীষণ খুশি। সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আহ্বান জানানো হয়, প্রত্যেক বাড়ির ছোট-ছোট অনুষ্ঠানেও যেন একটা করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 10

ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে গ্রেপ্তার পুলিশ আধিকারিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চন্দ্রকোনা

চন্দ্রকোনায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এএসআইকে হাতেনাতে ধরল অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে চন্দ্রকোনা থানার এক এএসআইকে হাতেনাতে ধরার দাবি করল অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ। অভিযোগকারী চন্দ্রকোনা থানার রামগড় গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ভুঁইয়ার দাবি, আদালতের এক মামলায় সিডি জমা দেওয়ার জন্য ওই অফিসার টাকা চেয়েছিলেন।

এরপর থানার কাছেই রাস্তার ধারে টাকা নেওয়ার সময় তাঁকে ধরা হয় বলে সূত্রের খবর।

ধৃত অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ধৃত চন্দ্রকোনা থানার এএসআই মোহন সামন্ত কে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা গ্রেফতার করার পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে একসঙ্গে দুটি কার্তিক ও দুটি লক্ষ্মী ঘরে তুললেন শান্তিপুরের গৃহিণী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর



পশ্চিমবঙ্গে কার্তিক পুজো মানেই এক আলাদা উন্মাদনা, যার পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে নানা প্রাচীন লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং মজার সব রীতিনীতি। সাধারণত নিঃসন্তান দম্পতিরা সন্তান লাভের আশায় কিংবা কোনো বিশেষ মানত পূরণ হলে বাড়িতে কার্তিক ঠাকুরের আরাধনা করে থাকেন;বাংলার সমাজে যুগ যুগ ধরে এমনটাই প্রচলিত। আবার বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনরা মজা করে কারও বাড়ির দরজায় গোপনে কার্তিক ঠাকুর ফেলে দিয়ে আসেন, যা নিয়ে চলে নির্মল হাসি-ঠাট্টা। তবে সেই চেনা ও প্রথাগত ছকের সম্পূর্ণ উল্টো এক অভিনব চিত্র ধরা পড়ল নদিয়ার ঐতিহ্যবাহী শহর শান্তিপুরে। সেখানে সন্তান কামনার কোনো মনস্কামনা ছাড়াই, নিছকই উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে রাজকীয় কায়দায় দেব-দেবীকে ঘরে বরণ করে নিলেন এক গৃহিণী। শান্তিপুরের এই ঘটনাটি ইতিমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জানা গিয়েছে, সন্তান প্রাপ্তির কোনো রকম প্রত্যাশা বা মানত ছাড়াই একেবারে রীতিমতো ঘটা করে কার্তিক পুজোর আয়োজন করেন ওই গৃহিণী। এই পুজোর সবথেকে বড় আকর্ষণ এবং চমক ছিল;একটি নয়, বরং একসঙ্গে দুটি কার্তিক এবং দুটি লক্ষ্মী প্রতিমার আগমন। ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনি এবং আধুনিক সাউন্ড বক্সের তালে তালে নাচতে নাচতে পরম ভক্তি ও উল্লাসের সাথে প্রতিমাগুলিকে বাড়িতে বরণ করে নেওয়া হয়।

প্রচলিত লোকরীতি ও বিশ্বাসকে এক ভিন্ন এবং আনন্দময় আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলার এই উদ্যোগে গোটা পাড়ায় তৈরি হয় এক অভূতপূর্ব উৎসবমুখর পরিবেশ।

গৃহিণীর এই অভিনব ও ব্যতিক্রমী কাণ্ড দেখতে সকাল থেকেই বাড়ির প্রাঙ্গণে ভিড় জমাতে শুরু করেন পাড়া-প্রতিবেশী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঢাকের গগনভেদী বাদ্যি, কাঁসরের আওয়াজ আর মহিলাদের উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। সাধারণত সন্তান জন্মের আনন্দ বা সন্তান কামনার প্রথাগত গণ্ডির মধ্যে কার্তিক পুজো সীমাবদ্ধ থাকলেও, ওই গৃহিণী সেই ধারণাকে যেন এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তাঁর এই আনন্দঘন, স্বতঃস্ফূর্ত এবং জাঁকজমকপূর্ণভাবে কার্তিক ও লক্ষ্মী ঘরে তোলার ঘটনাটি আশেপাশের অঞ্চলে দারুণ কৌতূহল ও নির্মল হাসিখুশির খোরাক জুগিয়েছে। প্রতিবেশীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আনন্দযজ্ঞে শামিল হন। বাঙালি সংস্কৃতিতে কার্তিক পুজোর বৈচিত্র্য এবং উদযাপনের ধরন যে কতটা রঙিন ও প্রাণবন্ত হতে পারে, শান্তিপুরের এই ঘটনা তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। শুধুমাত্র প্রথাগত লোকবিশ্বাস বা সংস্কারের গণ্ডিতে আটকে না থেকে, কার্তিক পুজো যে অনেক সময় নিছকই আনন্দ উপভোগের, পারিবারিক মেলবন্ধনের এবং সমাজের সবার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার এক সুন্দর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে;তা আরও একবার প্রমাণিত হলো। শান্তিপুরের ওই গৃহিণীর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ও বাঁধভাঙা উল্লাস গ্রামীণ ও শহরতলির বাংলার চিরায়ত লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকেই যেন নতুন রূপে ফুটিয়ে তুলল।

কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

সকালের শিরোনাম
বিশ্ব ব্যানার্জী
কৃষ্ণনগর



রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত এবং ২৫৪ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক আড়ম্বরপূর্ণ ও ভক্তিঘন পরিবেশে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে তিনি এই ঐতিহাসিক পুজোর উদ্বোধন করেন। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পেরে এবং প্রদীপ জ্বালানোর সুযোগ পাওয়াকে নিজের জীবনের এক পরম প্রাপ্তি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, এটা আমার কাছে এক পরম প্রাপ্তি যে, ২৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই পুজোতে আজ উদ্বোধনের দিনে কর্মকর্তারা আমাকে প্রদীপ জ্বালানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। এর থেকে বড় সৌভাগ্য ও প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না। উৎসব প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখে তিনি জানান, হাজার হাজার ভক্ত সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মায়ের দর্শনের জন্য এবং অনেকেরই মায়ের কাছে করা মানত পূর্ণ হয়েছে। বাংলার এই সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা যেন আগামী দিনেও চরৈবেতি মন্ত্রে অটুট থাকে এবং এগিয়ে চলে;মায়ের কাছে সেই কামনাই করেন তিনি। এরপর দেবীর চরণে ভক্তিভরে অর্ঘ্য নিবেদন ও মন্ত্রোচ্চারণ করে রাজ্যের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বাসন্তীরূপং দেহি চরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষে জহি। মা যেন আমাদের সেই শক্তি দেন, যাতে আমরা সমস্ত রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে নির্মূল করতে পারি এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আমাদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্ন যেন অক্ষরে-অক্ষরে পূরণ করতে পারি।

উপস্থিত বিশাল জনসমুদ্র এবং রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আশ্বাস দিয়ে তিনি আরও বলেন, মায়ের আশীর্বাদেই আমি বা আমরা আজ সরকারে এসেছি। তাই মায়ের আশীর্বাদধন্য এই সরকার মায়ের এবং সাধারণ মানুষের সব স্বপ্ন পূরণ করবে;এই বিশ্বাস ও ভরসা আপনারা আমাদের ওপর রাখুন। জগদ্ধাত্রী পুজোর মঞ্চ থেকেই আসন্ন রাস উৎসব নিয়েও বড় ঘোষণা করেন তিনি। জানান, আগামী ২২ তারিখ রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যভূমি নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে আসবেন। ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে যাতে কোনোভাবেই ভক্তদের অসুবিধা না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। এই উপলক্ষে নদিয়ার জেলাশাসককে ইতিমধ্যেই বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান তিনি, যাতে দেশ-বিদেশ থেকে আসা ভক্তমণ্ডলী নির্বিঘ্নে ও সুন্দরভাবে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। সব মিলিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং ঘোষণায় উৎসবের আমেজ আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে কৃষ্ণনগর তথা সমগ্র নদিয়া জেলায়।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় দুই শিশুর মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নারায়ণগড়

মঙ্গলবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার উকুনমারি এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় উকুন মারি এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ট্রলি ভ্যানে মাঠের ধান কেটে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য তুলছিলেন কয়েকজন ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। সেইসময় খড়্গপুরের দিকে যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে আশা একটি পিকআপ ভ্যান তাদের চাপা দিয়ে চাষের জমিতে নেমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নারায়ণগঞ্জ থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত চার জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় মকরামপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে তাদেরকে দেখার পর ডাক্তার ১৩ বছর বয়সী আকাশ দলুই ও ১১ বছর বয়সী সুশান্ত দলুই কে মৃত বলে ঘোষণা করে। বাকি আহত দুজনের অবস্থা সংকটজনক তাদের চিকিৎসা চলছে ওই হাসপাতালে। মৃত দুই শিশুর বাড়ি স্থানীয় চিংড়ি আড়া গ্রামে। ঘটনার পর ঘাতক পিকআপ ভ্যানের চালক ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘাতক পিকআপ ভ্যানের চালকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে।

সিদুলিতে ধসের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক পার্থ ঘোষ



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
অন্ডাল

অন্ডাল ব্লকের সিদুলির ছত্রাবাগ এলাকায় ভয়াবহ ধসের ঘটনার পরেও কাটেনি আতঙ্ক। শনিবারের ধসের পর এখনও পর্যন্ত এলাকায় মাটি বসে যাওয়ার ঘটনা অব্যাহত থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ধসকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ। এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধসের বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। বিধায়ক জানান, ধসের জেরে পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ঘটনাস্থলে ক্রমাগত মাটি বসে যাচ্ছে, ফলে আশপাশের এলাকার মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভবিষ্যতে ফের এই ধরনের ঘটনা ঘটলে এবং তাতে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার প্রশ্নে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক।

অন্যদিকে, ধসকবলিত পরিবারগুলির স্থায়ী পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়েও উদ্যোগী হন পার্থ ঘোষ। এদিন কেন্দা এরিয়ার জিএম ডি কে শর্মার সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের বিষয়েও আলোচনা হয়। ধসের জেরে আতঙ্কিত ছত্রাবাগের বাসিন্দারা এখন তাকিয়ে রয়েছেন প্রশাসন ও ইসিএল কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। দ্রুত নিরাপদ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে, এমনটাই প্রত্যাশা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির।

আবর্জনা স্তূপে অগ্নিকাণ্ড



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নবদ্বীপ

সোমবার গভীর রাতে নদিয়ার নবদ্বীপ শহরের অন্যতম ব্যস্ত ও জনবহুল এলাকা কলেজ মোড় সংলগ্ন পাখাটোল রোডে হঠাৎই এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়ায়। কলেজের ঠিক বিপরীত দিকে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা শুকনো পাতা ও বিপুল পরিমাণ আবর্জনার স্তূপ থেকে হঠাৎই আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত চারিপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ভীতি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। তবে স্থানীয় এক সচেতন বাসিন্দার তৎপরতা এবং খবর পেয়ে নবদ্বীপ দমকল কেন্দ্রের কর্মীদের ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শেষ পর্যন্ত বড়সড় দুর্ঘটনা ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় গোটা এলাকা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎই নজরে আসে ওই ভয়াবহ দৃশ্য। এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দে জানান, রাতে কোনো কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি যখন কলেজ মোড় থেকে কলেজের দিকে যাওয়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁর চোখে পড়ে রাজ্য সড়ক পাশে থাকা আবর্জনার স্তূপে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের তীব্রতা ও শিখা বাড়তে থাকায় তিনি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নবদ্বীপ দমকল কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন এবং ঘটনার কথা জানান। তাঁর এই সময়োপযোগী ও দ্রুত খবরের ফলেই বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির আগেই দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সুযোগ পায়।

ততক্ষণে অবশ্য শুকনো পাতা ও প্লাস্টিক-আবর্জনার স্তূপের কারণে আগুন আশপাশের বেশ কিছুটা অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দমকলের তৎপরতা ও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণ,খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে নবদ্বীপ দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। দমকল কর্মীরা জানান, তারা ঘটনাস্থলে এসে দেখেন যে আবর্জনায় ভর্তি গোটা রাস্তায় আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এরপর কালবিলম্ব না করে দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। জলপাই ও পাইপের সাহায্যে টানা প্রচেষ্টার পর অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন তাঁরা।

অষ্টধাতুর দেবীর সাথে নিত্য পূজিত হন ৩৬৫টি মাটির শিব

সকালের শিরোনাম
বিশ্ব ব্যানার্জী
রানাঘাট



জগদ্ধাত্রী পুজো বলতেই সাধারণত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশালাকার মৃন্ময়ী প্রতিমা, চন্দননগর বা কৃষ্ণনগরের আলোকসজ্জা কিংবা আধুনিক থিমের জাঁকজমক। তবে সেই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে নদিয়ার রানাঘাট শহরের প্রয়াত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো আজও এক সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আধুনিকতার চাকচিক্য ও বাহুল্য এড়িয়ে শতাব্দী প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রথা মেনে আজও পরম নিষ্ঠা ও ভক্তির সাথে পালিত হচ্ছে এই বনেদি বাড়ির পুজো। চলতি বছর এই ঐতিহাসিক পুজো গৌরবময় ১০৬ বছরে পদার্পণ করল।ভট্টাচার্য বাড়ির এই পুজোর নেপথ্যে রয়েছে এক অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় ইতিহাস। জানা যায়, ১৯২০ সালে রানাঘাট শহরে এই প্রাচীন বসতবাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। বাড়ি তৈরির পরপরই সেই সময় নদিয়ারই মাঝের গ্রাম থেকে অষ্টধাতুর তৈরি এক অপূর্ব ও প্রাচীন জগদ্ধাত্রী মূর্তি রানাঘাটের এই বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং তখন থেকেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে পুজোর সূচনা ঘটে। সাধারণত বারোয়ারি বা অন্যান্য বনেদি বাড়িতে মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজিত হওয়ার পর তা নিরঞ্জন দেওয়া হয়। কিন্তু ভট্টাচার্য বাড়ির দেবী যেহেতু অষ্টধাতুর, তাই এখানে প্রতিমা বিসর্জনের কোনও রীতি নেই। শুধু তাই নয়, পুজো শেষে এখানে ঘট বিসর্জনও দেওয়া হয় না। সারা বছর ধরেই গৃহদেবতা রূপে দেবী এখানে নিত্যপূজিতা হন। এই পুজোর আরও একটি অনন্য, বিরল ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বাংলার অন্য কোনো বনেদি বাড়ির পুজোয় সচরাচর দেখা যায় না। ভট্টাচার্য পরিবারের অন্যতম সদস্য বিকাশ ভট্টাচার্য জানান, এই পরিবারের সুপ্রাচীন প্রচলন অনুযায়ী, প্রতিদিন গঙ্গামাটি দিয়ে একটি করে নতুন শিবলিঙ্গ তৈরি করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার পুজো করা হয় এবং পুজো শেষে সেটিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। কোনোদিনই এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না। এই কঠোর ও ভক্তিপূর্ণ নিয়ম মেনেই বছরের ৩৬৫ দিন ধরে মোট ৩৬৫টি মাটির শিব তৈরি করে পুজো ও বিসর্জনের এই বিরল প্রথা আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে পরিবারটি।পুজোর নির্ঘণ্ট ও আচার-অনুষ্ঠানেও রয়েছে ভট্টাচার্য বাড়ির নিজস্বতা। সাধারণত জগদ্ধাত্রী পুজো নবমীর দিন একদিনেই হয়ে থাকে, আবার কোথাও কোথাও দুর্গাপুজোর মতো চার দিন ধরে চলে। তবে রানাঘাটের এই বাড়িতে চার দিনের পরিবর্তে নবমীর দিন একদিনেই সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী; এই তিন তিথির পুজো শাস্ত্রীয় বিধি মেনে নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করা হয়। পুজোয় থাকে বিশেষ ভোগের আয়োজনও। তার ঠিক পরের দিনই পালিত হয় বিজয়া দশমী। দশমীর দিন সকাল থেকেই ভট্টাচার্য বাড়ির অন্দরমহল মেতে ওঠে আবির ও সিঁদুর খেলায়। পরিবারের এয়োস্ত্রীরা দেবীকে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এছাড়াও পুজোর ক'টা দিন বাড়ির প্রাঙ্গণে সারাদিন ধরে চলে নানাবিধ মাঙ্গলিক, ধর্মীয় ও ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।শতবর্ষ পেরোনো এই পুজোর টানে আজও উৎসবে মেতে ওঠেন পরিবারের নতুন থেকে প্রবীণ;সকল সদস্যই।

কর্মব্যস্ততার কারণে যাঁরা বাইরে থাকেন, পুজোর ক'টা দিন তাঁরা সবাই ঘরে ফেরেন। রানাঘাট শহর তো বটেই, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবরা এসে ভিড় জমান এই ঐতিহ্যবাহী বাড়িতে, ফলে বাড়িটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

পাশাপাশি, অষ্টধাতুর প্রাচীন দেবী দর্শন এবং ৩৬৫টি মাটির শিব পুজোর এই ব্যতিক্রমী রীতিনীতি স্বচক্ষে দেখার জন্য স্থানীয় বাসিন্দা ও দূরদূরান্তের বহু দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে ভট্টাচার্য বাড়ির প্রাঙ্গণে। সব মিলিয়ে ঐতিহ্য, ভক্তি ও বনেদি আভিজাত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধনে রানাঘাটের ভট্টাচার্য বাড়ির এই পুজো আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

দুর্ঘটনার কবলে সরকারি বাস, আহত ১৩

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতার

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়লো যাত্রীবাহী সরকারি বাস। ঘটনায় আহত হন ১৩জন বাস যাত্রী। ঘটনাটি ঘটে ভাতারের কাপশোড়ের কাছে বাদশাহী রোডে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কাপশোড় মোড়ের কাছে কলকাতার ধর্মতলা থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। বাসের সামনে থাকা একটি তেলের ট্যাঙ্কারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বাসটি। প্রায় ১৩ জন বাসযাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধায়ক ও ভাতার থানার পুলিশ।

সকলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

আহত যাত্রীরা অধিকাংশ মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

তবে রাস্তার অবস্থা খারাপ থাকার জন্য বারবার ঘটছে এই দুর্ঘটনা বলে স্থানীয় দের দাবি। রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাসের সমস্ত যাত্রীদের উদ্ধারের কাজে হাত লাগান ভাতার বিধানসভার বিধায়ক সৌমেন কার্ফা। পাশাপাশি ভাতার থানার পুলিশ সকলকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

বিধায়ক ছাড়াও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ভাতার থানার ওসি দীপক সরকার। দুর্ঘটনার জেরে সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস টিকে অন্যত্র সরিয়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

ক্রেতা সেজে গয়না নিয়ে চম্পট, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

কুলটি থানার নিয়ামতপুরে ক্রেতা সেজে জুয়েলারি দোকানে ঢুকে রুপোর চেন ও হাতের ব্রেসলেট নিয়ে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। তবে ঘটনার খবর পাওয়ার পর দ্রুত তদন্তে নেমে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই যুবককে আটক করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। মঙ্গলবারের এই ঘটনার পরে পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করে।

পুলিশের এই তৎপরতায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন দোকানের মালিক। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দোকানের মালিক বিজয় বর্মন বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে এক যুবক নিয়ামতপুর বাজারের আমার জুয়েলারি দোকানে এসে রুপোর চেন ও হাতের ব্রেসলেট দেখতে চায়।

দোকানদার তাকে গয়না দেখানোর সময় সুযোগ বুঝে ঐ যুবক চেন ও ব্রেসলেট নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যায়।

দোকানের বাইরে আগে থেকেই বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল অন্য এক যুবক। এরপর দু'জন বাইকে চেপে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই বিজয় বর্মন নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। তৎপরতার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের নাম অভিষেক সাউ ও প্রেম পাসোয়ান।

অভিষেকের বাড়ি আসানসোলের হিরাপুর থানার ইসমাইলের গুরু নানক পল্লিতে এবং প্রেম পাসোয়ানের বাড়ি তেল মিল আম্বেদকর রোড এলাকায়।

পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া রুপোর চেন ও হাতের ব্রেসলেট উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করে দোকানের মালিক বিজয় বর্মন নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

পুলিশ জানায়, দোকান মালিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।



Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 11

স্থায়ী সমাধানের পথে দ্রুত এগোচ্ছে কেন্দ্র, ত্রিপাক্ষিকের প্রয়োজন নেই রাজু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া পুরোদমে এগোচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে সংসদে বিল এনে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে একথা জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই বলেও এদিন সাফ জানিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র নেপালি সমাজকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগও নস্যাৎ করেছেন সাংসদ। গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে সাংসদ বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে এই বিষয়ে বৈঠক করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত তিন আধিকারিকের প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে দু'বার এই অঞ্চল সফর করে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ওই প্রতিনিধিদলের ফের ডুয়ার্স সফরে আসার কথা।' সাংসদের কথায়, 'স্থায়ী সমাধানের দায়িত্ব ভারত সরকারের। সরকার যখন উপযুক্ত মনে করবে, তখনই সময় দেখে সংসদে বিল এনে স্থায়ী সমাধান করবে। এর ফলে পাহাড় ও সমতলে শান্তি ফিরবে, উন্নয়ন হবে এবং গোর্খাদের পরিচয়-সংকটও দূর হবে। এই সমাধানে গোর্খাদের যেমন মঙ্গল হবে, তেমনই অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে না, বরং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গেরই ভালো হবে।' স্থায়ী সমাধানের জন্য ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হবে কি না, সে প্রসঙ্গে সাংসদের বক্তব্য, 'এর আর কোনও আবশ্যকতা নেই। ভারত সরকার ডাকলে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে যতটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার ছিল, তা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অবস্থান এখন একদম স্পষ্ট। গোর্খাদের জন্য আর কী ভালো করা যায়, মধ্যস্থতাকারী সেই বিষয়েই ভাবনাচিন্তা করছেন এবং প্রক্রিয়া সেই দিকেই এগোচ্ছে।' 'এমপি দেউসি-ভৈলো মহোৎসব'-এর আয়োজন ঘিরে বিজেপির অন্দরেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। এ নিয়েও মুখ খুলেছেন সাংসদ। দলের একাংশের অভিযোগ, গোটা জেলার সাংসদ হয়েও তিনি কেবল নেপালি সমাজকে নিয়ে বেশি ভাবছেন এবং বাকি সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করছেন। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজুর যুক্তি, 'দেউসি-ভৈলো অনুষ্ঠানের পিছনে নির্বাচনি অঙ্ক বা রাজনীতি নেই। প্রত্যেক নাগরিকের নিজের সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকে, আমারও সেই দায়িত্ব রয়েছে। তবে আমি গোটা এলাকার সব সম্প্রদায়ের কথা ভাবি এবং সবার উন্নয়নের জন্য কাজ করছি।' রাজ্যে তোলাবাজি ও পাচারচক্র প্রসঙ্গে পূর্বতন শাসকদলকে এদিন নিশানা করে রাজু বলেছেন, 'তৃণমূলের আমলে তোলাবাজি চরমে পৌঁছেছিল। আগে কয়লা, সুপারি, সিগারেট, তামাক থেকে শুরু করে গোরু-মোষ পাচার সবকিছু অবাধে চলত। এখন রাতভর ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও এধরনের কাজ দেখতে পাবেন না।'

টমেটো খেত থেকে প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

মঙ্গলবার সাতসকালে রাস্তার পাশের টমেটো খেত থেকে এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার অন্তর্গত নামশোল শালটাঁড় এলাকায়। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা খেতের মধ্যে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে বলরামপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে বাঁশগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মুটরু মাঝি (৫৮)। তাঁর বাড়ি আড়শা থানার অন্তর্গত কৌরাঙ গ্রামে। সোমবার তিনি নন্দুড়ি গ্রামে এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথেই এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা কোনওভাবে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই স্পষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই বলরামপুর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সাতসকালে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ানোর পাশাপাশি মৃতের নিজের গ্রাম কৌরাঙেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রমের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলডাঙা



মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রমের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন ভারত সেবাশ্রমের জগদ্ধাত্রী পুজোয় একাধিকবার তিনি এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর প্রথমবার তিনি জগদ্ধাত্রী পুজোয় এলেন। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার মুহূর্তে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের যে জায়গাটা ছিল, শিক্ষা বলুন, সংস্কৃতি বলুন, শিল্প বলুন, বাণিজ্য বলুন, আধ্যাত্মিক জাগরণ বলুন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলুন, ক্রমে-ক্রমে সেটা নষ্ট হয়ে আমরা পেছাতে-পেছাতে অনেক পেছনে চলে গেছি। এই বোধ যেমন আমাদের মধ্যেও জাগ্রত হয়েছে, আমিও অনেক কিছু ছেড়ে রাষ্ট্রবাদের পক্ষে কাজ করতে শুরু করেছিলাম ছ-বছর আগে থেকে। ঠিক চার বছর ধরে লাগাতার পশ্চিমবঙ্গ সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ গঠন করে পূজনীয় কার্তিক মহারাজ মহোদয় গোটা রাজ্যের মঠ, মন্দির, সন্ত সমাজকে এক করে এক লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ প্রথম কলকাতাতে, তারপরে শিলিগুড়িতে ৫০ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ, তারপরে গত বছর পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ এইভাবে জাগরণের কাজ করেছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গে মা জগদ্ধাত্রীর অশেষ কৃপায় একটি জাতীয়তাবাদী সরকার তৈরি হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদী সরকারের কাজ হলো দেশের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, রাষ্ট্র সর্বোপরি নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের ভারতমাতা যাতে সুরক্ষিত থাকে, ভারতমাতা বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র যাতে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে না নামে এ কাজ দেখা আমাদের প্রথম কর্তব্য। আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য এই রাজ্যে নারী সুরক্ষা, কন্যা সুরক্ষা ফিরিয়ে আনা। আমাদের তৃতীয় কর্তব্য জনগণকে সুরক্ষিত রাখা। আমাদের চতুর্থ কর্তব্য সকলকে সার্বিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সাধারণ সুবিধা দেওয়া। এটা অধিকার, বাবা সাহেব আম্বেদকর দিয়েছে, সেইটা পৌঁছে দেওয়া এবং তার সাথে সাথে একদিকে কালচার, সংস্কৃতি অন্য দিকে আধ্যাত্মিক জাগরণ তাকে বাঁচিয়ে রাখা, টিকিয়ে রাখা। ধর্ম পালন করতে গেলে কেন কোর্টে যেতে হবে? কেন সাম্প্রদায়িক হানাহানি হবে? কেন হরগোবিন্দ দাস চন্দন দাসকে বামপন্থী হওয়া সত্ত্বেও প্রাণ দিতে হবে? কেন ধুলিয়ান হবে? কেন শামসেরগঞ্জ হবে? কেন কথায় কথায় বেলডাঙায় জাতীয় সড়ক অবরোধ হবে? দূরপাল্লার ট্রেনের উপর পাথর ছোড়া হবে? কেন শক্তিপুরের রামনবমীর শোভাযাত্রা আক্রান্ত হবে? কেন বেলডাঙা অশান্ত হবে? এ কাজ সরকারের নয়, সরকারের কাজ সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সকলের জন্য সুরক্ষা এবং তার যে অধিকার যথাযথভাবে পালন করার পরিবেশ তৈরি করা। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, শ্রাবণী মেলায় জলযাত্রীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে হেলিকপ্টার দিয়ে। জলপাইগুড়ির জলপেস মন্দিরে আমি নিজে জলাভিষেক করেছি শ্রাবণের সোমবারে। তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যায় সরকার ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার বিভিন্ন কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের সঙ্গে আমি হনুমান চালিসা পাঠ করে আপনাদের কাছে এসেছি। মহারাজ বলেছেন, ২৯ শে ডিসেম্বর কলকাতা যেতে হবে আপনাদের। এবারে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ হচ্ছে। সেখানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন পূজনীয় মোহন ভাগবত জী, সাথে বাবা রামদেবজী থাকবেন এবং এনারানন্দ মহারাজ কুরুক্ষেত্র থেকে আসবেন। শুধু তাই নয়, এবারের গঙ্গাসাগর মেলা ঐতিহ্যের মেলা হবে, আন্তর্জাতিক মানের মেলা হবে। তার প্রস্তুতিও আমরা পুরোদমে শুরু করে দিয়েছি। একেবারে পশ্চিমবঙ্গে যখন ঢুকবেন আসানসোল দিয়ে, পুণ্যার্থীরা, সেখান থেকেই তাদের স্বাগত করতে করতে আমরা নিয়ে যাব গঙ্গাসাগর মেলায়। সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।১৬ ই জানুয়ারি থেকে ২৪ শে জানুয়ারি কলকাতায় ১০০৮ কুন্ডলী হচ্ছে। সেখানে রামকথা চলবে, রামভদ্রাচার্যজী করবেন, সেখানেও অংশগ্রহণ করুন। মহারাজকে (কার্তিক)আমরা অনেক কাজে লাগাচ্ছি। রাস্তার রিনেমিন কমিটি চেয়ারম্যান করেছি। আগামী দিনে হেরিটেজ কমিশন তৈরি হবে। সেখানেও মহারাজকে আমরা যোগ্যতার সম্মানের সঙ্গে রাখব। এবং যত পুরনো মঠ মন্দির আছে, সব সংস্কার হবে। তীর্থক্ষেত্র সার্কিট আমরা বানাচ্ছি। আগামী দু'বছরে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে। আর মুর্শিদাবাদের কিটেশ্বরীকে উদ্ধারের জন্য আমরা ইতিমধ্যে আমাদের বাজেটে ঘোষণা করেছি।

আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৬

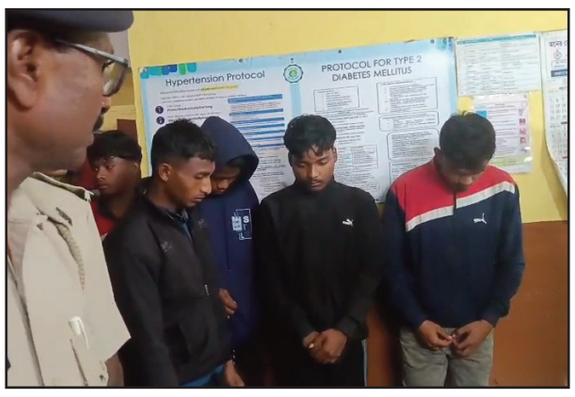

সকালের শিরোনাম
দীপক রাম
পুরুলিয়া

একের পর এক এনকাউন্টার, কঠোর পুলিশি পদক্ষেপের পরেও কি নিরাপদ নয় নারীরা? ফের গণধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার কাশিপুরে। যাত্রা অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে ১৭ বছরের এক আদিবাসী নাবালিকা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে ছয় যুবক। নতুন করে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার রাতে কাশিপুর থানার অন্তর্গত মাজারামুড়া গ্রামে যাত্রা অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। অভিযোগ, সেখানে পূর্বপরিচিত এক যুবক তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে সঙ্গে নিয়ে যায়। ওই যুবকের সঙ্গে ছিল তার আরও পাঁচ সঙ্গী। এরপর গ্রামের অদূরে একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছয়জন মিলে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সোমবার কাশিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ ছয় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার সকালে ধৃতদের স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর রঘুনাথপুর আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, নির্যাতিতারও মেডিক্যাল পরীক্ষার করানো হয়েছে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় আদিবাসী সংগঠনের নেতা নির্মল টুডু। তাঁর অভিযোগ, গ্রামাঞ্চলে রাতের বেলায় ছাপড়ি অর্কেস্ট্রা, অপেরা-সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের নামে যে অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে, তার প্রভাব পড়ছে নতুন প্রজন্মের উপর। এই ধরনের সংস্কৃতির জালে জড়িয়ে যুবসমাজ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। নির্মল টুডুর বক্তব্য, গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। আগামী দিনে এই ধরনের সংস্কৃতি বন্ধ না হলে আদিবাসী সমাজের সামাজিক পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনা ফের একবার গ্রামাঞ্চলে নারী নিরাপত্তা, সামাজিক সচেতনতা এবং প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সামনে নিয়ে এসেছে।

রেশনে দুর্নীতি! রেশন ডিলারের লাইসেন্স বাতিল করে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ খাদ্য মন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বীরভূম



বোলপুরের বল্লভপুরডাঙা গ্রামে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রেশন ডিলার দেবাশিস গোস্বামী তাঁদের প্রাপ্য চাল ও গমের পরিমাণ থেকে দুই, চার কিংবা পাঁচ কেজি করে কম দিতেন। পাশাপাশি গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এই অভিযোগ শোনার পরই বিষয়টি নিয়ে কড়া অবস্থান নেন মন্ত্রী। এদিন বোলপুরের বিভিন্ন খাদ্য দফতরের গোডাউনও পরিদর্শন করেন খাদ্যমন্ত্রী। সেখানে চাল ও গমের মজুতের পরিমাণ এবং খাদ্যশস্যের গুণগত মান খতিয়ে দেখেন তিনি। মন্ত্রী জানান, আগামী দিনেও বিভিন্ন এলাকায় এভাবেই আচমকা পরিদর্শন করা হবে। কোথাও রেশন সামগ্রী কম দেওয়া বা অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ডিলারের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর রেশন ডিলারশিপের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে। মন্ত্রী আরও জানান, দেবাশিস গোস্বামীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই লাইসেন্স বাতিলের পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রেশন ব্যবস্থায় কোনওরকম অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী।

ভাইকে পরিকল্পনা করে এনকাউন্টার করা হয়েছে, চাঞ্চল্যকর দাবি নিহত রতনের দাদা সালাম শেখের

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বীরভূম



ইটভাটায় অস্ত্র রাখা ছিলো না, পরিকল্পনা করে এনকাউন্টার, চাঞ্চল্যকর দাবি নিহত রতনের দাদা সালাম শেখের। স্বাভাবিকভাবেই বীরভূমে রতন শেখের এনকাউন্টার কাণ্ডে নয়া মোড়। বীরভূমের পুলিশ সুপারের বক্তব্য অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়ে রতন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পাল্টা পুলিশ গুলি চালালে তাতেই মৃত্যু হয়েছে দুষ্কৃতী রতন শেখের। এনকাউন্টার ঘটনায় ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন পুলিশের গুলিতে নিহত রতন শেখের দাদা সালাম শেখের। নিহত রতন শেখের ময়নাতদন্ত হচ্ছে বীরভূমের রামপুরহাট গভমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পুরো প্রক্রিয়ায় ভিডিও রেকর্ডিং থেকে শুরু করে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সব রুলস ফলো করা হচ্ছে। পরিবারের তরফ থেকে নিহত রতনের দাদা সালাম শেখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

রামপুরহাট গর্ভমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন সালাম শেখ। তিনি বলেন, রতন শেখ নানুর সেভাবে যেত না। তাহলে কিভাবে সে নানুরে ইটভাটায় অস্ত্র রেখে ছিল। ভাটায় অস্ত্র ছিল না! ভাইকে পরিকল্পনা করে এনকাউন্টার করা হয়েছে। অন্যদিকে মঙ্গলবার নানুরের যে ইট ভাটায় এনকাউন্টার হয়েছে রতন শেখের। সেখানে পৌঁছলেন রাজ্য পুলিশের সিআইডির টিম। এবং ফরেনসিক দল। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। রতনের মৃত্যু পুলিশের দাবি অনুযায়ী গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে রতনের। এই বিষয়টি মাথায় রেখে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জমি মাপজোপকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

মঙ্গলবার দুপুরে নবগ্রাম থানার ছোটবাথানে বসত ভিটের জমি মাপজোপকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। দুই পক্ষ পরস্পরের উপর ধারালো অস্ত্র এবং লাঠি ও বাঁশ নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনায় দুই পক্ষের মোট ৯ জন জখম হয়। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে পলশন্ডা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। খবর পেয়ে নবগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দুই পক্ষের চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নবগ্রাম থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, দুই পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছে। সংঘর্ষের ঘটনায় দুই পক্ষের মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে নীরেন ঘোষ তার বসত ভিটের জমি মাপজোপ করে সীমানায় খুঁটি পুঁতছিলেন। অভিযোগ, প্রতিবেশী কৃষ্ণ ঘোষ তাতে বাধা দেয়। এই নিয়ে প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বচসা চলাকালীন দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। দা, হাঁসুয়া, শাবল, বাঁশ ও লাঠি নিয়ে দুই পক্ষ পরস্পরের উপর হামলা চালায়। সংঘর্ষের ঘটনায় ছোট বাথান রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দুই পক্ষের মোট ৯ জন জখম হন। তাদের দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নীরেন ঘোষ বলেন, আগেই বসত ভিটের ভাগবাটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। এদিন মাপজোপ করে চর্তুদিকে খুঁটি পোঁতা হচ্ছিল। তখন কৃষ্ণ এবং তার বাড়ির লোকজন বাধা দেয়। প্রতিবাদ করলে হামলা চালায়। কৃষ্ণ ঘোষ পাল্টা বলেন, ওই জায়গার আমার কিছুটা জায়গা ঢুকে রয়েছে। সেই কথাটা বলাতেই আমাদের উপর হামলা চালায়।

রাতের অন্ধকারে গাছ কাটার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেস্বর



পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের পিপলন অঞ্চলের কুলজোড়া গ্রামে রাতের অন্ধকারে বাগানের একাধিক গাছ কেটে দেওয়া এবং কিছু গাছ চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা অভিষেক রায়ের অভিযোগ, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তিতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ, শাল, সেগুন, মেহেগুনি-সহ বেশ কয়েকটি গাছ রাতের অন্ধকারে কেটে ফেলা হয়েছে।

পাশাপাশি কিছু ছোট চারা গাছও চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর। ঘটনার পর অভিষেক রায় মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ঋণ নিয়ে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যত্ন সহকারে গাছগুলি বড় করেছিলেন তিনি। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই গাছগুলিকে এভাবে নষ্ট করে দেওয়ার পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা বুঝতে পারছেন না তিনি। গ্রামেরই কিছু অসাধু ব্যক্তি শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অভিষেক।

এ বিষয়ে এক মহিলাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, অভিষেক ঋণ নিয়ে বহু টাকা খরচ করে গাছগুলির পরিচর্যা করছিলেন। এভাবে গাছ কেটে দেওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর আগেও তাঁদের সঙ্গে এই ধরনের শত্রুতামূলক আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। নতুন করে এত বড় ক্ষতি করে অভিযুক্তরা ঠিক কাজ করেনি বলেও মন্তব্য করেন ওই মহিলা। অন্যদিকে, অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত তদন্তে নামে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোমেশ্বর দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের বাড়ি মন্তেশ্বর থানার কুলজোড়া গ্রামে। ধৃতর নামে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার কালনা মহাকুমা আদালতে পেশ করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ।

জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের দুয়ারে আইনি সচেতনতায় বিচারক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গোপীবল্লভপুর

জাতীয় আইনি পরিষেবা দিবস উপলক্ষে পিছিয়ে পড়া জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আইনি অধিকারের বার্তা পৌঁছে দিতে বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো গোপীবল্লভপুরে। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল বেলাকাঠিয়া মুলুকের সহযোগিতায় মঙ্গলবার ছাতিনশোল ব্লক অফিসের প্রেক্ষাগৃহে এই বিনামূল্যের শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের মাঝি বাবারা সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শিবিরে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে চালু হওয়া জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রকল্প সংবাদ (প্রান্তিক ও অসহায় আদিবাসী এবং যাযাবর উপজাতিদের ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এবার নিত্যপুজো পাবেন চাষাপাড়া বুড়িমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অষ্টধাতুর চরণযুগল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কৃষ্ণনগর

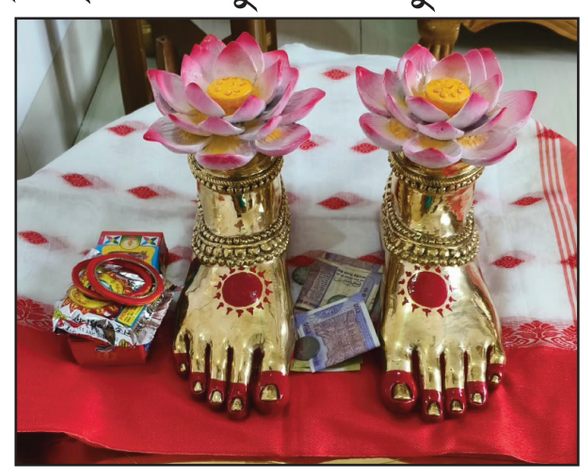

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বলতেই আপামর বাঙালির মনে ও মননে যে নামটি সবার আগে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে ভেসে ওঠে, তা হলো ঐতিহ্যবাহী চাষাপাড়া বুড়িমা। প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর ক'টা দিন বুড়িমাকে একঝলক দর্শন করতে, তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এবং দণ্ডী কাটতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ঢল নামে কৃষ্ণনগরের রাজপথে। শুধু নদিয়া জেলা বা পশ্চিমবঙ্গই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভিনরাজ্য ও বিদেশ থেকেও অসংখ্য পুণ্যার্থী ছুটে আসেন অত্যন্ত জাগ্রত এই দেবীর কাছে মনস্কামনা জানাতে। তবে এবার লক্ষ লক্ষ ভক্তদের জন্য রয়েছে এক অত্যন্ত আনন্দের ও বড় সুখবর। আর কেবল জগদ্ধাত্রী পুজোর কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না মায়ের আরাধনা; এবার থেকে সারা বছরই প্রতিদিন নিয়ম নিষ্ঠা মেনে নিত্যপুজো পাবেন চাষাপাড়া বুড়িমা ভক্তদের গভীর ধর্মীয় আবেগ, বিশ্বাস এবং দীর্ঘদিনের ইচ্ছার কথা মাথায় রেখেই এবার চাষাপাড়া বুড়িমার মন্দিরে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হচ্ছে দেবীর পবিত্র অষ্টধাতুর চরণযুগল। এতদিন পর্যন্ত জগদ্ধাত্রী পুজোর মরশুম ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়ে মন্দিরে এসে ভক্তরা বুড়িমার কাঠামোর পাটার ওপরই ফুল, বেলপাতা, সিঁদুর ও প্রসাদ অর্পণ করে পুজো দিতেন। কিন্তু এবার সেই দীর্ঘদিনের প্রথায় আসতে চলেছে এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন। পুজো কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে অষ্টধাতুর তৈরি মায়ের এই অপূর্ব চরণযুগল। যার সামনে দাঁড়িয়ে সারা বছরই ভক্তরা তাঁদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মনের গভীর প্রার্থনা সরাসরি নিবেদন করতে পারবেন। ভক্তদের সুবিধা ও দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ।মূলত দেশ-বিদেশের অগণিত ভক্তের কথা চিন্তা করেই এই অভিনব ও মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় জনসমুদ্র ও প্রবল ভিড়ের কারণে অনেকেই ইচ্ছে থাকলেও ঠিকমতো কাছে গিয়ে পুজো দিতে বা মন ভরে মাকে দর্শন করতে পারেন না। আবার বছরের অন্যান্য সময়েও বহু মানুষ মানত পূরণ করতে, নববধূকে আশীর্বাদ করাতে বা মায়ের কৃপা লাভ করতে মন্দিরে আসেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ভক্তরা মায়ের চরণে নিজেদের ও পরিবারের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা জানান। অষ্টধাতুর চরণযুগল স্থাপিত হলে সারা বছরই সেই পুণ্য ও পরম প্রাপ্তির সুযোগ পাবেন তাঁরা। এই বিশেষ উদ্যোগের নেপথ্য কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চাষাপাড়া বুড়িমা পুজো কমিটির সহ-সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি জানান, ক্ষুএতদিন যাবৎ ভক্তরা বুড়ি মায়ের মূল কাঠামোর পাটার ওপরই ফুল, জল ও বেলপাতা চড়াতেন। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন কাঠামোর পাটাটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার এক প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। ঐতিহ্যবাহী সেই কাঠামোটিকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি ভক্তদের আবেগ ও চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এবার থেকে মন্দিরে দৈনন্দিন পুজোর ব্যবস্থা চালু করা হ

Sakaler sironam...5 September....2026_Layout 1 18-11-2026 06:52 Page 12

আইপিএল ২০২৭-এ সিএসকে-র ‘মেন্টর’ মাহি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ওয়েলিংটন



আইপিএলের রিটেনশন-দিনে বড় খবর। মহেন্দ্র সিং ধোনি আর খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামছেন না। ২০২৭ আইপিএলে তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের মেন্টরের ভূমিকায় থাকবেন। সিএসকে-র মালিক এন শ্রীনিবাসন দলের বিবৃতিতে বলেছেন, ধোনি ছাড়া সিএসকে হয় না। তাঁর কথায়, প্রায় দু’দশক আমরা একসঙ্গে হেঁটেছি, বড় হয়েছি, জয়ে, ধাক্কায়, সবকিছুতে। আমাদের সম্পর্ক এত মজবুত একটাই কারণে, আমরা কখনও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি। সেই বিশ্বাসই এই যাত্রাকে সম্ভব করেছে। শ্রীনিবাসন আরও বলেন, ২০০৮ সালে আমি জোর করেছিলাম ধোনি সিএসকে-র অংশ হোক। দেখা গেল, এটাই আমার সেরা সিদ্ধান্ত। দলের জন্য তাঁর সব সাফল্যের জন্য নয়, তিনি যে মানুষ, তার জন্য। ধোনি সব সময় আমাদের পরিচয়ের অংশ থাকবে। এটা সব সময় তাঁর বাড়ি। অন্যদিকে সিএসকে প্রশান্ত বীরকে ছেড়ে দিতে চলেছে বলে খবর। গত নিলামে ১৪.২ কোটি টাকার রেকর্ড দামে এই উত্তরপ্রদেশের বোলিং অলরাউন্ডারকে কিনেছিল তারা, মূলত রবীন্দ্র জাডেজার দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প হিসেবে।

২০২৬ মরসুমে পিঠের টান-সহ নানা কারণে মূলত ডাগআউটেই বসেছিলেন তিনি। পাঁচ ইনিংসে ৬৭ বল খেলে মোট ৯০ রান করেন, বল করেন মাত্র দু’ওভার, উইকেটহীন। তবে ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগে ১৬০-এর কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে ৩২০ রান এবং আট উইকেট নিয়েছেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও ভাল শুরু করেছেন, গতকাল ওয়াংখেড়েতে কর্নাটকের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে দুর্দান্ত বল করে উত্তরপ্রদেশকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়েছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসও ছাড়তে পারে নীতীশ রানা, পাথুম নিসাঙ্কা ও বেন ডাকেটকে। ২০২৬-এর আগে রাজস্থান রয়্যালস থেকে ৪.২ কোটিতে রানাকে ট্রেড করেছিল দিল্লি। নিসাঙ্কা ও ডাকেটকে কেনা হয়েছিল ২ কোটির ভিত্তিমূল্যে। রানা নয় ইনিংসে ১৫১ স্ট্রাইক রেটে ২২৫ রান করেছেন, ওপেনার নিসাঙ্কা ১০ ইনিংসে ১৫৮.৮৫ স্ট্রাইক রেটে ২৭৮ রান।

টেস্ট কেরিয়ারে মন দিতে ডাকেট শেষ পর্যন্ত আইপিএলে আসেননি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ট্রাভিস হেড আগামী মরসুম থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচিতে কাজের চাপ কমাতে। হায়দরাবাদ তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে বলে আশা। এতে দলের ব্যাটিংয়ে বড় ধাক্কা লাগবে। তবে মুক্ত হবে ১৪ কোটি টাকা, ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় নিলামে যা কাজে লাগবে। হেড ও অভিষেক শর্মার জুটি তাই আগামী মরসুমে আর দেখা যাবে না। ট্রেডের বাজারেও চমক। হার্দিক পাণ্ডিয়া ও অর্শদীপ সিং যথাক্রমে পঞ্জাব কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যাচ্ছেন। গুজরাত টাইটান্সে ফিরছেন হর্ষল প্যাটেল, নিলামের দামের (৮ কোটি) অর্ধেকে ট্রেড করে। আহমেদাবাদ তাঁর নিজের শহর, তাই ঘরের মাঠে খেলার সুযোগও পাবেন।

গত বছর হরিয়ানা থেকে গুজরাতে চলে এসেছিলেন তিনি। গুজরাতে ইতিমধ্যেই রয়েছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, কাগিসো রাবাডা ও আরশাদ খান। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ঘোষণার অপেক্ষা। আরসিবি-র শিবির ছিল অস্বাভাবিক রকম নিশ্চুপ। ইচ্ছাকৃত নীরবতা, না পর্দার আড়ালে কিছু রান্না হচ্ছে, সেই প্রশ্নও থেকে গিয়েছে।



ছিটকে গেলেন স্যান্টনার, দলে ফক্সক্রফট

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
ওয়েলিংটন

ডান হাতের হাড় ভেঙে ভারতের বিরুদ্ধে দু’টেস্টের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার। বৃহস্পতিবার ওয়েলিংটনে সিরিজ শুরু। রবিবার রাতে মাউন্ট মাউনগানুইয়ে পঞ্চম ও শেষ একদিনের ম্যাচে ব্যাট করার সময় অর্শদীপ সিংয়ের বাউন্সার এসে লাগে তাঁর ওই হাতে। স্যান্টনারের বদলি হিসেবে দলে ডাক পেয়েছেন আরেক স্পিন-অলরাউন্ডার ডিন ফক্সক্রফট। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্ক্যানে দেখা গিয়েছে, স্যান্টনারের ডান হাতের হাড় ভেঙেছে। কবে ফিরতে পারবেন, তা ঠিক করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে তাঁর অংশগ্রহণ যথাসময়ে জানানো হবে। ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে নিউজিল্যান্ড সম্ভবত চার পেসার নিয়ে নামবে। স্যান্টনারের অনুপস্থিতিতে সাত নম্বরে স্পিন-অলরাউন্ডারের ভূমিকায় গ্লেন ফিলিপসের নামই এগিয়ে। ২৮ বছর বয়সি ফক্সক্রফট মে মাসে বেলফাস্টে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলেছেন, নিউজিল্যান্ডের ইংল্যান্ড সফরের তিন টেস্টের আগের ম্যাচে। ওই ম্যাচে ৯৮ রান করেছিলেন তিনি, ইনিংস-জয়ের পথে। কিন্তু তার পর দেশে ফিরে যান। কাঁধের চোট সারিয়ে ফেরা স্যান্টনার তাঁর জায়গায় ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন। এ বার ফক্সক্রফট সেই উপকারের শোধ তুললেন। চোটটি স্যান্টনারের টেস্ট ভাবনায় বড় ধাক্কা। সব ফরম্যাটে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলার উপর জোর দিতে তিনি অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিগ ব্যাশ লিগের লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডকে বলেছিলেন, এই গ্রীষ্মে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের ক্রিকেট ও টেস্ট, আর অস্ট্রেলিয়ায় সফর, এর চেয়ে বড় কিছু নেই। সত্যিই রোমাঞ্চকর সময়। আমি এর অংশ হতে চাই। অস্ট্রেলিয়ায় নিউজিল্যান্ডের চার টেস্টের সিরিজ শুরু ৯ ডিসেম্বর পার্থে।

ক্রাইস্টচার্চে ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের নির্ধারিত পঞ্চম দিনের আট দিন পরে। ওই সিরিজের জন্য সময়মতো সেরে ওঠার আশা স্যান্টনারের। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের নিউজিল্যান্ড দল টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), টম ব্লান্ডেল (উইকেটকিপার), ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকোলস, উইল ইয়ং, ডিন ফক্সক্রফট, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, নাথান স্মিথ, জ্যাকব ডাফি, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন ও ব্লেয়ার টিকনার।

ওয়েলিংটনে চার পেসার নিয়েই নামবে ভারত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ওয়েলিংটন



নিউজিল্যান্ডে ২০০৯ সালের পর প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে নামছে ভারত। দুই ম্যাচের এই সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (২০২৫-২৭) অংশ। তালিকায় এক নম্বরে নিউজিল্যান্ড, ভারত চতুর্থ। সিরিজে ভাল ফল করলে আগামী জুনে দ্য ওভালে ডব্লিউটিসি ফাইনালে ওঠার আশা জোরালো হবে ভারতের। প্রথম টেস্টের আগে সাংবাদিক বৈঠকে অধিনায়ক শুভমন গিল বলেন, এখানে আসার আগেই জানতাম, আগামী বছরের ডব্লিউটিসি ফাইনালে খেলতে চাইলে এই দুটো টেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিনের সিরিজের মাঝপথে দল ছেড়ে টেস্টের প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছিলেন গিল-সহ কয়েকজন। তিনি বলেন, সে জন্যই আমরা একদিনের দল থেকে বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে তুলে নিয়েছিলাম, কারণ আমরা এই টেস্ট সিরিজ জিততে চাই।

একমাস আগে কেউ জানতে চাইলে টি-টোয়েন্টি, একদিনের আর টেস্টের মধ্যে কোন সিরিজটা জিততে চান, তিনি টেস্টের নামই বলতেন, জানিয়েছেন গিল। তাঁর কথায়, টি-টোয়েন্টি ও একদিনের সিরিজ জিতেছি, খুব খুশি। টেস্টও জিতলে সফর নিখুঁত হবে। ভারতের পেসারেরা সিরিজের আগে ভাল ছন্দে। শেষ মুহূর্তে টেস্ট দলে যোগ দেওয়া গুরনুর ব্রার একদিনের সিরিজে ১৫.৮৮ গড়ে নয় উইকেট নিয়ে তালিকার শীর্ষে ছিলেন। অংশুল কম্বোজ ১১.৭৫ গড়ে চার উইকেট এবং মহম্মদ সিরাজ ২৫ গড়ে দু’উইকেট নিয়েছেন। জসপ্রীত বুমরাহ ও প্রসিধ কৃষ্ণ আগেই টেস্ট দলে ছিলেন এবং ভারত ‘এ’-র হয়ে খেলেছেন। ফলে একাদশ বাছাই নিয়ে গিলের সামনে সমস্যা। গিল বলেন, সত্যি বলতে, এটা একটু মাথাব্যথা। তবে এমন মাথাব্যথা ভাল। একদিনের সিরিজে সব পেসারই নিজেদের প্রমাণ করেছে। গুরনুর, অংশুল দারুণ করেছে। অর্শদীপ আর সিরাজও, ওর শেষ ম্যাচটায়। এখনও চূড়ান্ত সংমিশ্রণ ঠিক করিনি, কোন কোন পেসার নামবে, তবে চারজন পেসার নিয়েই যে নামছি, সেটা নিশ্চিত। পেসারদের পাশাপাশি মিডিয়াম-পেস অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডিও রয়েছেন। দলে স্পিন-অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। গিল জানিয়েছেন, এখানে টেস্টের তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে পুরনো বলে উইকেট অনেক সময় ফ্ল্যাট হয়ে যায়, তাই এমন পেসার চাই যিনি গতি ও নির্দিষ্ট জায়গায় বল রাখার ক্ষমতা রাখেন, সঙ্গে অন্য প্রান্তে স্পিনার। তাঁর কথায়, হাওয়ার ব্যাপারটাও আছে। কখনও এক প্রান্ত থেকে বল করলে পেসারের ভূমিকা অর্ধেক হয়ে যায়। একাদশ ঠিক করার আগে এ সব হিসেবে রাখতে হবে।

সবুজ পিচ ও খারাপ আবহাওয়ার সম্ভাবনায় ভারতের অভ্যস্ত পরিস্থিতির থেকে অনেক আলাদা লড়াই। গিল জানান, একদিনের সিরিজের চেয়ে এই লড়াই একধাপ বড়। ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের ঘরের মাঠের রেকর্ড ভাল। আবহাওয়া কেমন, সেটা দেখেছি। পরিস্থিতি সহজ নয়, তবে দু’দলের জন্যই এক। আমার মনে হয় রোমাঞ্চকর ম্যাচ হবে। ইরানি ট্রফিতে চোট পাওয়ার পর এই প্রথম ভারতীয় টেস্ট দলের সঙ্গে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। ভারত ‘এ’-র সিরিজে প্রথমে নির্বাচিত হলেও তিনি খেলেননি। গিল পন্থের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলেন, ও দলের অন্যতম সিনিয়র সদস্য।

প্রায় ৫২টি টেস্ট খেলেছে, যা অনেক। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সেঞ্চুরি করেছে। এখানে এখনও সেঞ্চুরি নেই, তাই হয়তো ওর সেই দিকে নজর থাকবে। নিউজিল্যান্ড শিবিরের খবর, রাচিন রবীন্দ্র নিজেকে ফিট ঘোষণা করেছেন এবং টেস্টে খেলতে পারবেন। সিরিজের সূচি প্রথম টেস্ট ১৯-২৪ নভেম্বর, ওয়েলিংটন; দ্বিতীয় টেস্ট ২৭ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর, ক্রাইস্টচার্চ।

আইপিএল ২০২৭-এ নেই ট্রাভিশেক, সরে দাঁড়াচ্ছেন হেড

সকালের শিরোনাম
প্রতিনিধি
হায়দরাবাদ

আগামী আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিখ্যাত ওপেনিং জুটি ‘ট্রাভিশেক’, অর্থাৎ ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মাকে একসঙ্গে দেখা যাবে না। ক্রিকইনফো জেনেছে, ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচিতে কাজের চাপ কমাতে আগামী মরসুম থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত হায়দরাবাদকে জানিয়েছেন হেড। দল তাঁকে ছেড়ে দেবে বলে আশা। এতে হায়দরাবাদের ব্যাটিংয়ে বড় ধাক্কা লাগবে। তবে ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় নিলামের জন্য বড় অঙ্কের টাকা হাতে আসবে তাদের। ২০২৫ সালের মেগা নিলামের আগে হেডকে ১৪ কোটি টাকায় রিটেন করেছিল হায়দরাবাদ, পাঁচ ক্যাপড খেলোয়াড়ের একজন হিসেবে। আইপিএল ছাড়পত্র দিলে নিলামের তহবিলে সেই অঙ্ক যুক্ত হবে। মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর, কোন খেলোয়াড় রাখা হবে আর কাকে ছাড়া হবে, তা ঠিক করার শেষ দিন। হেডের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত নয়। এ বছর অগস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ক্রিকইনফোকে বলেছিলেন, ২০২৭-এ অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্যের ক্রিকেট থাকায় কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২০টি টেস্টের ঠাসা সূচির পাশাপাশি ওই প্রাধান্যের ক্রিকেট-এর মধ্যে রয়েছে আইপিএলের ঠিক পরে জুনে সম্ভাব্য ডব্লিউটিসি ফাইনাল, তার পর জুন থেকে অগস্ট অ্যাসেজ, তার পর অক্টোবর-নভেম্বরে একদিনের বিশ্বকাপ। কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ২০২৫-এর মেগা নিলামের আগে রিটেন করা কোনও খেলোয়াড়কে ছাড়লে বা ট্রেড করলে সে সময়ের রিটেনশন স্ল্যাব অনুযায়ী তার পার্স সামঞ্জস্য হয়। হায়দরাবাদের ক্ষেত্রে আলাদা কোনও যোগ-বিয়োগ হবে না, কারণ মেগা নিলামের আগে চার ক্যাপড খেলোয়াড় রিটেন করার দাম ছিল ৬১ কোটি টাকা, যা মেলে বাকি চারজনের মোট বেতনের সঙ্গে হাইনরিখ ক্লাসেন (২৩ কোটি), প্যাট কামিন্স (১৮ কোটি), অভিষেক শর্মা (১৪ কোটি) ও নীতীশ কুমার রেড্ডি (৬ কোটি)। ২০২৪ আইপিএল নিলামে ৬.৮ কোটি টাকায় হেডকে প্রথম সই করিয়েছিল হায়দরাবাদ। তখন প্রধান কোচ ড্যানিয়েল ভেটোরি বলেছিলেন, তাঁরা বাঁ হাতি ওপেনার পেতে অনড় ছিলেন। ২০২৩-এর নিলামে অবিক্রিত থাকা হেড সেই মরসুমে ১৯১.৫৫ স্ট্রাইক রেটে ৫৬৭ রান করে (গড় ৪০-এর বেশি) দলকে ফাইনালে তোলেন, যেখানে হারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে। এর আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ১০ ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। হায়দরাবাদে ৪৩ ম্যাচে ১৭৬.১৪ স্ট্রাইক রেটে ১,৩৫১ রান করেছেন, গড় ৩২.৯৫। তবে হায়দরাবাদের জন্য আরও বড় প্রাপ্তি অভিষেকের সঙ্গে তাঁর জুটি, যা আইপিএল তো বটেই, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেই ওপেনিংয়ের ধারণা বদলে দিয়েছে। রানের বিচারে ট্রাভিশেক হায়দরাবাদের দ্বিতীয়-সফলতম জুটি (শিখর ধাওয়ান ও ডেভিড ওয়ার্নারের পরে)। ৪২ ইনিংসে ৪৬.১৪ গড়ে ১,৮৯২ রান, যার মধ্যে ছ’টি শতরানের জুটি ও ন’টি অর্ধশতরানের জুটি। অন্তত ১,০০০ রানের জুটির সীমা ধরলে, রান তোলার গতিতে ওভারপ্রতি ১২.২৭ নিয়ে ট্রাভিশেক আইপিএল ইতিহাসে সেরা। এখন পর্যন্ত হায়দরাবাদ লেগস্পিনার জিশান আনসারিকে দিল্লি ক্যাপিটালসে ট্রেড করে বাঁ হাতি পেসার টি নটরাজনকে ফিরিয়ে এনেছে। পাশাপাশি লিয়াম লিভিংস্টোন ও জ্যাক এডওয়ার্ডসের বদলে চেন্নাই সুপার কিংস থেকে পেসার জুটি খলিল আহমেদ ও নাথান এলিসকে পেয়েছে। ৪ কোটি টাকায় হর্ষল প্যাটেলকে গুজরাত টাইটান্সে ট্রেড করার পথেও রয়েছে তারা।

হর্ষল প্যাটেল এবার গুজরাত টাইটান্সে



সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুম্বই

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (এসআরএইচ) থেকে সফল ট্রেডের মাধ্যমে গুজরাত টাইটান্সে (জিটি) যাচ্ছেন দু’বারের পার্পল ক্যাপজয়ী হর্ষল প্যাটেল। ২০২৫ আইপিএল নিলামে ৮ কোটি টাকায় তাঁকে কিনেছিল হায়দরাবাদ। এ বার ৪ কোটি টাকায় গুজরাতে যাচ্ছেন তিনি। মঙ্গলবার আইপিএলের মিডিয়া অ্যাডভাইজরিতে এ কথা জানানো হয়েছে। বৈচিত্র্য ও কৌশলগত বুদ্ধির জন্য পরিচিত এই পেসারের অভিজ্ঞতা বিস্তর। ২০১২ সালে আইপিএলে অভিষেকের পর চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১২৪ ম্যাচে ১৫১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বছরের পর বছর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখানো এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ২০২১ আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) হয়ে এবং ২০২৪-এ পঞ্জাব কিংসের (পিবিকেএস) হয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন।

সাফ ফাইনালে ভারত-পাক মহারণ, হাত মেলাবেন কি দুই দলের ফুটবলাররা?

সকালের শিরোনাম
প্রতিনিধি
ঢাকা

২০২৬ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ঢাকার ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। আর ম্যাচের আগে সমর্থকদের মনে প্রশ্ন, ক্রিকেটের মতো ফুটবলেও কি দুই দলের খেলোয়াড়েরা হাত মেলাবেন না? ভারত এই টুর্নামেন্টে পাঠিয়েছে দ্বিতীয় সারির দল, কোচ নওশাদ মুসা। খালিদ জামিলের নেতৃত্বাধীন মূল দল নভেম্বরের আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে। দুই গ্রুপ ম্যাচ ও সেমিফাইনাল-সহ সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছে ব্লু টাইগার্স। অন্য দিকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম গ্রুপ ম্যাচ হেরেছিল পাকিস্তান। মোহনবাগানের স্ট্রাইকার সুহেল আহমেদ ভাট এই টুর্নামেন্টে ভারতের সেরা পারফর্মার, তিন গোল নিয়ে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতাও। ২০২৫-এর এপ্রিলে পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য হাত না মেলানোর যে নীতি নিয়েছে বিসিসিআই, তা কি ফুটবলেও চলবে, এ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। গত বছর থেকে এশিয়া কাপ ২০২৫, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ বা এশিয়ান গেমস ২০২৬, পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার সময় ভারতীয় ক্রিকেট দল কখনও হাত মেলায়নি। অন্য খেলায় অবশ্য হাত মিলিয়েছেন ভারত-পাক খেলোয়াড়েরা, যেমন হকিতে। এ নিয়ে এআইএফএফ-এর তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বার্তা নেই। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে কিক-অফের আগে ও ম্যাচের শেষে দুই দল হাত মিলিয়েছিল। ফিফার প্রোটোকল অনুযায়ীই তা হয়েছিল, যেখানে খেলার মর্যাদা রক্ষায় প্রতিটি দলকে সৌজন্য দেখাতে হয়। এখনকার পরিস্থিতিতে ফাইনালের আগেও দুই দল হাত মেলাবে বলে মনে করা হচ্ছে। হাত না মেলানোর নীতি কি শুধু ক্রিকেটেই? ২০২৫ সালে বিসিসিআই এই নীতি নেয়। এটি ছিল কেবল বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নয়।

হাড়ভাঙা খাটুনি অপেক্ষা করছে বুমরাহদের

সকালের শিরোনাম
প্রতিবেদক
ওয়েলিংটন

দু’টেস্টের সিরিজে ভারতের প্রথম গন্তব্য ‘হাওয়ার শহর’ ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভ। মহম্মদ সিরাজ বাদে গোটা দল ১২ নভেম্বর থেকে শহরে অনুশীলন করছে এবং সিরিজ শুরুর আগে আরও দু’টি অনুশীলন সেশন পাবে। খেলামেলা চারপাশ ও জোরালো হাওয়ার কারণে যে কোনও সফরকারী দলের কাছেই এই মাঠ কঠিন পরীক্ষা। সাধারণত হাওয়া একটি প্রান্ত থেকে সোজা বয়ে আসে। সহজ কথায়, ফাস্ট বোলারকে টেস্টে দীর্ঘ সময় হাওয়ার বিরুদ্ধে দৌড়ে হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য তৈরি থাকতে হয়। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার শেন বন্ডের মতে, ওয়েলিংটন ও ক্রাইস্টচার্চ, দু’টি শহরেই হাওয়া বয়। কিন্তু ওয়েলিংটনের হাওয়ার জোর বেশি, তাই চ্যালেঞ্জ কিছুটা বড়। ১৯ নভেম্বর খেলা শুরু হলে কাউকে দীর্ঘ সময় ধরে এই ‘ডংকি ওয়ার্ক’ করতে হবে বলে তাঁর ধারণা। বন্ড টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ক্রাইস্টচার্চেও হাওয়া বয়। ক্রাইস্টচার্চ আর ওয়েলিংটনের মধ্যে সবচেয়ে বড় তফাত সম্ভবত, হাওয়া বইলে তার জোর, আর সাধারণত তা এক প্রান্ত থেকে সোজা আসে। তাই কাউকে হাওয়ার বিরুদ্ধে খাটতে হবে। আগে দেখেছি, ঘরোয়া ক্রিকেটের ভাল বোলারও ওয়েলিংটনে হাওয়ার বিরুদ্ধে বল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। বিশেষ করে যাঁরা নিজেদের রাজ্য দলের হয়ে হাওয়ার অনুকূলে বল করেন, তাঁরা ওয়েলিংটনে হাওয়ার বিরুদ্ধে দৌড়োতে গেলে। এটা একটা বিশেষায়িত ভূমিকা। হাওয়া জোরালো হলে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। ৫১ বছর বয়সি বন্ড সাদা বলের সিরিজে সম্প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন, এখন আইএলটি২০-তে ব্যস্ত। তিনি জানান, শান্ত দিনও থাকে। কিন্তু অন্তত এক-দু’দিন জোরালো ঝাপটার মুখে পড়তে হবে দলগুলিকে। এখানে ভারত টি-টোয়েন্টি খেলার সময় ক্যাপ, সানগ্লাস ও অন্যান্য সরঞ্জাম বারবার উড়ে যাচ্ছিল।

আগে এসে কি এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব? বন্ডের উত্তর, তেমনটা তিনি মনে করেন না। সাধারণত পাঁচ দিন এমন থাকে না। কিন্তু একটা টেস্টে এক-দু’দিন হাওয়া বেশ জোরালো হবে বলে আশা করা যায়। এর প্রস্তুতি নেওয়া বেশ কঠিন। আজকের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের বেশির ভাগই বিশ্বের নানা রকম পরিস্থিতিতে খেলেছেন, বলেন বন্ড। নিউজিল্যান্ডে আবহাওয়া দিনের বেলায় মূলত মনোরম, সন্ধ্যায় ঠান্ডা। ওয়েলিংটনে আগামী সপ্তাহেও তাই থাকবে বলে আশা। তবে কঠিন পরিশ্রমের জন্য তৈরি থাকতে হবে খেলোয়াড়দের, কারণ হাওয়া ক্লান্ত করে দেয়। বন্ড যোগ করেন, নিউজিল্যান্ড খুব গরম দেশ নয়, কিন্তু হাওয়া ক্লান্তিকর। এক প্রান্ত থেকে হাওয়ার বিরুদ্ধে ছোট ছোট স্পেল করতে হয়। স্পিনার প্রায়ই সেই ডংকি ওয়ার্ক-এর বড় অংশ সামলান। আক্রমণাত্মক ফাস্ট বোলারেরা তাই হাওয়ার অনুকূলের প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বল করেন। হাওয়া জোরালো হলে দু-একজন বোলার খুঁজে নিতে হয়, যাঁরা সেই বিপরীতমুখী কাজের বড় অংশ নেবেন। নভেম্বর সাধারণত নিউজিল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ শুরুর সময় নয়। প্রাক্তন ফাস্ট বোলার কাইল মিলস জানান, বড়দিনের আগের সময়টায় দেশে হাওয়া বেশি জোরালো হয়। বেসিন রিজার্ভে হাওয়ার বিরুদ্ধে যে বোলারকে দৌড়োতে হবে, তাঁর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন তিনি।



স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com